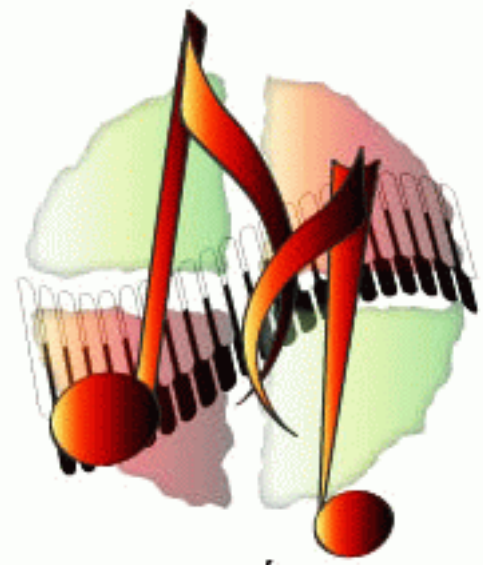

www.murchona.com

Chaprash by Buddhadeb Guha

[Part.3]

For More Books & Music Visit www.Murchona.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

চাপা রাগ
বুদ্ধদেব গুহ

চাপরাস/বুদ্ধদেব গুহ

চাপরাশ যে বহন করে সে-ই চাপরাশি। পেতলের তকমা বুকে লাগানো অনেক চাপরাশিকে আমাদের চারপাশে দেখতে পাই। রাজ্যপালের, জজসাহেবের অথবা মালিকের চাপরাশি। কিন্তু এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব গুহ এযাবৎ অচেনা এমন অনেক চাপরাশির প্রসঙ্গ এনেছেন যাঁরা শুধুমাত্র ঈশ্বরেরই চাপরাশ বহন করছে। কী সে চাপরাশ ? এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় তারই আলেখ্য।

এই উপন্যাস যখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল তখন বহু বুদ্ধিজীবী ও মৌলবাদী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, কোপ মারার হুমকি দিতেও ছাড়েননি। অথচ এই উপন্যাসে 'ধর্ম', 'ঈশ্বর' ও অন্যান্য অনেক বিষয় নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। অন্যতর আলোর দিশারী। 'চাপরাশ'-এর বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর, কোথাও কোথাও স্পর্শকাতর এবং তর্কে-বিতর্কে বিপজ্জনক। তবু এক মর্মস্পর্শী, বেগবান গল্পের মাধ্যমে লেখক এই আখ্যানকে কালোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। আখ্যানের কল্পিত জগৎ থেকে উঠে এসে চারণ নামের মানুষটি আমাদের প্রচলিত ধ্যানধারণাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে সে। ঈশ্বরবিশ্বাস যে মূর্খামি নয়, ধর্মবিশ্বাস যে গর্হিত অপরাধ নয় তা সে নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে।

চারণের গভীর উপলব্ধি এই রকম : 'জিষ্ণু মহারাজ একদিন 'চাপরাশ'-এর কথা বলেছিলেন। মনে আছে চারণের। একজন চাপরাশিই শুধু জানে চাপরাশ বইবার আনন্দ। সেই চাপরাশ ঈশ্বরেরই হোক কি কোনও নারীর। অথবা কোনও গভীর বিশ্বাসের।'

যাঁরা ধর্ম মানেন না, ঈশ্বর মানেন না কিংবা যাঁরা মানেন অত্যন্ত অন্ধভাবে—এই দুপক্ষের সামনেই স্পষ্টবাক্, সাহসী এবং সত্যসন্ধ লেখক মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে জীবনের সত্যকে তুলে ধরেছেন। বুদ্ধদেব গুহকে যাঁরা শুধুই 'প্রেম' ও 'জঙ্গল'-এর চাপরাশি বলে জানেন তাঁদের কাছে 'চাপরাশ' এক পরম বিস্ময়ের বাহক হয়ে থাকবে।

এই বিশাল ও গভীর উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যে এক বিশিষ্ট সংযোজন।

নবী চৌধুরী,
অনুজপ্রতিমেষু

চাপরাশ প্রসঙ্গে কটি কথা

ইন্ডানা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান হরিশংকর জালান এবং এস. জি. এস. ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল চিফ এগজিকিউটিভ ড. নরেশ বেদি একাধিকবার আমাকে গাড়োয়াল ও কুমায়ুঁ হিমালয়ের দেবভূমিতে যাবার সুযোগ না করে দিলে 'চাপরাশ' কখনওই লেখা হত না। তাই তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

দে'জ পাবলিশিং-এর সুধাংশুশেখর দে আমাকে অগণ্য বইয়ের জোগান না দিলেও এই বই লেখা যেত না। অ্যাডভোকেট নবী চৌধুরী আমাকে উৎসাহ দেওয়া ছাড়াও একটা ইংরেজি বই দিয়েছিলেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, তার নাম ''In Quest of Infinity''. কবিরাজ এ. সি. রায়-এর লেখা। আমার জাপানি বন্ধু হাজিমিসো, তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মের ওপরে Robert A. Thuruman-এর লেখা Essential Tibetan Buddhism বইটি উপহার দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। সুধাংশু দে বেদ, উপনিষদ, মনুসংহিতা, কোরাণ এবং নানা সাধকসাধিকার সম্বন্ধে অসংখ্য বইয়ের জোগান দিয়েছিলেন বিন্দুমাত্র বিরক্তি না প্রকাশ করে। তাঁর কার্তিকবাবু সেইসব বই সাইকেলে করে রাতের বেলা পৌঁছে দিয়েছেন দিনের পর দিন। সে কারণে তাঁদের কাছেও অশেষ কৃতজ্ঞ আমি। আমার অফিসের হরেন সুর প্রায় প্রতিদিনই 'প্রতিদিন' অফিসে কমল চৌধুরীর কাছে 'চাপরাশ'-এর কপি ও সংশোধিত পুল দেওয়া-নেওয়া করেছেন। আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

'প্রতিদিন' এবং 'Asian Age'-এর অকালে চলে-যাওয়া সার্কুলেশান ম্যানেজার মদন মিত্র এবং কমল চৌধুরীর নাছোড়-বান্দা পীড়াপীড়ি না থাকলে এই উপন্যাস আরম্ভই করতে পারতাম না। আমি compulsive লেখক নই impulsive লেখক। লেখার মতন কোনও কিছু না জমে উঠলে লিখতে পারি না। বেশি তো লিখিই না। এ কথা আমার পাঠক-পাঠিকারা জানেন।

এই দীর্ঘ আঠারো মাস ধরে এই উপন্যাস সংবাদ 'প্রতিদিন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল যখন তখন প্রতিটি কিস্তি পড়ে তাদের মতামত প্রতি সপ্তাহে আমাকে জানিয়ে এই কঠিন এবং কখনও কখনও ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কাজে আমাকে নিয়োজিত রাখার জন্যে, প্রতিনিয়ত দীপিত করার জন্যে, বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, লিপিলেখা মুখোপাধ্যায়, মুক্তি ও হীরক মুখোপাধ্যায়, মধুমিতা সেন, সুশান্ত ভট্টাচার্য, ড. কৌশিক লাহিড়ী এবং সুজাতা লাহিড়ীর কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বড় ধারাবাহিক লেখা লিখতে লিখতে মাঝে মাঝেই সমুদ্রে হাল-ভাঙা নাবিকের মতন অবস্থা হয় সব লেখকেরই। সেই সময়ে এমন একনিষ্ঠ এবং সৎ পাঠকেরাই, যাঁরা চাটুকার নন, ধ্রুবতারা হয়ে লেখকের মনের আকাশে বিরাজ করেন।

'প্রতিদিন'-এর ডি. টি. পি. ডিপার্টমেন্টের উমাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় আমার অত্যন্ত বাজে হাতের লেখা কপি কম্পোজ করে এবং পুলের সংশোধনের নির্দেশও নির্ভুলভাবে পালন করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। 'প্রতিদিন'-এর কমল চৌধুরী আমার 'কুখ্যাত' মেজাজ অনবরত হাসিমুখে প্রতিদিনই সহ্য করে গেছেন বলেও তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আনন্দ পাবলিশার্স-এর ডি. টি. পি.-র সমীর চৌধুরী এবং রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ও খুব যত্ন ও ধৈর্যর সঙ্গে এ বই কম্পোজ ও মেক-আপ করেছেন। সে জন্যেও তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বড় টাইপে, রয়্যাল সাইজে নয়নলোভন করে ছেপেছেন এ বই আনন্দ পাবলিশার্স-এর বাদল বসু। বইটি বেশ বড়। সাম্প্রতিক অতীত থেকে কাগজ, ছাপা এবং আনুষঙ্গিক খরচ অনেক বেড়ে

যাওয়াতে বইয়ের দাম অনেকই হয়ে গেল। প্রকাশকের হয়ে আমি ক্ষমা প্রার্থী। আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা নিজগুণে প্রকাশককে মার্জনা করবেন।

অনুজপ্রতিম প্রচ্ছদ-শিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়কেও অশেষ ধন্যবাদ।

বিনত,

বুদ্ধদেব গুহ

পোস্ট বক্স নং ১০২৭২

কলকাতা-৭০০০১৯

www.MurchOna.com

মন্দিরেই নাকি রামচন্দ্র হাজার পদ্মফুল নৈবেদ্য দিয়েছিলেন মহাদেবকে। "কমল"-এর অর্ঘ্য দান করেছিলেন বলেই এই শিবের নাম কমলেশ্বর শিব। কমলেশ্বর মন্দির ছাড়াও অনেক মঠ-মন্দিরও আছে কাছাকাছি।

শ্রীনগর থেকে রুদ্রপ্রয়াগ কত কিমি ?

চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে।

এবারে গাড়িটা বাঁদিকে মোড় নিল।

আমরা এবারে দেবপ্রয়াগের পথ ছেড়ে দিলাম। দুকিমি এসেছি শ্রীনগর থেকে এবারে ক্রমশই চড়াইয়ে উঠবে গাড়ি। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট উঠবে তো। মাত্র তিরিশ কিমি পথ বেয়ে এতখানি উঁচুতে উঠতে হলে চড়াই ভাল খাড়া হবেই।

চন্দ্রবদনী বলল।

তা ঠিক।

দেখতে দেখতে আবহাওয়াও বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দুপাশের গাছগাছালির প্রকৃতি বদলে যেতে লাগল। ডানদিকে খাদ আর বাঁদিকে ঘন বনে ঢাকা প্রায় খাড়া পর্বত। চীর, পাইন, দেবদারু, হর্স-চেস্টনাট, ওক।

মিনিট পনেরো পর যখন কিছুটা উঠেছে উপরে, চারণ ড্রাইভারকে বলল, গাড়ি রোক্কোতো জারা।

গাড়ি দাঁড় করালে, গাড়ি থেকে নেমে জোরে শ্বাস নিল। বাঁদিকের খাড়া পাহাড়ের উপরে গ্রাম আছে। গরু চরাচ্ছে কোনও রাখাল ছেলে। গরুর গলার ঘণ্টা বাজছে। দুটি ছেলে কাছে দূরে কথা বলছে। ভারী শান্তি এখানে। নির্মল পরিবেশে, নীলাকাশে, দূষণমুক্ত এইরকম কলুষহীন ভূখণ্ড যে আজও আছে এই পৃথিবীর বুকে, তা জেনেই আনন্দ হচ্ছে চারণের।

হাওয়া নেই কিন্তু এক আশ্চর্য পবিত্র সুগন্ধ চারদিকে, গাছ-গাছালির, ঘাস-পাতার। গন্ধটা পুজোর ঘরের গন্ধের মতন। কে জানে ! এই জন্যেই হয়তো এসব দেবভূমি।

গাড়ির ভিতরেই বসে চন্দ্রবদনী চারণের পাগলামি দেখে হাসছিল।

চারণ ঘাড় উঁচু করে উপরে চেয়ে দেখছিল।

চন্দ্রবদনী বলল, সব পর্বতকেই মনে হয় অগম্য না হলেও দুর্গম। উত্তুঙ্গ। কিন্তু সেটা আপাত দৃষ্টিতে। এই খাড়া পর্বত-এর উপরে উঠতে পারলে দেখবেন সেখানে সবই আছে। মানুষের পা পড়েনি এমন জায়গা ত্রিলোকেই খুব বেশি নেই। এটা মন্দ যেমন, আবার ভালও। মালভূমি আছে, গোচারণ-ভূমি, গ্রাম, ছোট ছোট জনপদ দু-পাঁচ ঘরের। উপরে উঠলে দেখা যাবে আমাদের গ্রামেরই মতো সেখানেও রোদে লেপ শুকোতে দেওয়া হয়েছে, গরু-ছাগল চরছে, শিশুর চিৎকার, নারীর হাসি, বৃদ্ধর কাশি। এইসব নিয়েই হয়তো প্রকৃতি সম্পূর্ণ হয়। মানুষ বা বিধাতার নিজের হাতে গড়া কোনও কিছু দ্বারা প্রাণিত না হলে প্রকৃতি যেন অসম্পূর্ণ থাকে।

চারণ মুখে কিছু বলল না। কিন্তু মনে মনে বলল, তা কেন ! গাছ-গাছালির, পাখ-পাখালির, পোকা-প্রজাপতি, ঝিঁঝিঁপোকা-নীলমাছির কি প্রাণ নেই। প্রাণ তো সর্বত্রই। প্রকৃতি সবসময়েই অন্য কারো চেষ্টা ব্যতিরেকেই প্রাণিত।

ও ভাবছিল, আশ্চর্য ! খাড়াই চড়ছে, উঠেও এসেছে প্রায় পাঁচ কিমি মতো অথচ উলটোদিক থেকে একটিও গাড়িকে নামতে দেখল না। এখন পর্যন্ত। উলটোদিক থেকে আসা কোনও ট্র্যাফিক নেই বলেই ড্রাইভার একটু অমনোযোগী হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। অদৃশ্য বাঁকে হর্ন দিচ্ছে না। এমন পাহাড়ি পথেও যতখানি উচিত ততখানি পথের বাঁদিক ঘেষে গাড়ি চালাচ্ছে না। যে কোনও মুহূর্তেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অভ্যেস বসে চারণ প্রতি বাঁকের আগে থাকতেই তাকে বলে চলেছে হর্ন বাজানা। হর্ন বাজানা !

এই ড্রাইভারটি আড়িয়া পাঞ্জাবি। সম্ভবত দিল্লি বা হরিয়ানাতে বাড়ি। কথায় কথায় 'হান্‌জি, হান্‌জি' করে বটে কিন্তু বিনয়ী আদৌ নয়। বেশ দুর্বিনীত। অথবা কানে কম শোনে। কানে কী

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

একটা ওষুধও লাগাচ্ছিল রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বেরোবার আগে। ডান কানের ফুটোতে ওষুধটা বিল্ট-ইন ড্রপারে করে ঢেলে, ডান কানের পাতা ধরে এমন টানাটানি করছে তখন থেকে একটু সুযোগ পেলেই যে, চারণের মনে হচ্ছিল কানের পাতাটি বোধহয় স্থানচ্যুতই হবে। মানুষটার নাক চিবুক কাটাকাটা হলে কী হয়, বুদ্ধিটা সম্ভবত ভোঁতা। কথা বললে, বুঝতে সময় নেয় এবং শুধু সময়ই নেয় না, কথা ঠিকমতো বোঝেও না। আর যখন বোঝেও, তখনও তা শোনে না। অবাধ্য এবং গোঁয়ার। একটি বিস্কিট-রঙা ফুলহাতা সোয়েটার পরে, ডানদিকে বেঁকে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে, মুখে এমনই এক ভাব ফুটিয়ে বসে রয়েছে, যেন চারণদের বৈতরণীই পার করাচ্ছে সে।

নাম ক্যা হ্যায় তুমহারা ?

জী ?

তুমহারা নাম ক্যা ?

রওনাক সিং।

বাঁতে তো শুনা করো।

আপ বহুতই জাদা বাঁতে করতেঁ হ্যায়। বেকারকি। বাঁতে শুননা, না গাড়ি চালানা ?

চারণ, চন্দ্রবদনীর সামনে অপ্রতিভ হল।

ভাবল, ঠিক আছে। মওকা আসুক। তোমাকে কি করে কড়কাতে হয় তখন দেখাব।

মুখে বলল, হর্ন বরাবর হর-টার্নিহিমে বাজাতে চলনা।

রওনাক সিং উত্তর দিল না কোনও। বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে ডান কানটা নিয়ে আবার টানাটানি করতে লাগল।

এবারে অনেকখানি উঠে এসেছে ওরা। সত্যিই আশ্চর্যের কথা। এতখানি পথ এল অথচ একটিও প্রাইভেট গাড়ি, বাস, জিপ বা ট্রাক উঠতে কী নামতে দেখল না এই পথ বেয়ে। পউরি শহরটা কি এমনই নির্জন, নিরুপদ্রব ? এখনও ? তাহলে প্রতি বছর ছুটিতে এখানে এসেই থাকবে এবার থেকে। জওহরলাল নেহরু হয়তো এই কারণেই আসতেন এখানে ঘন ঘন।

রাস্তাটা বাঁয়ে একটা মোড় নিতেই চারণ স্বতঃস্ফূর্ত, উচ্ছ্বসিত স্বগতোক্তি করে উঠল। বাঃ। অপূর্ব।

চন্দ্রবদনী স্মিতহাসি হাসছিল, মুখে কথা না বলে।

ডানদিকে পর্বতশ্রেণীর অতগুলি চুড়ো সকালের রোদে একেবারে ঝকমক করে উঠল। আর চুড়ো বলতে সাধারণত মানুষে যা বোঝে তেমন চুড়োও নয়। সবকটি চুড়োই বরফাবৃত তো বটেই পর্বতের শরীর থেকে এবং হাঁটু পর্যন্ত সবটাই বরফে মোড়া। পুরো পর্বতমালাই বরফাবৃত। কোন চুড়ো ফেলে কোন চুড়োকে দেখবে ?

চারণ বলল, কী যেন সব নাম বলেছিলেন আপনি ? আর একবার বলুন না ? মিলিয়ে নিই। এক এক করে।

চন্দ্রবদনী হেসে বলল, সত্যি সত্যিই আবার বলতে হবে ?

সত্যি সত্যিই ?

তবে বলছি আবার মিলিয়ে নিন।

বলতে যাওয়ার আগেই পথটা বাঁদিকে আর একটা বাঁক নিতেই সবগুলো ঝকঝকে শৃঙ্গ একইসঙ্গে মিলিয়ে গেল।

চারণ বলল, একী লুকোচুরি !

চন্দ্রবদনী হাসছিল। বলল, সমস্ত প্রার্থিত জিনিসই যদি অত সহজে পাওয়া যেত তাহলে তার দাম থাকত না কানাকড়িও। তাছাড়া যা প্রার্থনার, তা পাওয়া হয়ে গেলেও পাওয়ার ঘরে বেশিদিন কখনওই লাগাতার তাকে রাখতে নেই।

তাই ?

বলেই, চারণ অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

www.MurchOna.com

মিনিট পাঁচেক পরেই আবার পথটা একটা বাঁক নিতেই সবকটি শৃঙ্গ একই সঙ্গে আবারও ঝকঝক করে উঠল।

পাহাড়ে, আদেখলা বাঙালি চারণ, গাড়োয়াল-কন্যা চন্দ্রবদনীকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, ওই যে সবকটা দেখা যাচ্ছে আবার।

চন্দ্রবদনী হেসে বলল, সব নয়। আধেক ধরা পড়েছে আপনার চোখে, আধেক এখনও বাকি আছে। এখান থেকে প্যানোরোমিক ভিউ তো পাওয়া যাচ্ছে না।

তবু, নামগুলো আরেকবার বলুনই না। আপত্তি আছে?

চারণ স্কুলের ছাত্রর মতন ছটফট করতে করতে বলল।

চন্দ্রবদনী হাসতে হাসতে বলল, নাম বলছি। কিন্তু কোনটা কি তা পউরিতে পৌঁছে ট্যুরিস্ট লজ-এর বাগানে বসে চিনিয়ে দেব আপনাকে। নামগুলো এখন উলটোপালটা হয়ে যাবে, মানে যেমন দেখতে পাচ্ছেন চোখে তেমন ক্রমানুসারে হবে না।

নাই বা হল। বলুন!

স্বর্গারোহিনী, চৌখাম্বা, হাতিপর্বত, ত্রিশূল, নীলকণ্ঠ, কামলিং...

তারপর?

সুমেরু পর্বত, খর্চাকুণ্ড, কেদারনাথ, বান্দরপুঞ্ছ, ভৃগুপন্থ, জৌনলি, গঙ্গোত্রী গ্রুপ এইসব।

আচ্ছা, সত্যিই কি মানে, মহাপ্রস্থানে-আসা পাণ্ডব লক্ষ্মণ হনুমানজির লেজে পথ আটকে থাকাতে, যেতে বাধা পেয়েছিলেন?

চন্দ্রবদনী হাসল।

বলল, আপনাকে কে বলল?

বলেছিলেন, হৃষীকেশের কাছে কুঞ্জাপুরীর মন্দিরের পুরোহিত কুঁয়ারসিংজী।

তাই?

তারপর বলল, দেখুন, আমি যেমন আমার দাদুর গৌতম বুদ্ধকেও চোখে দেখিনি তেমন হনুমানজিকেও চোখে দেখিনি। কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ এই যে মহাবীর, মহম্মদ, যিশুখ্রিস্ট, শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব ইত্যাদি ইত্যাদি ধর্মগুরুকে মেনে নিয়ে, তাঁদের অনুশাসন মেনে নিয়ে, তাদের নিজের নিজের জীবনে শুদ্ধতা, ন্যায়, নীতি আনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, বর্তমান সময়ের সর্বজ্ঞ এই বিষম ভুঁইফোড় অবিশ্বাসীদের মধ্যে বাস করেও, সেটাই বা কম কি? পৃথিবীর কোনও ধর্মই, কোনও ধর্মগুরুই তো কোনও মানুষকে খারাপ কিছু করতে বলেননি এ পর্যন্ত। যা-কিছুই মানুষকে ন্যায় বা শুভবোধের প্রতি মনোযোগী করে তোলে, সে সবকে খারাপ আখ্যা দেওয়ার কি দরকার? লক্ষ্মণ যদি হনুমানজির লেজ এ পথ আটকেই গিয়ে থাকেন এবং হনুমানজি যদি পরে দয়াপরবশ হয়ে নিজেই তাঁর লেজকে সরিয়ে লক্ষ্মণের চলার পথ সুগম করে দিয়ে থাকেন, অন্তত তেমন করেছিলেন বলে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, তাতে আমার আপনার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটছে কি? কোনও ধর্মে আর এইরকম কাহিনী নেই?

চারণ চুপ করে গেল। বুঝল যে, তার প্রশ্নটিই বোকার মতন হয়েছিল!

বেশ অনেক উপরে উঠে Snow-line-এর অনেক নীচে, পাদদেশে, বাড়ি ঘর দেখা যাচ্ছে। পউরিতে কি পৌঁছে গেল ওরা?

ভাবছিল চারণ। একটু পরই প্রায় খাড়া পথটি একটি সমকৌণিক বাঁক নিয়েছে বাঁয়ে। গাড়িটিও বাঁক নিতেই ওরা চমকে উঠে দেখল প্রায় শ দুই ছেলে, তাদের মধ্যে দু-তিনজন মেয়েও ছিল, একটা সমতল জায়গাতে, পথ অবরোধ করে জমায়েত হয়েছে। জায়গাটি পাহাড়ি শহরের "ম্যাল"-এর মতন। বাজার, বাসস্ট্যান্ড সবই সম্ভবত এখানে। কিন্তু সব কিছুই বন্ধ রয়েছে। থমথমে ভাব একটা। আজ শ্রীনগরের সকাল থেকেই চারণের কেমন অস্বস্তি লাগছিল। তারপরে যান-বিরল এতখানি পথ এসে এই অবরোধ! কী ব্যাপার, কে জানে!

ওদের গাড়ি দেখেই ছেলেরা তিনদিক দিয়ে তেড়ে এল ভীষণ রাগের সঙ্গে চিৎকার করতে

www.MurchOna.com

করতে। বলতে লাগল, রোক্কো ! গাড়ি রোক্কো !

বুদ্ধিহীন, গোঁয়ার রওনাক সিং গাড়ি জোরে চালিয়ে আরও উপরের ট্যুরিস্ট লজ-এর দিকে যেতে চেষ্টা করছিল মূর্খের মতন ওই উত্তেজিত জনতাকে অগ্রাহ্য করে, প্রায় তাদের চাপা দিয়েই।

চারণ, আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করল।

ছেলেরা, গাড়ির বনেটে, দরজায়, ছাদে জোরে জোরে থাপ্পড় এবং লাথি মারছিল। ব্যাপারটা কি ? তা ভাল করে বোঝবার আগেই ইডিয়ট মাথা-মোটা রওনাক সিং গাড়িটা চড়িয়ে দিল জনতার উপরে। যদিও তখন গাড়ি প্রায় গতিরহিত হয়ে গেছিল। বুদ্ধিভ্রংশ হয়েই করল, না ভয়ে, বোঝা গেল না। চড়িয়েই, স্বগতোক্তি করল কী যেন বিড়বিড় করে। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে।

পাছে, জনতা চন্দ্রবদনীর কোনও ক্ষতি করে সেই চিন্তাতে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নীচে নামতে গেল চারণ। বিপদের সময় যা ঘটে, বিপদের উপর বিপদ, দরজা হঠাৎ খুলতেই, পাশে দাঁড়ানো ছেলেদের কারও কারও গায়ে দরজাটা গিয়ে ধাক্কা দিল। আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই চার-পাঁচজন ছেলে উড়ে এসে পড়ল চারণের উপরে। কিল-চড়-ঘুষি বৃষ্টির মতন পড়তে লাগল।

চন্দ্রবদনীকে দেখে গাড়োয়ালি বলে আদৌ মনে হয়নি। তার গড়ন তার মায়ের মতন। তাই বাঙালি বলেই মনে হয়। কিন্তু সে যখন বাঁদিকের দরজা খুলে নেমে গলা তুলে সেই জনতাকে ভর্ৎসনা করল গাড়োয়ালিতে তখন জনতার মধ্যে অধিকাংশ যুবকই শান্ত হল কিন্তু যারা মাটিতে ফেলে চারণকে মারছিল তারা মেরেই চলল। উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত জনতার ন্যায়-অন্যায় বোধ, বিবেক বা কাণ্ডজ্ঞান বলে থাকে না কখনওই কিছুমাত্র। প্রত্যেক জনতারই কাণ্ডজ্ঞানহীনতা এবং ক্ষিপ্ততা দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়ে, নিয়ন্ত্রণবিহীন হয়ে।

তখন জনতার মধ্যে যে দু-তিনটি মেয়ে ছিল তারা এসে চন্দ্রবদনীর কাছে দাঁড়াল। গাড়োয়ালি এবং ইংরেজিতেও কথা বলল তারা চন্দ্রবদনীর সঙ্গে। এবং মেয়েদের মধ্যে একজন গিয়ে উন্মত্ত ছেলেগুলিকে থামাল। চারণের গায়ের উপর সালোয়ার-কামিজ পরা সেই মেয়েটি শুয়ে পড়ল। চারণকে বাঁচাবার জন্যে। তা করতে গিয়ে সেই মেয়েটিও উন্মত্ত ছেলেগুলির হাতে মার খেল। মেয়েটি একটা সালোয়ার কামিজের ওপর Shocking Pink রঙা ফুলহাতা সোয়েটার পরেছিল। তার খোঁপাটি থাপ্পড়ের চোটে খুলে গেল। চুল ছড়িয়ে গেল পিঠময়।

শকিং-পিঙ্ক রংটি চারণের চিরদিনের অপছন্দ। কিন্তু সেই মুহূর্তে রংটিকে বড় সুন্দর বলে মনে হল ওর। মনে হল, তা ওর জীয়নকাঠির রং।

উত্তেজনা প্রশমিত হলে জানা গেল যে, সমস্ত পাহাড় ও উপত্যকাতে আজ ভোর থেকে "বন্‌ধ" ডাকা হয়েছে। চারণেরা কেন সেই বন্‌ধ অমান্য করে নীচ থেকে এত দূরে এসেছে ? এটা কি স্বেচ্ছাকৃতভাবে "বন্‌ধ"-কে অমান্য করা নয় ?

কেন "বন্‌ধ" ডাকা হয়েছে তা চন্দ্রবদনী জিগ্যেস করাতে জনতা বলল, যে পুলিশ কাল রাতের কোনও সময়ে উত্তরাখণ্ড আন্দোলনের দুজন নেতৃস্থানীয় ছাত্রকে গুলি করে মেরে দিয়েছে। আজ ভোরে তাদের লাশ নাকি ভাসতে দেখা গেছে অলকানন্দার হিমশীতল খরস্রোতা জলে এবং সেই লাশ ছাত্ররা উদ্ধারও করেছে।

চারণ ভাল করে লক্ষ করে দেখল যে, ছেলেগুলি সকলেই ছাত্র এবং শিক্ষিত। মুহূর্তের মধ্যে চারণের মনে পড়ে গেল গত পরশু পাটনের-করা ভবিষ্যদ্বাণী।

শাস্তি অবশ্য চারণের যথেষ্টই হয়েছে। একটা ভুরু কেটে চোখ ফুলে যাওয়াতে চোখে কিছু দেখতেই পাচ্ছে না। নীচের ঠোঁটটিও কেটে গেছে প্রায় দুফাঁক হয়ে। নাক মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে, জামা-কাপড় ভেসে যাচ্ছে। জনতার রোষ তখনও পুরো প্রশমিত হয়নি। চন্দ্রবদনী যদি গাড়োয়ালিতে কথা না বলত সময়মতন, তবে কী যে হত তা বলা যায় না। হয়তো সে মারাই যেত !

জনতা তখনও গাড়ির সামনেটাতে অবরোধ করে দাঁড়িয়েই ছিল। ইডিয়ট রওনাক সিং দু-চারটে

www.MurchOna.com

লাথি-কিল-চড় হজম করে নিয়েছে। ভরপেট খাওয়ার পর মানুষে যেমন হজমিগুলি খায়, তেমনই মানসিকতাতে। জাঠেরা ওইরকমই হয়, তাই ভাল সৈন্যও হয় তারা। একটি ছেলে রওনাক সিং-এর ফুল-হাতা সোয়েটার ধরে জোরে টানাতে, মেশিনে-বোনা সোয়েটারটার সেলাই কিছুটা ছিঁড়ে গেছে কাঁধের কাছে। ব্যসস। ক্ষতি বলতে ওর ওইটুকুই! অথচ গাড়িটা যদি সে ক্ষিপ্ত জনতার উপরে অমন বে-আক্কেলের মতন চড়িয়ে না দিত তবে হয়তো শিক্ষিত ছাত্রেরা অতখানি ক্ষিপ্ত হত না। দরজা খুলে চারণ চন্দ্রবদনীর বিপদের কথা ভেবেই নামতে গেছিল। তার যে অমন প্রতিক্রিয়া ঘটাব তা তো জানেনি আগে।

চন্দ্রবদনী যখন মেয়েদের বুঝিয়ে বলল যে, ওরা কিছুই জানত না এসব, তবে সারা পথে এবং শ্রীনগরেও সুনসান ভাব দেখে সন্দেহ অবশ্যই হয়েছিল যে কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু সেটা যে কী...

আশ্চর্য! শ্রীনগরে রওনাক সিং একটি পেট্রল পাম্প থেকে পেট্রলও নিয়েছিল। সেখানেও কেউই কিছু বলল না, সাবধান করল না। সত্যিই কোনও দোষ ছিল না ওদের।

চন্দ্রবদনীর অনুরোধে জনতা পথ ছাড়ল উপরের ট্যুরিস্ট লজে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু শাসিয়ে দিল যে, নীচে নামা চলবে না কোনওমতেই। আজ এবং কালকেও "বন্‌ধ" উঠবে সে কথাও বলা যাচ্ছে না। লাগাতার বনধ চলতে পারে অনির্দিষ্টকাল, কর্তৃপক্ষ উত্তর প্রদেশের পুলিশের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা না নিলে!

চন্দ্রবদনী চারণের জন্যে ডাক্তারখানা বা হাসপাতালের কথা বলতে গেলে, জানা গেল, সব বন্ধ। তখন চন্দ্রবদনী গাড়িতে উঠে বলল, ট্যুরিস্ট লজে চলুন। সেখানে আমার শ্বাশুড়ি আছেন। তিনি খুব ভাল পারেন এসব। ট্যুরিস্ট লজে ডেটল, ব্যান্ডেজ ইত্যাদিও থাকার কথা।

গাড়িটা ওই ম্যাল মতন জায়গাটা পেরিয়ে কিছুটা গিয়েই আবারও চড়াই চড়তে লাগল। মনে হল, ট্যুরিস্ট লজটা শহরের সবচেয়ে না হলেও, বেশ উঁচু জায়গাতে হবে নিশ্চয়। যাতে তুষারাবৃত পর্বতমালা সবচেয়ে ভাল দেখা যায়।

গাড়িটা যখন উঠছে তখন দেখল একদল ছেলে উপর থেকে নেমে আসছে। ওরা যখন কাছাকাছি এসেছে গাড়ির, চন্দ্রবদনী গাড়ির কাচ নামাল ওর দিকের। ভিড়ের মধ্যে একটি ছেলে হঠাৎ বাংলাতে বলল, আপনারা বাঙালি?

চন্দ্রবদনী বলল, হ্যাঁ।

কী করে হল এমন?

প্রশ্ন করেই উত্তরটাও বুঝতে পারল। তারপর স্বগতোক্তি করল, টেনশান অ্যান্ড একসাইটমেন্ট ইজ রানিং ভেরি হাই। আই ডোন্ট ব্লেম দেম। উত্তেজিত হবার কারণ তো ঘটেছেই।

রক্তাক্ত চারণ ওর দিকের কাচ নামাল। কিন্তু কথা ও বলতে পারল না।

ছেলেটি বলল, আমি এখানের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে কাজ করি। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

ট্যুরিস্ট লজে।

সেখানের গেটে তো তালা বন্ধ। আমি তো সেখান থেকেই আসছি। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর হতে পারে, আগুনও লাগতে পারে, তাই।

সে কী! একজনের সঙ্গে তো দেখা করতেই এলাম আমি রুদ্রপ্রয়াগ থেকে। ওঁর তো ওখানেই থাকবার কথা!

ম্যানেজার নেই, স্টাফ নেই, শুধু চৌকিদার আছে। তাকে জিগ্যেস করবেন, সে বলতে পারবে। লজ-এ তো কোনও ট্যুরিস্ট নেই, কেউই নেই। আমি যতদূর জানি। থাকবে কি করে? কোনও স্টাফই যদি না থাকে?

তারপর ছেলেটি বললেন, আপনাদের কিন্তু এখুনি চলে যাওয়া উচিত। এই বনধ কতদিন চলবে কে জানে! সিচুয়েশান কোনদিকে টার্ন নেবে, কে বলতে পারে!

তারপর অন্যদের সঙ্গে সামান্য পরামর্শ করে বললেন, শ্রীনগরের দিকে যাবেন না। সেখানেই

www.MurchOna.com

তো আসল গণ্ডগোল। তাছাড়া ম্যালই পেরোতে পারবেন না। গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলে কি ভাল হবে ?

চন্দ্রবদনী বলল, তবে যাব কোনদিক দিয়ে ?

ওই ছেলেটি এবং আরও দুজনে বললেন, বাবুখাল, পিপলিপানি, ঘুমখাল হয়ে কোটদ্বারে পৌঁছে চলে যান। কোটদ্বারে কোনও গোলমাল নেই। কোটদ্বার তো সমতলে। গণ্ডগোল যত সব তো পাহাড়েই। বনধও থাকবে না সেখানে। আর যদি সেরকম অবস্থা বুঝে পথেই কোথাও থেকে যেতে চান, তাহলে ল্যান্সডাউনেও থাকতে পারেন। পথ ছেড়ে কিছুটা ভেতরে যেতে হবে অবশ্য।

তারপর ছেলেটি শুধোল, আপনারা যাবেন কোথায় ? দিল্লি ?

হ্যাঁ। আমি দিল্লি যাব, উনি যাবেন...

বলেই, চন্দ্রবদনী চুপ করে গেল।

চারণ কোথায় যাবে, তা চন্দ্রবদনী কী করে জানবে ?

চারণ ভাবছিল যে, ও নিজেই কি জানে ! সে ত গন্তব্যহীন। তৈলাক্ত বাঁশে চড়তে গিয়ে কোটদ্বার থেকে কি আবারও পরিক্রমা শুরু করবে নতুন করে ?

এঁর একটু চিকিৎসা-শুশ্রূষা কি কোথাও হতে পরে ?

ছেলেরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

তারপর সেই বাঙালি ছেলেটি বলল, আজ যে সবই বন্ধ।

একশিশি ডেটল, একটু তুলো, কোনও পেইনকিলার ট্যাবলেট কিছুই কি পাওয়া যাবে না ?

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি স্থানীয় ছেলে ইংরেজিতে বলল, আপনারা ট্যুরিস্ট লজ-এর দিকেই যান, সেখানে যাঁর খোঁজ করছেন তাঁর খোঁজ করুনই না হয় একবার গিয়ে। করে, যখন নেমে পিপলিপানির পথের দিকে যাবেন, আমি মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব তুলো আর ডেটল নিয়ে। আমার মায়ের কাছে একস্ট্রা-স্টক রাখা থাকে।

চন্দ্রবদনী তাকে গাড়োয়ালিতে ধন্যবাদ দিল। ছেলেটি অবাক হয়ে বলল, আপনি তো চমৎকার গাড়োয়ালি বলেন।

চন্দ্রবদনী ওই বিপদগ্রস্ত অবস্থাতেও হাসল। কী করে হাসল, ওই জানে ! ভারী সুন্দর আশ্বাস ও স্বস্তিবাহী সেই হাসি। বলল, আমি গাড়োয়ালিই। আমার বাড়ি রুদ্রপ্রয়াগে।

তাই ?

অবাক গাড়োয়ালি ছেলেটি। বাঙালি ছেলেটিও কম অবাক হল না !

তারপরে বলল, আপনারা এগোন। ওই ছেলেটিও বলল, আমি এগিয়ে যাই। মা যদি বাড়ি থেকে কোথাও গিয়ে থাকেন তাহলেই মুশকিল হবে। কোথায় যে ওসব রাখেন, তাও জানি না আমি।

ট্যুরিস্ট লজ-এর সামনেটায় ষাট ডিগ্রি কোণে গেট-এর কাছে গাড়িটিকে যখন দাঁড় করাল রওনাক সিং তখন বাঁদিকে তাকিয়ে তার সব শারীরিক কষ্ট ও মানসিক উত্তেজনা ভুলে গেল চারণ। ঝকঝক করছে রোদে সারি বাঁধা শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ। জওহরলাল নেহরু কেন বারবার এখানেই ছুটি কাটাতে যে আসতেন তা বুঝতে পারল ও।

রওনাক সিং হর্ন বাজাল। চন্দ্রবদনী নামল। তারপর হেঁটে, তালা বন্ধ গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চারণও নেমে ওই তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে রইল।

হর্ন-এর শব্দ শুনে চৌকিদার হেলতে-দুলতে এল। মুখে বিরক্তি নিয়ে। দূর থেকেই বলল, হাত নেড়ে, খোলা যাবে না।

চন্দ্রবদনী, সে গেট-এর কাছে এলে, গাড়োয়ালিতে তার সঙ্গে কী সব বলল। চৌকিদার মাথা নাড়ল। নেতিবাচক। তারপর হাত দিয়ে একটা ভঙ্গি করে কী যেন বলল। কিছু একটা দিলও চন্দ্রবদনীর হাতে। আরও কী সব বলল, গাড়োয়ালিতে। বুঝল না চারণ।

চন্দ্রবদনী, চিঠির মতো কোনও কিছু পড়ল গেট-এর সামনে দাঁড়িয়ে। চৌকিদার তাহলে একটা

www.MurchOna.com

চিঠিই দিয়েছিল ওকে।

চন্দ্রবদনী ফিরে এসে গাড়িতে উঠল। চারণও এসে বসল। বলল, ইচ্ছে করছে না এই স্বর্গ ছেড়ে চলে যেতে।

কোনও স্বর্গেই তো চিরদিন থাকা যায় না! চন্দ্রবদনী যেন একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলল।

যায় না?

কথা বলতে ভীষণই কষ্ট হচ্ছে চারণের। রক্তে মুখের ভিতরটা ভরে গেছে। থকথকে হয়ে গেছে মেটের মতন। বমি পাচ্ছে ওর। মাথাতে, বুকে পেটেও অসহ্য লেগেছে। আগে ব্যথাটা বোঝেনি। এখন আস্তে আস্তে ব্যথাটা সর্বাঙ্গে ছেয়ে যাচ্ছে।

চন্দ্রবদনী বলল, আপনাকে একটি এ টি এস দেওয়ানো দরকার ছিল। ডাক্তারখানা কি আর খোলানো যেত না! কিন্তু যেখানেই যেতে চাই, ছেলেরা সেখানে জমায়েত হয়ে আছে, তাদের পেরিয়েই যেতে হবে। পউরি শহরে ঢোকার প্রবেশদ্বার বলতে যা বোঝায়, ওই জায়গাটি তাই।

তারপরই স্বগতোক্তি করল, যাকগে। ডেটল আর তুলো পেলে উন্ডসগুলো ড্রেস তো করে দিতে পারতাম!

আপনার শাশুড়ি-মায়ের কী হল? এখানে আসেননি? চৌকিদার কী বলল?

এসেছিলেন। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কেউ গতকাল ভোরেই নাকি শ্রীনগর থেকে ফোন করে ওঁকে ব্রেকফাস্টের পরে পরেই বেরিয়ে পড়ে কোটদ্বার হয়ে দিল্লী পৌঁছতে বলেছিলেন।

তারপর বলল, সেই অ্যাডভান্স ওয়ার্নিং পেয়ে নিশ্চয়ই প্রাইভেট ট্যাক্সিতে বা বাসে করে ফিরে গেছেন। ওঁর তো এখান থেকে নামবার কথা ছিল আগামী পরশু। ভারী আশ্চর্য তো! স্বজনেরা আমার চলে-যাওয়া এবং স্বল্পকালীন স্বামীর মায়ের প্রতি যতখানি মনোযোগী আমার প্রতি ততখানি নয়। আমাকেই জানাল না কেউ কিছু। অথচ সকলেই ভাল করেই জানত যে আমি আপনার সঙ্গে আজ ভোরে পউরির দিকে বেরোব।

কে খবর দিলেন?

জানি না। তাই তো ভাবছি।

আমার একমাত্র ননদিনীটির উপরে চুকারের চোখ আছে। ওরা একই সঙ্গে পড়ত দিল্লীর জে এন উ্যতে যদিও আলাদা বিষয়ে। মেয়েটি ভাল। তা ভাল হোক গে। তার ভাবী শাশুড়ির জন্যে চুকার ভেবে মরে গেল আর দিদির কথা একবারও ভাবল না! এই তো দুনিয়া!

আপনি এত সব খবর জানলেন কি করে?

হাতের মধ্যে মুঠো করে রাখা একটি খাম দেখাল চন্দ্রবদনী। বলল, আমার থটফুল, হাইলি কনসিডারেট শাশুড়ি এই চিঠিটি আমার জন্যে রেখে গেছিলেন। চৌকিদারকে মোটা বকশিশও করে গেছিলেন যাতে আমার হাতে ওই চিঠিটি সে দেয়। সে তখন বাংলোতে না থাকলে তার বৌ যেন দেয়, সে কথাও বলে গেছিলেন। চিঠিময় অ্যাপলজি। লিখেছেন, কোটদ্বারে গিয়ে ডিসাইড করবেন সোজা দিল্লি যাবেন না হরিদ্বারে কাটিয়ে যাবেন দু-তিনটি দিন। যদি হরিদ্বারে যান তবে সেখানের হোটেলের নাম-ঠিকানাও দিয়ে গেছেন। ভদ্রমহিলার মতন ওয়েল-অর্গানাইজড দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ খুব কমই হয়।

চারণের মন বলল যে, চন্দ্রবদনী ওঁর সঙ্গে আলাপ করাবার জন্যেই যেন সঙ্গে করে এনেছিল চারণকে।

মন বলল। যা বলল, তা ভুলও হতে পারে। মন যাই বলে তাই তো আর ঠিক হয় না সবসময়।

ট্যুরিস্ট বাংলোর গেট-এর সামনের চত্বরে দাঁড়িয়ে যে, আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য দেখল চারণ, তা দেখে যে "আঃ" উচ্চারণ করবে তেমন অবস্থাও ছিল না। "উ"কারান্ত ছাড়া অন্য কোনও শব্দই ঠোঁটের বীভৎস অবস্থার কারণে ওর পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। নিজের জন্যে বড়ই কষ্ট হচ্ছিল।

একটা ব্যাপার লক্ষ করে খুবই অবাক হচ্ছিল চারণ। ছেলেগুলো যে ওকে অমন বিনা দোষে

www.MurchOna.com

মারল, তাতে তাদের কারও ওপরেই ওর আদৌ কোনওরকম ব্যক্তিগত আক্রোশ জন্মায়নি। বরং প্রতিদিন তারই মতন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শয়ে শয়ে যে সমস্ত মানুষ বিনা দোষে মার খায় ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত জনতার হাতে, তাদের প্রতি তার নিজের অসহায়তার মধ্যে এক গভীর সমব্যথা ও সমবেদনা বোধ করল ও। উত্তেজিত জনতার মধ্যে প্রত্যেক মানুষই একই সঙ্গে একইরকম অবুঝ, যুক্তিহীন এবং অনেকই সময়ে অন্যায় আচরণও করেন পৃথিবীর সর্বত্রই। সেই সব মুহূর্তে, মনে হয়, জনতার মধ্যের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মানসিকতা একীভূত হয়ে যায়। তাঁদের নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব কোনও দানবের হাতে চলে যায় নিজেদের অজান্তে। যুক্তিহীন, বিচারহীন, বিবেকহীন যার সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড। কিন্তু আসলে বোধহয় তা হয় না। ভাগ্যিস হয় না। জনতার মধ্যে থেকেও, ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত, অন্ধ মানসিক অবস্থাতে সামিল হয়েও বিভিন্ন মানুষের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন হয়। প্রহার করলেও সেই প্রহারের তীব্রতার রকমও অবশ্যই বিভিন্নরকম হয়। জনতারই কেউ কেউ জনতাকে প্রতিরোধ করার, বোঝানোর চেষ্টা করেন।

নিজের অত্যন্ত ক্লিষ্ট শারীরিক অবস্থাতেও ও ওর কষ্টকে যে এমন নৈর্ব্যক্তিক ভাবে নিতে পেরেছে তা জেনে একরকমের ভাললাগাতেও সিক্ত হল ও। মানুষ হিসেবে ও যে আর দশজনের মতন সাধারণ নয়, তা জেনে ন্যায্য কারণে শ্লাঘাও বোধ করল একটু।

রওনাক সিং গাড়িটা ঘুরিয়ে এবারে উতরাইয়ে নামতে লাগল। চারণের ভয় করছিল যে নীচের ম্যালে জমায়েত হওয়া ছেলেরা গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ না শুনে ফেলে। তারা তো আদেশ করেছিল ওদের ট্যুরিস্ট লজেই থাকতে। সেখান থেকে না নামতে। তবে, যে পথ দিয়ে ওদের যেতে বলল একটু আগেই ছাত্রদের অন্য একটি দল, বাঙালি ছেলেটিও, সেই পথটি গেছে ম্যাল-এর উলটোদিক দিয়ে। শহরের বাইরে দিয়ে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলে ওদের রোষে পড়তে হবে না হয়তো। দেরি করলে, কী হবে তা বলা যায় না।

সেই ছেলেটি কিন্তু ঠিকই দাঁড়িয়েছিল ট্যুরিস্ট লজের সামনে থেকে পথটি যেখানে নেমে প্রধান পথের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে। গাড়ি সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই সে তাড়াতাড়ি তুলোর একটি প্যাকেট আর ছোট্ট এক শিশি ডেটল হাত বাড়িয়ে দিল, চন্দ্রবদনী কাঁচটা নামাতেই। বেশ ঠাণ্ডা ছিল। নভেম্বর মাস, তায় এত উঁচু জায়গা।

চারণ, পকেটে হাত দিল টাকা বের করার জন্যে। তার আগেই চন্দ্রবদনী একটি একশ টাকার নোট বের করে হাত বাড়িয়ে ছেলেটিকে দিতে গেল। সে প্রথমে বিরক্ত হল। তারপর হাসল। বলল, এসব তো বাড়িতেই ছিল। দাম দিতে হবে না, মাকে আমি কিনে দেব আবার। তাছাড়া, চারণের দিকে তাকিয়ে বলল, এখানে আমাদের মধ্যেই কেউ কেউ আপনাকে অন্যায় রাগে মেরেছে। আমি না হয় তাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তই করলাম একটু।

তারপরই বলল, আপনারা আর দেরি করবেন না। পথে আবার কোথায় কি হয় ? বেরিয়ে যান তাড়াতাড়ি। চড়াই পড়বে এরপরেই কিছুটা। বাবুখাল ছ-হাজার ফিট মতন উঁচু।

চন্দ্রবদনী কাঁচ তুলতে তুলতে সামান্য উদ্বিগ্ন গলাতে বলল, কোটদ্বার কখন পৌঁছব ?

তা তিন-চারটে হবে। গুড লাক।

চারণ ভাবছিল, চন্দ্রবদনীর মতন কোনও বিধুমুখী সঙ্গে থাকলে শ্মশানকেও স্বর্গোদ্যান বলে মনে হয়, পৃথিবীর সব মানুষই বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

এতকিছু যে ঘটে গেল, রওনাক সিং-এর কিন্তু কোনওই বিকার নেই। নিজের দোষেই যে সে চারণকে মার খাওয়াল এবং নিজেও কিঞ্চিৎ মার খেল, তার সোয়েটারের সেলাই চড়চড় শব্দ করে ছিঁড়ে গেল, তাতে তার কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে হল না। ভাবখানা It's all in the game! মাঝে মাঝেই ডান হাত দিয়ে তার লম্বকর্ণর মতন ডানকানটিকে টানাটানি করা ছাড়া তার মধ্যে এইসব দুর্ঘটনা ও বাধা সম্বন্ধে অন্য কোনওরকম ক্রিয়া-বিক্রিয়া আদৌ না দেখতে পেয়ে অবাক হল চন্দ্রবদনী এবং চারণও। ভাবখানা যেন এই জাঠ তনয়কে স্বয়ং শ্রীশ্রী গীতাই প্রসব করেছেন। "কর্ম্মণ্যেবোধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন"-র এমন জ্বাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত এর আগে দেখেনি। রওনাক

www.MurchOna.com

সিং-এর কাছে বহু সাধু-সন্ন্যাসীরাও তুচ্ছ।

গাড়িতে দুবোতল মিনারাল ওয়াটার ছিল বিসলেরির। এখন শহুরে এবং ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রাও আমেরিকানদের মতনই শরীর-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। এবং আমেরিকান এবং অন্য বিদেশীরাও যেহেতু কেদার-বদ্রী এবং অন্যান্য জায়গাতে আসেন, এই সব পথের পান-সিগারেটের দোকানেই মিনারাল-ওয়াটার পাওয়া যায় আজকাল।

'বড়ি বুয়াই' সব বন্দোবস্ত করে বেতের একটা চারকোণা বাস্কেটে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। সঙ্গে ফেস-টাওয়েল, ন্যাপকিন সব দিয়েছিলেন পরিপাটি করে। সঙ্গে খাবারও নিশ্চয়ই কিছু আছে। পুরনো দিনের মানুষেরা ওরকমই ছিলেন। যাত্রামাত্রই যে অগ্যাস্তযাত্রা এমন মনে করাই তাঁদের অভ্যেস ছিল। পথে কোথায় কোন বিপদ ঘটে, খাওয়ার পাওয়া যায় কী না যায়, এই ভেবে সবসময়েই বারণ না শুনে কিছু-না কিছু সঙ্গে তাঁরা দিয়ে দিতেনই।

গাড়িটা, পউরির এলাকা ছাড়িয়ে এল মিনিট দশেকের মধ্যে। এরকম পাহাড়ি পথে যতখানি জোরে চালানো সম্ভব গাড়িকে, তাই চালাচ্ছিল রওনাক সিং। অথচ এদিকে আগে সে এসেছে বলে মনে হল না। সম্ভবত সে সমতলে দিল্লি-হৃষিকেশই করে থাকে। হয়তো কেদারবদ্রীর পথেও এসেছে দু-একবার কিন্তু এদিকে যে সে আসেনি কখনও তা প্রতি মোড়ে পৌঁছেই বোঝা যাচ্ছিল। না-আসাতে, তার কোনওই ভয় বা বৈকল্য নেই। স্টিয়ারিং-এ দুটি হাত রেখে, বেঁকে বসে, সে মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। মুখে একটিও কথা নেই। তার প্যাসেঞ্জারেরা তার সম্পূর্ণই অযোগ্য তাই সম্ভবত কথা বলার কোনও তাগিদই সে অনুভব করছিল না।

অর্জুনের মতন গাড়ি চালাচ্ছে এখন রওনাক সিং।

গাড়িটা একবার দাঁড় করাতে বলল, রওনাক সিংকে, চন্দ্রবদনী।

গতি কমিয়ে এনে বাঁদিকে দাঁড় করাল গাড়িটা সে, একটা মস্ত বড় প্রাচীন ওক গাছের কাছে। বাঁদিকে গভীর উপত্যকা। গহন জঙ্গল সেখানে। হাওয়া নেই, কিন্তু এই রোদ-ঝলমল সকালে, তুঁতে-নীল আকাশ আর এই কলুষহীন ক্লোরোফিল উজ্জ্বল ঝকঝকে গাছ-গাছালি ঘাস-পাতা থেকে আশ্চর্য সুন্দর এক মিশ্র গন্ধ উঠছে।

চন্দ্রবদনী বলল, চারণকে, আপনি নেমে, ঐ কালভার্টটার উপরে বসুন।

"উ"কারান্ত একটি শব্দ করল চারণ, তারপর বাধ্য ছেলের মতন বসল নেমে গিয়ে, পাথরের কালভার্ট-এর উপরে।

জলের বোতল বের করে, ডেটলের শিশি খুলে, একটি ফেস-টাওয়াল বের করে নিজের কাঁধ ও বুকে অ্যাপ্রনের মতন ছড়িয়ে নিয়ে অন্যটা চারণের বুকে জড়িয়ে দিল, পাছে জল না পড়ে তার বুকে। তারপর আস্তে আস্তে ওর ক্ষতস্থানগুলি ধুয়ে, ডেটল-মাখানো তুলো জলে সামান্য ভিজিয়ে নিয়ে, বুলিয়ে দিতে লাগল। জ্বালাতে মুখ বিকৃত করে ফেলল চারণ।

তারপর বলল, মুখটা কুলকুচি করে নিন।

কুলকুচি করবে কি! মুখের মধ্যে রক্ত জমে তো মেটের মতো থকথকে হয়ে গেছে। নিজেরই বমি-বমি পাচ্ছিল। না জানি ওর ঐ চেহারা দেখে চন্দ্রবদনীর কি মনে হচ্ছে! নিশ্চয়ই গা গোলাচ্ছে।

ভাবছিল ও।

তবে, দু-তিনবার কুলকুচি করাতে মুখের ভেতরের আড়ষ্টতা যেন কমল একটু। তবে সব ক্ষতস্থানেই ডেটল পড়াতে জ্বালাও করছিল প্রচণ্ড।

জল খাবেন?

চন্দ্রবদনী শুধোল।

মাথা নাড়ল চারণ। নিজের কেটে-যাওয়া ঠোঁটটাকে সেলাই করে, বন্ধ করে দেওয়া এখুনি দরকার। সেখানে থেকে, পরিচর্যা করার পরে আবারও একটু একটু রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

জল খেয়ে মিনারাল ওয়াটারের বোতলটা ফেরৎ দিল চন্দ্রবদনীকে। চন্দ্রবদনী নিজের হাত ব্যাগ

www.MurchOna.com

থেকে একটি ডিসিপিরিন ট্যাবলেট বের করে বলল, এটা খেয়ে নিন তো। ব্যথার হয়তো সামান্য উপশম হবে।

ভাবল, ও। কোটদ্বার কি সমতলে? ভাবলই। কিন্তু জিগ্যেস করতে পারল না। কবে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারবে, কে জানে।

গাড়ি চলতে লাগল, ঘুরে ঘুরে, যেন উড়ে উড়ে, স্বর্গলোকের দিকে। এখানেও কোনও যানবাহন নেই, "আপ" অথবা "ডাউন" এও। যাকে বলে "সর্বাত্মক, স্বতঃস্ফূর্ত 'বন্‌ধ'," তাই হয়েছে। মনে হচ্ছে, এরা পাহাড়ে ওঠার সব মুখগুলিতেই পাহারা রেখেছে তাই কোনও গাড়ি উঠে আসতে পারছে না।

নামছে তো নাই। তাহলে কোটদ্বার এও কি বন্ধ থাকবে?

কথা যা বলার তা চন্দ্রবদনীই বলছিল। চারণ শুনছিল আর ভাবছিল।

চন্দ্রবদনী বলছিল, অনুতাপের গলাতে, আমার ছোট ভাই তার বন্ধুবান্ধব সমবয়সীরা যে আন্দোলনে নেমেছে তার ফল কি হবে জানি না। তবে দুটি ছেলে মারা গেছে কাল পুলিশের গুলিতে। ভবিষ্যতে হয়তো আরও মারা যাবে। যারা মারা গেল, তারা কারা, কে জানে। কোন মায়ের কোল শূন্য হয়ে গেল তা কালকের আগে জানা যাবে না। তারপর হয়তো পুলিশও মরবে। তারও পর হয়তো নাগাল্যান্ড, মণিপুর, গোর্খাল্যান্ড, কাশ্মীর, ঝাড়খণ্ড-এর মতন চিরস্থায়ী গণ্ডগোলের জায়গা হয়ে যাবে যুগযুগান্ত ধরে শান্তির নীড় হয়ে থাকা এই সমস্ত অঞ্চল। দেবভূমি। দেবতাদের সঙ্গে অসুরেরা কোনওদিনও সহাবস্থান করতে পারেনি। আর এখন মানুষমাত্রই অসুরই হয়ে উঠেছে।

চারণ তো চুপ করেই ছিল কিন্তু তার মস্তিষ্ক তো চুপ করে ছিল না। নানা ভাবনা ভাবছিল তা।

উত্তরাখণ্ডকে আলাদা রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া কখনই উচিত নয়। ভাবছিল চারণ। দিলে, মণিপুর, গারো হিলস, খাসী হিলস, গোর্খাল্যান্ড, এবং অনেক রাজ্যের অনেক অংশ নিয়ে পুরো ঝাড়খণ্ড এলাকাকে স্বীকৃতি না দিলে চলবে না। কোনও স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দল ও নেতা হয়তো উত্তরাখণ্ডকে স্বীকৃতি দিয়েই দেবেন তাঁর নিজের দল ও তাঁর গদি সুরক্ষিত করার জন্যে। এখন স্বার্থই তো বুদ্ধির সমতুল। নিজ-স্বার্থহীন বুদ্ধিকে আর বুদ্ধি বলে কোথাওই মান্য করা হচ্ছে না। বুদ্ধিরও তো কতইরকম থাকে। এখন বুদ্ধি মানেই দুর্বুদ্ধি, তা জনস্বার্থ, দেশের স্বার্থ, সবকিছুরই বিরোধী হলেও কোনও ক্ষতি নেই। নেতার স্বার্থ এবং পার্টির স্বার্থ নিশ্চিত হলেই, সেই স্বার্থে মগ্ন হলেই নেতাদের চলে। Immediate Gainটাই সব।

চন্দ্রবদনী বলল, আপনাকে একটু চা খাওয়াতে পারলে হয়তো আপনার ভাল লাগত। ব্যথা কি বেড়েছে?

চারণ পেটে আর বুকে হাত দিয়ে দেখাল, তার ব্যথার স্থান। মানে, ব্যথা যেখানে বেশি। চোখের উপরেও অনেকখানি কেটে গেছে।

চারণ ভাবছিল, যেসব ব্যথা বাইরে থেকে দেখা যায় না, যে আঘাতে বাহ্যিক ক্ষতর সৃষ্টি হয় না, বাইরে থেকে অন্যের চোখে যা বীভৎস বলে মনে হয় না, সেই ব্যথা যে কারও আদৌ আছে বা থাকতে পারে, এই সত্যই বুঝতে পারে না অন্যে। একের পেটের খিদে, পিঠের আঘাত, অতি সহজেই বোঝা যায় কিন্তু হৃদয়ের খিদে, হৃদয়ের আঘাত হয়তো সেজন্যেই অন্যের পক্ষে বোঝা এত কঠিন। যা কিছুই এই সংসারে বাহ্য, তাই সহজে গ্রাহ্য। অব্যক্ত, অন্তর্লীন কথা কেউই বোঝে না। অন্তর্মুখী মানুষ-মানুষীর তাই বোধহয় এত দুঃখ এই পৃথিবীতে।

গাড়িটা চলেছে তো চলেছেই! তবে পথের দুপাশের দৃশ্যে চারণ এরকম শারীরিক অবস্থাতেও মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। পথ কেবলই পাহাড় চড়ছে, পাহাড় নামছে। কার্তিকের গায়ের গন্ধ-মাখা নিবিড় অরণ্যের মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে যে সব খরস্রোতা নদী, গভীর জঙ্গলাকীর্ণ, গাঢ় সবুজ-রঙা গিরিখাত দিয়ে বইছে সব। নদীকেই সম্ভবত এই অঞ্চলে 'খাল' বলে।

মনে হল চারণের।

www.MurchOna.com

অমনই একটি খাল পেরুনোর পরেই দেখা গেল পথের উপরে আড়াআড়ি করে গোছা গোছা তার ফেলা আছে পথপাশের জয়েন্ট পোস্ট থেকে। গাড়িকে যেতে হলে, সেই তারের জটলার উপর দিয়েই যেতে হবে এবং তা গেলেই গাড়ি এবং আরোহীরাও তড়িদাহত হবে। সেই উদ্দেশ্যেই বোধহয় ফেলে রাখা হয়েছে তারগুলি।

গাড়িটাকে সে জায়গা থেকে কিছুটা দূরে দাঁড় করিয়ে দিল রওনাক সিং। দিয়েই বলল, ম্যায় যা কর, উঠাকে ফেকতা হুঁ।

চন্দ্রবদনী হায় ! হায় ! করে উঠল।

চারণও চঞ্চল হয়ে উঠল মুখে কিছু বলতে না পেরে। 'সর্বনাশ হবে' এই শব্দদুটি উচ্চারণ করতে গিয়ে শুধু দুটি 'চ'কারান্ত অস্ফুট শব্দ বেরোল তার মুখের রক্তাক্ত অভ্যন্তর থেকে।

এমন সময়ে দেখা ও শোনা গেল তিন-চারটি যুবক বড় বড় পা ফেলে উতরাই-এর পথ বেয়ে পেছন দিক থেকে নেমে আসছে। পাহাড়ি মানুষেরা যেমন নাচতে নাচতে উতরাই নামে তেমনি করে তো বটেই, আরও জোরে ওরা নেমে আসছে।

ওরা জোরে জোরে কথা বলতে বলতে আসছিল। রাস্তা, পায়ে হেঁটে পেরোতে হলেও ঐ ভূপতিত তারমণ্ডল সম্বন্ধে ওদেরও একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কারণ, তারগুলি যে বা যারাই বিচ্ছিন্ন করে রাস্তা জুড়ে ফেলে রেখে থাকুক, তারা এমন করেই ফেলে-ছড়িয়েছে, যে তা পেরিয়ে কোনও ইঁদুরের পক্ষেও যাওয়া সম্ভব নয়, মানুষ তো দুরস্থান।

এ ছেলেরা কারা ?

আবারও মারবে না তো চারণকে ?

ভাবল, ক্লিষ্ট-স্নায়ু চারণ।

চারণকে গাড়িতেই বসে থাকতে বলে, চন্দ্রবদনী নেমে ওদের সঙ্গে গাড়োয়ালিতে কথাবার্তা বলতে লাগল, ওরা কাছে এলে।

ছেলেদের মধ্যে একজন বলল, এগুলি বিজলীর তার নয় বোধহয়। নিশ্চয়ই টেলিফোন বা টেলিগ্রাফের তার ?

রওনাক সিং, যে, সকাল থেকে কিল-চড় ছাড়া আর কিছুই খায়নি, সে কিন্তু কেবলি তড়পে তড়পে এগিয়ে যাচ্ছিল তারগুলি তুলে ধরে পথপাশে ছুঁড়ে ফেলবে বলে। চন্দ্রবদনী আর চারণই তাকে এতক্ষণ আটকে রেখেছিল। এখন আটকাল ছেলেগুলিও। অথচ রওনাক সিং-এর ঝুঁকি নেবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। সে ভাড়ার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছে হৃষীকেশ থেকে। গাড়ি না চললেও তার মালিক ভাড়া পাবে দিন হিসেবেই। সেও দানাপানির টাকা পাবে। মাইনে তো পাবেই। যারা উত্তরাখণ্ড-এর জন্য আন্দোলন করছেন সেই ছেলেরা এবং উত্তরাখণ্ড যার পিতৃভূমি, সেই চন্দ্রবদনীও এমন পথে-ফেলে-রাখা তার ছুঁয়ে Noticed by a few and utterly unpublicised মৃত্যুবরণ করতে আদৌ রাজি নয় বলেই মনে হল। সাংবাদিকদের ক্যামেরা, দূরদর্শনের ক্যামেরা সামনে থাকলে, অনেক জন্মভীতুও সাহসী হয়ে উঠে অনেক কিছু করে ফেলতে পারে। প্রচারের মহিমা আর তার লোভ বড় লোভ, যদিও বড় নীচ ও ইতর লোভ। অনেক তাবড় তাবড় মানুষও এই রোগে যে পুরোপুরিই আক্রান্ত তা তো সকাল সন্ধে কলকাতাতে চারণ দেখেই।

প্রচারের কোনও লোভ চারণের ছিল না কখনওই। তাছাড়া ওই পুঞ্জীভূত তার সরানোর কোনও দায়ও ছিল না তার। মনে মনে বেশ বিরক্ত ছিল সে। ভাবল, যা করবার তা চন্দ্রবদনীই করুক। তার ভায়েদেরই তো আন্দোলন !

তারপরই এ কথা মনে হয়ে নিজেই কষ্ট পেল যে মানুষ হিসেবে সে সম্ভবত খুব উচ্চস্তরের নয়। চন্দ্রবদনী তো তাকে বাঁচাতে গিয়ে মারও খেয়েছিল পউরিতে।

তারের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে প্রায় কুড়ি মিনিট। আলোচনা, পরামর্শ চলছেই। মাঝে মাঝে একমাত্র রওনাক সিংই সেদিকে এগিয়ে যেতে চাইছে আর চন্দ্রবদনী চেঁচিয়ে বলছে নেহি, নেহি, মত যানা। প্রায় "মত যা, মত যা, মত যা যোগীরই" মতন শোনাচ্ছে সেই "মত যানা"। আর ছেলেরা

www.MurchOna.com

রওনাক সিং-এর বিস্কিট-কালার ফুলহাতা সোয়েটারটা ধরে টেনে তাকে বার বার আটকাচ্ছে। পউরিতে সোয়েটার ধরে টানাটানি করেছিল এদেরই দোস্ত-বিরাদরেরা রওনাককে প্রাণে মারবার জন্যে, আর এরা টানাটানি করছে তাঁকে প্রাণে বাঁচাবার জন্যে।

"কেয়া চক্কর"।

ভাবল, চারণ।

এই "কেয়া চক্কর" শব্দটা পাটন মাঝে মাঝেই হৃষীকেশ ও দেবপ্রয়াগে ব্যবহার করত। আর নিচু গলাতে হেসে বলত, এই চক্কর থেকেই 'যাবতীয় চক্কান্তর পায়দা হয়েছে। বুঝলে গো চারণদা।"

হঠাৎই পাটনের কথা মনে পড়ে গিয়ে, মনটা খারাপ হয়ে গেল চারণের। খুবই মিস করছে ওকে। পাটনের কাছে চারণের কৃতজ্ঞতার কোনও শেষ নেই। অনেকই কারণে। দারুণ একটা ছেলে বটে। ওরিজিনাল। ওই ওর তুলনা।

ইতিমধ্যে হঠাৎই গাড়ির সামনে একটা ধ্বস্তাধস্তির আওয়াজ শোনা গেল এবং রওনাক সিং হা হা করে হাসতে হাসতে দৌড়ে গেল রাস্তা জুড়ে পড়ে থাকা তারগুলোর দিকে। তারপর প্রায় সেগুলির উপরেই দাঁড়িয়ে পড়েই নিচু হল। আরও নিচু, আরও, এবার দুহাত দিয়ে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরবে ও তারগুলোকে। ছেলেরা হৈ হৈ করে উঠল। চন্দ্রবদনী শঙ্কিত, ভয়ার্ত একটি শব্দ নিক্ষেপ করল। বি শার্প-এ। এবং পরক্ষণেই দুহাতে, তার বুকের কাছে তারের কুণ্ডলী পাকিয়ে নিয়ে পথের স্তূপীকৃত তারেরই উপরে পড়ে গেল সে।

চারণের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপরই পাশের নদী আর সামনে-পেছনের পাহাড় রওনাক সিং-এর হা-হা হাসির প্রতিধ্বনি তুলল। হাসির হররা ফুটে উঠল, ছুটে গেল পাহাড়ে, জঙ্গলে এবং নদীতে।

না। মরে নি রওনাক। যদি মরতও ও তবুও যারা সেই মৃত্যুর সাক্ষী তাদের কাছে অমর হয়েই রইত।

তারগুলি বিজলির তার নয়।

ঐ ছেলেগুলি ওদের গাড়িতে লিফ্‌ট চাইল, সামনের জনপদ অবধি। সামনেই বসল তারা তিনজনে চাপাচাপি করে, রওনাক-এর সঙ্গে। রহস্যভেদ হওয়াতে, অপেক্ষা শেষ হওয়াতে এবং পথের কাঁটা অপসারিত হওয়াতে সকলেরই মেজাজ বহুত খুশ ছিল। মূল সমস্যা, আন্দোলনের কারণ, এসব কিছুরই চেয়ে পথের উপরে ফেলে রাখা স্তূপীকৃত তারই বড় সমস্যা হয়ে উঠেছিল এতক্ষণ। এমনই হয়তো হয় সংসারে। কাছের তুচ্ছ জিনিস দূরের জিনিসকে আড়ালে ফেলে দেয়, তা সেই দূরের জিনিস যত বড়ই হোক না কেন।

চন্দ্রবদনীর প্রশ্নের উত্তরে ছেলেরা বলল, সামনেই ঘুমথাল পাবেন। সেখানেই আমরা নেমে যাব। সেখানেও যদি 'বন্‌ধ' না থাকে তবে ডাক্তারখানা, হোটেল সব পাবেন।

কিন্তু সব জায়গাতেই 'বন্‌ধ' আর ঘুমথাল কি খোলা থাকবে ?

চন্দ্রবদনী জিগ্যেস করল ওদের।

থাকতে পারে। কারণ, দুপাশের মুখই তো বন্ধ। পাহাড়ে কোনও গাড়ি উঠতেও পারছে না, পারছে না নামতেও। মধ্যবর্তী এলাকা নিয়ে তো আন্দোলনকারীদের মাথাব্যথা নেই। তাদের 'বন্‌ধ' তো সফল হয়েছেই। দেখাই যাক। একটু পরেই তো পৌঁছে যাব।

একটি ছেলে রওনাক সিংকে বলল, আররে ! আপ তো অজীব আদমী হেঁ ভাই। উও খতরনাক তারোঁকি উপ্পর কুদকে চড় গ্যায়ে !

হিন্দি ছবির আর যাই কুপ্রভাব পড়ুক না কেন সমাজের উপরে, ভারতের একীকরণের কাজে এই মাধ্যমটি একটি বড় কাজ করেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সকলেই এখন হিন্দি ছবির ডায়ালগ বলার মতন করে ডায়ালগ বলে। এটা সার্বিক ভাল অবশ্যই নয়। তবে আংশিক ভাল তো বটেই।

অনেকক্ষণ পরে রওনাক সিং তার ডান-কানের কল্যাণে, আবারও লেগে পড়ে, দার্শনিকের মতন

www.MurchOna.com

হেসে বলল, আররে সাহাব, সবহি খাতরেকে পর ওইসেহি কুদকেই চড়না পড়তা হ্যায়। আইস্তা আইস্তা চলনেসে খতরা জবরদস্ত বন যাতা হ্যায়। কোঈভি খাতরে জবরদস্ত বননেকি পাহিলেহি উসকি বুতানা চাহিয়ে।

চারণ ভাবছিল, এই জন্যেই হয়তো জাঠ-এরা এত ভাল সৈন্য হয়। সেনাবাহিনীর "জাঠ রেজিমেন্ট" একটি "প্রাইজ" রেজিমেন্ট। ক্লাবে প্রায়ই বলেন মেজর জেনারেল ঝান্টুমারি।

ঘুমখালে এসেই জানা গেল যে, পউরির ছেলেরা যা বলছিল তা ঠিক নয়। কোটদ্বার-এও বনধ আছে। ভোরের প্রথম প্রহরে যে কয়েকটি প্রাইভেট গাড়ি ও বাস উঠে আসতে পেরেছিল কোটদ্বার থেকে ঘুমখাল অবধি তাদের মুখেই শুনেছে স্থানীয় দোকানিরা।

দুপুরের বাজার এখানে চকমক করছে। সব দোকানই খোলা। মোড়ে পৌঁছে দেখে বাঁয়ে একটি পথ চলে গেছে। সরু। নিশ্চয়ই অভ্যন্তরের কোনও অনামি জায়গাতে পৌঁছেছে গিয়ে সেই পথ। চারণের ভারী ইচ্ছে করে এইরকম কোনও জায়গাতে, কোনও নাম-না-জানা গ্রামে গিয়ে স্থানীয় মানুষদের বাড়িতে থাকতে। তবেই না তাদের জানা যায়, তাদের বোঝা যায়। এমন মনোভাব সমতলের সব মানুষেরই যদি থাকত, তবে হয়তো আজ উত্তরাখণ্ড নিয়ে আন্দোলন করে ছাত্রদের বুকের রক্ত ঝরাতে হত না।

এই আমাদের দোষ। ভাবছিল চারণ। যতটুকু, যে সময়ে করলে হয় তা, কখনওই করি না আমরা। তার ফলে যে সমস্যাটা Molehill ছিল তাই একদিন সত্যিই Mountain হয়ে ওঠে। প্রথম থেকে কুমায়ুঁ ও গাড়োয়ালের মানুষদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে দরদের সঙ্গে অবহিত যদি হত দিল্লি, তবে এই আন্দোলনের মিটিমিটি আগুন আজ এমন হাওয়া পেয়ে দাবানলের মতন পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে যেত না।

এসব ভেবে চারণের মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ছেলেগুলির নির্দেশে ওষুধের একটি বড় দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল রওনাক সিং।

বেশ ছেলেগুলি। একজন শ্রীনগরে পড়ে, একজন পউরিতে, আরেকজন ডালহাউসিতে। তারা সক্রিয় রাজনীতি করে বলে মনে হল না কিন্তু তাদের এই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে, কথাবার্তাতে মনে হল। এতবছর স্থানীয় মানুষদের উন্নতিকল্পে উত্তরপ্রদেশ সরকার না কি কিছুমাত্রই করেননি, এমনই ওদের মত।

চারণ ভাবছিল যে, এরা হয়তো জানে না তথাকথিত "উন্নতি"-র সঙ্গে সঙ্গে সার্বিক অবনতির বীজও রোপিত হয়ে যায়ই। চৌপাই পুরনো হলেই যেমন তাতে ছারপোকা হয়ই, প্রশাসন পুরনো হলেই, তাতে দুর্নীতি এবং আরও নানা অবক্ষয় বাসা বাঁধে। দিল্লী যেমন "উন্নতি" করেছে তেমন উন্নতি নিশ্চয়ই এদেরও কাম্য নয়। আর্থিক সচ্ছলতা অনেকই ক্লেদ ও গ্লানি inject করে দেয় মানুষের ও সমাজের মধ্যে। তখন রোদে পিঠ দিয়ে পা-ছড়িয়ে বসে ভাবতে হয়, গরীব থাকাই ভাল ছিল। না, এমন মূল্য দিয়ে "বড়লোক" হওয়া।

শেষপর্যন্ত ওরা কোটদ্বোয়ার না যাওয়াই মনস্থ করল, ঘুমখালে দোকানদার এবং বাস-ট্রাক-ড্রাইভারদের কাছে নানারকম পরস্পরবিরোধী কথা শুনে।

কেউ কেউ বলল, কোটদ্বোয়ার-এ বন্‌ধ থাকার কথা নয়। কেউ কেউ বলল, অবশ্যই আছে। একজন বলল, আমি সকাল আটটাতে যখন কোটদ্বোয়ার ছেড়ে বেরিয়ে আসছি তখনই বহুতই মুশকিলের সঙ্গে এসেছি। প্রায় আটকেই পড়েছিলাম। কোটদ্বোয়ার তো পাহাড়ি এলাকারই দ্বোয়ার। সেখানে গাড়ি না আটকালে কোথায় আটকাবে ?

হয়তো 'বন্‌ধ' নেই সেখানে অথবা হয়তো বন্‌ধ সকালে ছিল। এখন উঠে গেছে কিন্তু শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিতে অবসন্ন অবস্থাতে ওইরকম ঝুঁকি নেওয়ার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নিল চন্দ্রবদনী। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কতটাই বা এসেছে। অতি সামান্যই পথ।

পরিকল্পনা মাফিক সবকিছু না চললেই চারণ একেবারে ল্যাজেগোবরে হয়ে যায়। পঞ্চাশ মাইল

www.MurchOna.com

পথকে পাঁচশ মাইল বলে মনে হয়। তাছাড়া, আহত সে, রীতিমতো অসুস্থই। আঘাতটা কী রকম তা তো শরীরের নানা জায়গার এক্সরে না করলে বোঝা যাবে না। আঘাতের যেটুকু চিহ্ন বাইরে দৃশ্যমান সেটুকুর যন্ত্রণাও আদৌ কম নয়। রাতে যে অবশ্যই বাড়বে আরও, সে বিষয়েও কোনওই সন্দেহ নেই।

ঘুমখাল-এর তিনমাইল পরেই একটি মোড়। সেই মোড়ে পৌঁছে ডানদিকে ঘুরতে বলল চন্দ্রবদনী রওনাক সিংকে। সেই সুন্দর চীর, দেওদার, পাইন, ওক, বার্চ-এর ছায়ায় ছায়ায় চলে-যাওয়া সুগন্ধি পথ বেয়ে এগারো-বারো কিমি এসে ল্যান্সডাউনে পৌঁছনো গেল।

ল্যান্সডাউনে যখন পৌঁছল রওনাক সিং-এর গাড়ি তখন বেলা তিনটে বাজে। শীতের দিন। সূর্য তখনই কমজোর। মরা-মরা। তার তেজ কমে এসেছে। ঘণ্টাখানেক পরেই ঠাণ্ডাটা পাখা-ঝাপটে পড়বে ল্যান্সডাউনে, যেমন ফলভরা লিচুগাছের উপরে বাদুড়েরা সন্ধে নামলেই পড়ে।

ভাবল, চারণ।

এই শহর, মনে হল, চন্দ্রবদনীর চেনা শহর। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়োয়াল রেজিমেন্টের হেড কোয়ার্টার এই ল্যান্সডাউনেই। যেখানেই সেনাবাহিনী, সেখানেই নিয়মানুবর্তিতা। সবকিছুই ঝকঝক তকতক করছে। চমৎকার রাস্তা ঘাট। সৈন্যদের পোশাকে, বাড়িতে, ফলকে এবং কামানের গায়ে অফিসারস মেস বা রেজিমেন্টাল হেড কোয়ার্টার্স, যেখানেই যা কিছু তামা বা পেতল আছে, রোদ পড়ে তাই চকচক করছে। তাদের জেল্লা রোদে বিকীরিত হচ্ছে। ইস্ত্রি-করা পোশাক পরে, নিখুঁত ভাবে দাড়ি কামিয়ে, চকচকে করে পালিশ-করা বুট পরে জওয়ান, ল্যান্স-নায়েক, নায়েক, জমাদার, সুবেদাররা সবাই সপ্রতিভতার সংজ্ঞার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে। পার্কিং-লট-এ এমনভাবে ট্রাকগুলো বা জিপগুলো দাঁড় করানো আছে যে, তা দেখেও ভাল লাগে। মনে হচ্ছে, ট্রাক বা জিপ বা অফিসারদের গাড়ি, তারাও যেন ড্রিল-এ সামিল হয়ে 'অ্যাটেনশন'-এ দাঁড়িয়েছে সার সার।

সিভিলিয়ানদের অনেক কিছুই শেখার আছে সেনাবাহিনীর কাছে। একটু কষ্ট করে এই নিয়মানুবর্তিতা শিখে নিতে পারলে প্রত্যেক মানুষের তো বটেই, পুরো সমাজের ও জাতিরই অনেকই উন্নতি হত। বিশেষ করে আমাদের দেশের।

এই ল্যান্সডাউন, চেনা শহর, চন্দ্রবদনীর।

অস্ফুট, স্বগতোক্তি করল চন্দ্রবদনী, কতদিন পরে এলাম! বাবা, যখন এখানে প্রথমে পোস্টেড হন তখন আমি পাঁচ বছরের এবং চুকার এক বছরের ছিল। এখানের আর্মি স্কুলে পড়তাম আমি। চুকার একদিন হারিয়ে গেছিল এখানে, যখন ওর বয়স তিন। সে অনেক লম্বা গল্প।

চারণের, কথা বলতে গেলেই কষ্ট হচ্ছে এখনও। তাই কথোপকথন আজ হচ্ছে না। চন্দ্রবদনী একাই বলছে যা বলার।

চন্দ্রবদনীই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। প্রধান সড়কের উপরে তো নয় ল্যান্সডাউন। তার উপর ফৌজি এলাকা। তাই নিয়মকানুন অত সহজে শ্লথ হবার নয়। সেনাবাহিনী যেখানে থাকে, সেখানের জীবনযাত্রার উপরে তাদের শুভপ্রভাব পড়ে অজানিতেই। অনবধানে সেখানের মানুষ অনেক নিয়মনিষ্ঠ হয়ে ওঠে সম্ভবত।

হর্ন দিতেই গেট খুলল চৌকিদার দৌড়ে এসে। চন্দ্রবদনী নেমে রিসেপশানে গিয়ে কথাবার্তা বলল গাড়োয়ালিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুজন বেয়ারা এসে ওদের মালপত্র নামিয়ে নিল। এতক্ষণ একইভাবে বসে থাকাতে চারণ অনুমানও করতে পারেনি আদৌ যে, তার শরীরে এত ব্যথাবেদনা।

পেছনের সিটের দরজা খুলে একজন বেয়ারা দাঁড়িয়ে ছিল তার নামার অপেক্ষাতে কিন্তু চারণ নিজ চেষ্টাতে নামতে পারল না। পা অসাড়। সারা শরীরে বিষের মতন ব্যথা।

চন্দ্রবদনী ওদিক থেকে তাড়াতাড়ি এসে চারণের হাত ধরল। অন্য হাত ধরল একজন বেয়ারা।

চারণের মনে হল, যেন অন্য কারো পায়ে ভর করে ও হেঁটে চলেছে। পা দুটো যেন কোমরের নীচ থেকে উধাও হয়ে গেছে। নাকের কাছে এখন আর ডেটল অথবা রক্তের গন্ধ নেই। চন্দ্রবদনীর শরীরের খুব কাছে থাকাতে, সকালে-লাগানো পারফ্যুম-এর গন্ধ পেল। যদিও গন্ধ

www.MurchOna.com

অনেকেই হালকা হয়ে গেছে দিনশেষে। তবু নাক ভরে গেল ভাললাগাতে। গন্ধটি কি শুধু চন্দ্রবদনীর পারফ্যুমেরই ? না তার শরীরেরও ? প্রত্যেক নারীর গায়েই তার এক নিজস্ব গন্ধ থাকে। হয়তো পুরুষের শরীরেও থাকে। নারীরাই জানবেন। সব নাকও সব গন্ধের জন্যে নয়। সব গন্ধ সব নাকে পৌঁছয়ও না। চারণের নাকে কিন্তু পৌঁছয়, বহু দূর থেকেই, নদীর গন্ধ, নারীর গন্ধ, ফুলের গন্ধ, পথের গন্ধ। এই সবই যোজনগন্ধা, চারণের কাছে।

নিজের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে একবার বাথরুমে গেল। চন্দ্রবদনী বসে রইল চেয়ারে। তারপর বেয়ারাকে বলল, আরও দুটি বালিশ নিয়ে আসতে, যাতে ও আরাম করে শুতে পারে। নিজে হাতে, চারণের ওভারনাইটার খুলে পায়জামা পাঞ্জাবি আর বাড়িতে পরার চটি বের করে দিল। তারপরে বেয়ারাকে বলল, বাথরুমের গিজারটা 'অন' করে দিতে।

চমকে উঠল চারণ। গিজার! কতদিন হয়ে গেছে। শব্দটা যেন অচেনা। মানুষ সত্যিই অভ্যেসের দাস। কলকাতাতে মনে হত, শীতের দিনে যেখানে গিজার নেই সেখানে থাকা অসম্ভব। অথচ দেবপ্রয়াগে থাকার সময়ে বুঝেছিল যে কোনও কিছু না হলেই দিব্যি চলে যায়, যদি মন সজীব থাকে। রুদ্রপ্রয়াগের হোটেলেও অবশ্য গিজার ছিল।

ঘর ছেড়ে যাবার আগে চারণকে বলল চন্দ্রবদনী, গরম জলে চান করে নিলে ফ্রেশ লাগবে। ম্যানেজার সাহেবকে বলে আমি হসপিটালের একজন ডাক্তার অথবা কম্পাউন্ডারকে আনার বন্দোবস্ত করছি। প্রয়োজনে বাবার পরিচয় দেব। তাঁরা এসে, আপনাকে ফ্রেশ করে দেবে। যদি আসা না সম্ভব হয় তবে আপনাকেই নিয়ে যাব। গাড়ি তো আছেই। গাড়িতে নিয়ে এলে হয়তো ওদের আসতে অসুবিধা হবে না।

তাছাড়া, ওষুধপত্র যা খাবার, ইনক্লুডিং পেইনকিলার, তারও বন্দোবস্ত করছি। ততক্ষণে চা খান। একপট চা পাঠিয়ে দিচ্ছি বিস্কিটের সঙ্গে।

একটু থেমে বলল, রাতে কি খাবেন ?

চারণের মুখ যেন কেউ অ্যারালডাউট দিয়ে সেঁটে দিয়েছে।

সে বলল, মানে বলতে গেল যে, কিছুই খাবে না কিন্তু তার মুখ দিয়ে শকুন-বাচ্চার চাপা-কান্নার মতন একটা সংক্ষিপ্ত আওয়াজ বেরোল শুধু।

কিন্তু তাতেই চন্দ্রবদনী বুঝল, যা বোঝার।

যে বুঝতে চায়, সে মুখ দেখেই বোঝে। কথা না বললেও চলে।

ভাবছিল, চারণ।

চন্দ্রবদনী বলল, কিছুই না খেয়ে থাকলে হবে না। "রাতের উপোসে হাতি মরে"। আমার মা বলতেন। এখন চা-টা খান, তারপর আমি পাতলা করে মসুর ডালের খিচুড়ি করতে বলছি। তার আগে এক পেগ ব্রান্ডি খান গরম জল দিয়ে। আমার সঙ্গে আছে। বাবার ট্রেনিং। শিশুকাল থেকে দেখেছি, বাবা যেখানেই আমাদের নিয়ে যেতেন, সঙ্গে এক বোতল "ডকটরস ব্রান্ডি" থাকতই। সর্বরোগহারী। আমার বুকে কফ বসল তো চামচে করে খাইয়ে দিলেন, মায়ের গোড়ালি মচকে গেল তো একটু মালিশ করে দিলেন, চুকারের আঙুল কেটে গেল তো সেখানে একটু লাগিয়ে দিলেন।

তারপরই বলল, দেখেছেন ! আমার সঙ্গেই ছিল কিন্তু একবারও মনে পড়েনি। এসব দেবভূমিতে কেউ ওসব খায়টায় না। পছন্দও করে না। গরম জলের সঙ্গে দিলে এতক্ষণে চাঙ্গা হয়ে যেতেন। ক্ষতস্থানে লাগিয়েও দেওয়া যেত অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে।

ঘর ছেড়ে চলে যেতে যেতে, যেন চারণের অনুচ্চারিত প্রশ্ন বুঝে নিয়েই, হেসে বলল, না। আমার বাবা কিন্তু টীটোটালোর। অ্যালকোহল তো খানই না, কোনওরকম নেশাই নেই।

চন্দ্রবদনী আবারও এগিয়ে এবার চৌকাঠ পেরিয়ে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল।

চারণের আরেকটা অনুচ্চারিত অনুরোধ বুঝে নিয়ে বলল, রওনাক সিং-এর থাকার এবং খাওয়া-দাওয়ার সব বন্দোবস্ত হচ্ছে। চিন্তা করবেন না কোনও।

ও ফাইন্যালি ঘর ছেড়ে চলে গেলে বালিশে মাথা নামিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে চারণের মনে হল

www.MurchOna.com

কালকে ভোর থেকে আজকের এই প্রাক-সন্ধ্যা পর্যন্ত চন্দ্রবদনী যেন তার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে উঠেছে। প্লান্ট লাইফে যাকে "সিমবায়োসিস" বলে। যেন, কতদিনের চেনা। যেন, সে কত আপনজন। সে ঘর থেকে চলে যাবার পরই যেন এই বোধটা অত্যন্ত স্পষ্ট হল। অথচ চন্দ্রবদনী তার কেউই নয়। কেউই নয়। কেউ হবেও না।

বাইরে তক্ষক ডাকছিল টাকটু-উ-টাকটু-উ করে। অন্ধকার হয়ে আসছিল। দিনশেষের নানা আওয়াজ কানে আসছিল। ভোরের উপত্যকা থেকে উঠে-আসা কুয়াশারই মতন যেন ভেসে আসছিল চারদিক থেকে সেই সব স্পষ্ট ও অস্পষ্ট আওয়াজ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষের নাড়ি বাঁধা সূর্যের সঙ্গে। তাই আজ সভ্যতার এত হাজার বছর পরেও, বিজলী আলো আবিষ্কারের এতবছর পরেও, জলে, স্থলে, অরণ্যে পর্বতে সূর্য যখনই ডোবে তখনই এমন জানান দিয়ে ডোবে। পাখি দ্রুত উড়ে ফেরে নীড়ে, মা ডাকে ছেলেকে, কাঠ চেলা-করা শেষ করে গৃহস্থ তাড়াতাড়ি, উঠোনে আগুন করবে বলে বা ফায়ার-প্লেসে দেবে বলে, একটু উষ্ণতার জন্যে। সূর্যর সঙ্গে উষ্ণতা এবং সূর্যর অভাবে উষ্ণতার অভাব বড় গভীরভাবে অনুভূত হয় বিজ্ঞানের এত অগ্রগতির পরেও। শরীর এবং মনেরও উষ্ণতা! কী আশ্চর্য!

বাইরে বেলা মরে আসছে। ঘরের আলো এখনও জ্বালাতে হয়নি। কিন্তু হবে একটু পরই। সূর্য তো অবশ্যই প্রাণবাহী। হেমন্ত আসা মানেই প্রাণের প্রাচুর্যের হ্রাস। তাই সবদেশের মানুষই কি ছায়ারা দীর্ঘ হলে অথবা শীতাভাসে, ব্যস্ত হয়ে পড়ে সব কাজ সেরে ফেলতে? বাইরে থেকে আসা নানা শব্দমঞ্জরীর মধ্যে বসে চারণের মনে হচ্ছিল একেই কি পশ্চিমের দেশগুলিতে "Autumn Solistice" বলে? রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের মাধ্যমে যে কথাকটি আশ্চর্য সুন্দর করে বলেছিলেন। সেই গানও তো Autumn Solistice-এরই গান।

"করো ত্বরা, করো ত্বরা
কাজ আছে মাঠ ভরা
দেখিতে দেখিতে দিন আঁধার করে
...এল যে শীতের বেলা বরষ পরে।"

চারণ সবিস্ময়ে এবং হয়তো সভয়েও লক্ষ করছিল যে, তার মধ্যে, তার সেই পরম-প্রিয় এবং একই সঙ্গে পরম-ঘৃণ্য পরনির্ভরতাটা ফিরে আসছে। ফিরে আসছে, দ্রুতপক্ষ পরিযায়ী পাখির মতন। তার হৃদয়ের পথ নির্ভুলে চিনে।

তার আপন জগতের মানুষেরা, অবশ্যই সে বেশ বড়, এমনকি পূর্ণ-যুবক হয়ে ওঠার পরও তার মায়ের উপর পরম-নির্ভরতা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে এসেছেন চিরদিনই। তার বাবাও ঠাট্টা করতেন। বলতেন তুই একটা মেয়েলি পুরুষ। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা ব্রজেন জ্যাঠা বলতেন, "তুই একখান মাইগ্গা।" তাদের বাড়ির চল্লিশ বছরের পুরোনো কাজের লোক, ওড়িশাবাসী রতিকান্তদা বলত, "তুম্ব গুট্টে মাইচা হ্যালা।" মেয়েলি, মাইগ্গা আর মাইচার নামাবলিতে সে মোড়া ছিল।

চারণ জানত যে, নিজের মায়ের তো অবশ্যই, শিশুকাল থেকেই নারীদের প্রভাব তার জীবনে অসীম। সববয়সী নারীদেরই। তাদের উপরে সে চিরদিনই নির্ভর করে এসেছে জীবনের সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে তো বটেই কোনও কোনও নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপারেও। বহির্জগতের অনেক ব্যাপারেও। এবং তাঁদের উপর নির্ভর করে সে যতখানি নিন্দামন্দজনিত কষ্ট পেয়েছে তার চেয়ে অনেকই বেশি পেয়েছে আনন্দ। যার বা যাদের উপরে শতকরা একশভাগ নির্ভর করা যায় এমন মানুষের সংখ্যা তো সংসারে কোনওদিনও বেশি ছিল না। সংসারে বেশি না থাকলেও চারণের জীবনে, মানে জীবনের বিভিন্ন বয়সে তেমন নারীর সংখ্যা নেহাৎ কমও ছিল না। নিজের সব ভার অন্যের উপরে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে চাপিয়ে দিয়ে সে খুবই হালকা বোধ করেছে চিরদিনই। নিজের মা, মামাতো দিদি, কাজরী, তার চেয়ে মাত্র দুবছরের বড় ছিল সে, যার সঙ্গে কৈশোরের দিন থেকে এবং কাজরী দিদির বিয়ে না-হওয়া পর্যন্ত এক মিষ্টি রোম্যান্টিক সম্পর্কও ছিল। সে, তুলি এবং আরও কয়েকজন তার জীবনকে কখনও পুরোপুরি আবার কখনও আংশিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। নিয়ন্ত্রিত

www.MurchOna.com

হতে, জীবনের কোনও কোনও ক্ষেত্রে, কোনও পর্যায়েই সে কখনওই আপত্তি তো করেইনি বরং আহ্লাদিতই হয়েছে। জীবনে অনেক হারের মধ্যে যে জয়ের অনেক আনন্দর চেয়েও গভীরতর আনন্দ আছে, এই সত্যটা ও খুব কম বয়সেই হৃদয়ঙ্গম করেছিল।

গতকাল সকাল থেকেই সে লক্ষ করছে যে চন্দ্রবদনী ধীরে ধীরে তার উপরে এক আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করেছে। সেটা সে অবধানে করছে কি অনবধানে, তা ঠিক জানে না চারণ। কিন্তু সন্দেহ নেই, যে করছে। এবং চারণ খুশি হয়েই তার রাশ চন্দ্রবদনীর হাতে তুলে দিচ্ছে। ও তো নিয়ন্ত্রিত হতেই চায়। এই পরম পরাভবের সুখের খোঁজ কজন রাখেন ?

ও জানে না কেন, হৃষীকেশে চন্দ্রবদনী নামটি ওর কানে আসা মাত্রই নামটি এমন এক অনুরণন তুলেছিল ওর মধ্যে যে, তা বলার নয়। জয়িতার সান্নিধ্য, তা যত তীব্রভাবেই চারণ কামনা করে থাকুক না কেন, কখনও এমন সার্বিক প্রার্থনা জাগায়নি প্রার্থিতাকে পাওয়ার জন্যে। জয়িতাকে পাওয়ার জন্যে, হয়তো শুধু শারীরিকভাবে পাওয়ার জন্যেই ওর যে আর্তি, তার সঙ্গে সস্তা আতরের তীব্র ও কটু গন্ধের তুলনা যদি করা চলে, তবে চন্দ্রবদনীর জন্যে প্রার্থনার সঙ্গে তুলনা করতে হয় এই দেবভূমির উপত্যকায় এবং গিরিখাদের গভীর জঙ্গলে ফুটে থাকা শ্বেতা ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা ফুলের গন্ধের সঙ্গে। সেই সুগন্ধ, কোনও সুরঋদ্ধ গায়কের গলার গানের সুরের আরোহণ অবরোহণের মতনই চারণকে আচ্ছন্ন করে তোলে।

আর কী আশ্চর্য। চন্দ্রাবদনীকে যেমন কল্পনা করে ছিল বাস্তবে তা পুরোপুরি মিলে গেছে। মিলেও গেছে। মনের মধ্যে এক শর্তহীন জলধারা যেমন ঢাল পেলেই স্বতঃসিদ্ধ নিয়মে গড়িয়ে যায় এবং গড়িয়ে গিয়ে অন্য জলধারার সঙ্গে মেশে, চারণও অনবধানে তেমনই গড়িয়ে যেতে শুরু করেছিল মনে মনে, চন্দ্রবদনীর দিকে কুঞ্জাপুরীর সেই মন্দিরের সুন্দর, নিষ্কলুষ, পরিবেশে সামনের কালো পাথরের চাতালে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে সেই সকালে দূরের নগাধিরানি চন্দ্রবদনীর দিকে চাইবার পরমুহূর্ত থেকেই। এতসব কথা ভাবতে ভাবতে বালিশের উপরে মাথা রেখে চারণের চোখ বুঁজে আসছিল। কিন্তু মনের মধ্যে এক আশ্চর্য আনন্দময় শান্তির বাতাবরণ অনুভব করছে সে কাল সকাল থেকেই। সেই বাতাবরণ তার শারীরিক সব কষ্ট ও অস্বস্তিকে যেন ভুলিয়ে দিয়েছিল। ও যেন একটা 'ঘোর', একটা spell-এর মধ্যে আছে। মনে মনে প্রার্থনা করছে তার ঈশ্বরের কাছে, তিনি যেন তার এই ঘোর না কাটিয়ে দেন। এই ঘোর যেন চিরদিনই থাকেই।

চিরদিন ?

হ্যাঁ। চিরদিন ! চিরদিন !

যদি চিরদিন বলে আদৌ কিছু থেকে থাকে। দিন তো একদিন ফুরোয়ই সকলেরই।

স্কাইলাইটের মধ্যে দিয়ে পূবের আকাশের সাদাটে ভাব দেখা যাচ্ছিল। দূরে কোথাও জওয়ানেরা ফিজিক্যাল ট্রেনিং শুরু করেছে। একটু আগেই বিউগেল-এর আওয়াজ শোনা গেছিল একবার। তারপর অফিসারের মুখনিঃসৃত সপ্রতিভ সংক্ষিপ্ত শব্দ, মুচমুচে অর্ডার। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে জওয়ানদের দৌড়নোর এবং নানা ব্যায়ামের শব্দ।

চারণ ভাবল। উঠে, একবার বাইরে যায়। সৈন্যদের ব্যায়াম করা দেখে নিজেই একটু 'ফিট' হয়ে আসে।

ভাবলই। কিন্তু উঠতে গিয়েই দেখল সর্বাঙ্গেই ব্যথা বেড়েছে অনেক। কালকে শুধু ক্ষতস্থানগুলিতেই ব্যথা ছিল ! আজ সর্বাঙ্গ যেন বিষ-বেদনাতে টনটন করছে। বিছানা থেকে নিজ

www.MurchOna.com

চেষ্টাতে ওঠা আদৌ সম্ভব নয়। তবে কি সে এই অতি স্বল্পপরিচিত যুবতী বিধবার গলগ্রহ হয়েই থাকবে। ভারী লজ্জা হল চারণের নিজের জন্যে। নিজের কারণে। কষ্টকে ছাপিয়ে সেই অপারকতার লজ্জাটা তাকে বড়ই হীনমন্য করে তুলল। একটু পরেই বেয়ারা বেড-টি নিয়ে এল। তখন অগত্যা উঠতেই হল। উপায় থাকলে অনেক কিছুই করা দুঃসাধ্য বলে মনে হয় কিন্তু নিরুপায় হলে সব মানুষই অসাধ্যসাধন করতে পারে।

ঘরের দরজা খুলে বারান্দাতে এসে বসল ও। খুবই ঠাণ্ডা। কিন্তু রোদও এসে পড়েছে বারান্দাতে, চীর-পাইনের হিজিবিজি ফিনফিনে আঙুলের বারণ না শুনে। উপত্যকা থেকে নানা পাখি ডাকছে। কী পাখি ? চুকার কি ? মুদারাতে ডেকে চলেছে বারবার। অনেকবার একইসঙ্গে।

বাইরেই রাখতে বলল চায়ের ট্রে। অনেক কষ্টে ঘরে ফিরে গিয়ে মোজা আর শালটা নিয়ে এল।

ততক্ষণে পাশের ঘর থেকে চন্দ্রবদনীও উঠেছে। হালকা সবুজ রঙের ফ্লানেলের ড্রেসিং-গাউন পরে বেরিয়ে এল সে। রাতে শোবার সময়ে খোঁপা ভেঙে এক বিনুনী করেছে। বিনুনীটা সামনে এনে দুই বুকের মধ্যে দিয়ে নামিয়ে দিয়েছে তার নাভি অবধি। ড্রেসিং গাউনের বুকের ভাঁজের মধ্যে দিয়ে গাঢ় সবুজ রঙা নাইটির নীচে খালিজ-ফেজেন্ট-এর মতন একজোড়া বুকের আভাস দেখা যাচ্ছে। সেখানে চোখ পড়তেই শীত যেন কমে গেল চারণের, সঙ্গে সঙ্গেই। মনে পড়ে গেল সেই বিখ্যাত শায়েরী

"নীগা যায়ে কাঁহা সীনেসে উঠকর ?
হুঁয়া তো হুসনকি দৌলত গড়ী হ্যায়।"

অর্থাৎ, নারীর বুক ছেড়ে চোখ আর কোথায় যাবে ? খোদা তো সুন্দরীর সব সৌন্দর্য ওখানেই গড়ে রেখেছেন।

ভাবল, এই শায়েরী মনে পড়তেই বুঝল যে, তাহলে তেমন অসুস্থ হয়নি ও।

কেমন আছেন ?

চন্দ্রবদনী জিগ্যেস করল।

ভাল।

মিথ্যে করে ভাল বললেও যেন ভালত্বর দিকে কিছুটা এগুনো যায়।

বলেই ভাবল, ও।

এই শিক্ষাটা পশ্চিমীদের কাছ থেকে আমাদের হয়তো নেওয়ার ছিল। চারণ ভাবল। কোনও পশ্চিমীকে কেমন আছেন ? জিগ্যেস করলে তাঁরা কেউই তাঁর শরীর-বৈকল্যর দীর্ঘ বর্ণনা অথবা তার মেজশালীর ছোটছেলের নাক দিয়ে ক্রমান্বয়ে সিকনি পড়া বা সেজ জ্যাঠার সেরিব্র্যাল অ্যাটাক ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে আপনাকে বিব্রত করার কথা ভাবতেই পারেন না। হয়তো নিজেরাও বিব্রত হন না। কেমন আছেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে ওঁদের শরীর মনে যত বৈকল্যই থাক না কেন, ওঁরা পুলকভরা গলায় বলেন "ফাইন"।

চারণ "ফাইন" অবধি যেতে পারল না। মিথ্যাচার করে "ফাইন" বললে তাঁর বিবেক "ফাইন" করে দিত তাকে।

ভাল হয়ে যাবেন আস্তে আস্তে। নিচুস্বরে বলল চন্দ্রবদনী। শরীর সুস্থ হয়ে যাবেই কিন্তু মনের উপরে ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। এসব ঘটনাতে সবচেয়ে বেশি যা আহত হয় তা শরীর নয়, আমাদের সুপ্ত অহং। ইগো। কোনও মেয়ে ধর্ষিত হলে তার শরীরের কষ্টটা তার মানসিক কষ্টের তুলনাতে অতি সামান্যই হয়। আসলে, এইরকম সব ঘটনা আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে যায় যে, আমরা সকলেই আসলে মন-সর্বস্ব জীব। শরীরটা মুখ্য নয়, গৌণ। অথচ শরীর নিয়েই আমাদের যত আদিখ্যেতা।

চন্দ্রবদনীর এই আলোচনাতে চারণ ভাল করে যোগ দিতে পারল না কারণ তার তখনও ভাল করে কথা বলার মতন অবস্থা হয়নি। মনো-সীলেবল ও হুঁ-হা করে কাজ চালাবার মতো কথা বলতে পারছে বটে তবে স্বাভাবিক হতে এখনও আরও কদিন লাগবে।

www.MurchOna.com

গতরাতে গরম জলে ব্রান্ডি, পেইনকিলার এবং মুসুর ডালের খিচুড়ি খুব কাজ দিয়েছে। আর্মি হাসপাতাল থেকে একজন কম্পাউন্ডার এসে টেটভ্যাক ইনজেকশান দিয়ে গেছিলেন রাতেই। আজ সাড়ে আটটার সময়ে ও হাসপাতালে গেলে এক্সরে করবেন ওঁরা। যদিও দরকার ছিল না। এসব চন্দ্রবদনীর বাড়াবাড়ি। আসলে ওর কিছুই হয়নি।

চন্দ্রবদনী ঘরে যেতে গেল চারণের আধ ভর্তি চায়ের কাপটি তুলে নিয়ে। যাবার আগে বলল, বড় চুমুকে শেষ করে দিন।

গরম আছে ?

অস্ফুটে বলল চারণ।

টেপিড ! বলে, অন্য একটি কাপ, ওর জন্যে দেওয়া খালি-কাপটি ট্রে থেকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

তারপর ফিরে এসে বলল, গরম চায়ের লিকারের সঙ্গে এই ব্র্যান্ডিটুকু খেয়ে নিন। আরও চাঙ্গা বোধ করবেন।

চারণ বলল, বাঃ বাঃ—এ যে পাঁড় মাতালের খোয়ারি ভাঙা !

চন্দ্রবদনী যেন চারণের চলে-যাওয়া মা। ভাবছিল, চারণ।

চা খাওয়া হলে, চারণ বলল, হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে, তারপর ?

তারপর কি ?

তারপর কোন পথে যাওয়া হবে ?

বলে, হাসল চন্দ্রবদনী।

তারপর বলল, এমন তো নয় যে, "আমরা দুজনে চলতি হাওয়ার পন্থী, পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি"। আমাদের পথ তো আলাদা আলাদাই। এখান থেকেই জুদা হয়ে যেতে হবে। আপনার খুবই কষ্ট হল। তবে আমার কিছু লাভ হল। কিছু নয়, খুবই।

কি লাভ ? কেন ?

সে নাই বা জানলেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে গেট-এর পাশের মস্ত প্রাচীন ওক গাছটার দিকে চেয়ে বলল, যখন শরৎকালে হরশৃঙ্গার ফোটে তখন সে না-ফুটে পারে না বলেই ফোটে। কিন্তু তার গন্ধ যখন সন্ধ্যের শরত-শিশিরের গন্ধের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে পরিবেশে ভাসতে থাকে তখন হরশৃঙ্গার গাছ কি জানে কত কী বয়ে আনে সেই সুগন্ধ তার পাশ দিয়ে পথ-চলা মানুষের মনে ? সেই মানুষের মনে কত কী সূক্ষ্মবোধের জন্ম দেয় ?

সূক্ষ্মবোধের জন্ম, বাইরের কোনও কিছুই দিতে পারে না, আপনার মতো সূক্ষ্ম যার মন, তার মনে তো বটেই। তাই সেই মনের তানপুরার তারে কাঁচপোকা উড়ে এসে বসলেও অনুরণন ওঠে, ওঠে চৈত্রমাসের অবুঝ হাওয়া দাপাদাপি করলেও।

বাঃ।

কি বাঃ।

সুন্দর কথা বলেন আপনি।

তাই ?

তারপর বলল, এই সুন্দর কথা বলা মানুষেরাই দেশটাকে ডোবাল। শুধু কথা আর কথা। বেশি কথা মানেই মিথ্যে কথা।

হবে হয়তো।

হঠাৎ-ভাবনাতে বুঁদ হয়ে গিয়ে বলল চন্দ্রবদনী।

তারপর হেসে বলল, গানটা কার বলুন তো ? মনে পড়ছে না। কার লেখা ? কার সুর ? কার গাওয়া ? শান্তিনিকেতনে রাজেশ বলে বন্ধু ছিল আমার, সংগীতভবনের। সে আমার সঙ্গে কোথাও সাইকেলে করে গেলেই এ গানটা গাইত। সে বর্ষারিদিনে কোপাই-এর দিকেই যাই আর পৌষোৎসবের সময়ে মেলা প্রাঙ্গণেই ঘুরে বেড়াই।

www.MurchOna.com

কি গান ?

"এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হত, বল তো ?"

হেসে ফেলল চারণ। হেসে ফেলেই, ঠোঁটের যন্ত্রণাতে কষ্ট পেল।

বলল, হাসাবেন না, হাসাবেন না। প্লিজ !

"হুঁ" শুনে হেসে উঠল চন্দ্রবদনী !

কিছুক্ষণ পরে নিজের চায়ের কাপটা ট্রেতে নামিয়ে রেখে বলল, গাড়ি এসেছিল আপনারই জন্যে। আপনি রওনাক সিংকে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে কোটদ্বোয়ার, নাজিমাবাদ হয়ে চলে যান হরিদ্বার। সেখানেও থাকতে পারেন। নইলে যেখান থেকে রুদ্রপ্রয়াগে এসেছিলেন সেই আপনার দেবপ্রয়াগেই ফিরে যেতে পারেন। বিকেলের মধ্যেই কমফর্টেবলি পৌঁছে যাবেন। অথবা ভীমগিরি মহারাজদের হৃষীকেশেও যেতে পারেন। যেমন আপনার খুশি।

তাই ?

কিন্তু।

কিন্তু কি ?

আপনি কি সত্যিই চান যে আমি হরিদ্বার বা হৃষীকেশ বা দেবপ্রয়াগে চলে যাই ? আমি কোথায় যে যাব তা ঠিক করিনি। হরিদ্বারেই যদি যাই তবে সেখান থেকে তো, কলকাতাতেও ফিরে যেতে পারি।

কলকাতাতে ?

অবাক হয়ে বলল, চন্দ্রবদনী।

হ্যাঁ। আমার বন্দরে। মাঝে কিছুদিনের জন্যে নোঙর তুলে নিয়ে এদিকে ওদিকে ভেসেই বেড়ালাম শুধু।

যেতে চেয়েছিলেন আসলে কোথায় ? কোনও সুন্দর বহুবর্ণ প্রবাল নির্জন দ্বীপে কি ? যেখানে জলদস্যুদের গুপ্তধন পোঁতা আছে এবং আছে প্রবাল দ্বীপের রাজকুমারী ?

ঠিক তা নয়। মানে, তেমন জায়গাতে নয়।

তাহলে ঠিক কি জন্যে আপনি কলকাতা ছেড়ে হাউই-এর মতন উড়ে এসেছিলেন এই দেবভূমিতে ? এখানেই চিরদিনের মতন থিতু হবেন বলে কি ?

না। তাও নয়।

তবে ?

খুঁজতে এসেছিলাম।

কি ? পরশ পাথর ?

হয়তো তাই ?

পেলেন ?

পাইনি। হয়তো পাওয়ার কাছাকাছি এসেছি।

তাহলে ? এখান থেকে কলকাতাতেই ফিরবেন ?

ঠিক করিনি এখনও। পুরো ব্যাপারটাই ফ্লুইড আছে।

আচ্ছা পাগল মানুষ যা হোক আপনি !

হয়তো।

তাহলে আপাতত আমার সঙ্গেই চলুন।

কোথায় যাবেন আপনি ?

অমি রুদ্রপ্রয়াগেই ফিরে যাব। উত্তরাখণ্ড-এর জন্যে এই আন্দোলন কতদিন চলবে, কী রূপ নেবে তা তো জানি না। তাছাড়া যতদিন না নতুন চাকরি পাচ্ছি ততদিন যাওয়ার মতন কোনও জায়গাও তো নেই আমার। হয় বাবার কাছে গিয়ে থাকা, নয় ঠাকুর্দার কাছে। বাবার এখন ফরোয়ার্ড-এরিয়াতে পোস্টিং। ফ্যামিলি নিয়ে যাওয়া মানা। তাছাড়া, ওই সব জায়গাতে ইয়াং

আর্মি-অফিসারেরা মেয়ে দেখলে জুরাসিক পার্ক-এর প্রাণী হয়ে যায়। সে প্রাণীদের থেকে প্রাণ বাঁচানোই মুশকিল।

হাসল, চারণ।

আপনার চাপরাসি হয়ে বেরিয়েছিলাম রুদ্রপ্রয়াগ থেকে। এখন এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে আপনাকে একা ছেড়ে দিই কি করে। আপনার ঠাকুর্দা বা বড়ি-বুয়াই বা কি বলবেন আমাকে।

আপনার মতলব তো ভাল বুঝছি না। আপনি কি ঠিক করেছেন বড়ি-বুয়ার সোয়েটারটি গায়ে চড়াবার পরই রুদ্রপ্রয়াগ ছাড়বেন?

হেসে ফেলল চারণ।

হেসেই, কেঁদে ফেলল। ঠোঁটে যা ব্যথা।

আপনার গিজারটা কিন্তু 'অন' করাই আছে।

সময়মতন চানটা সেরে নেবেন। কড়া ইস্ত্রি করা মাড় দেওয়া জামা কাপড় পরার দরকার নেই। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে জওহর কোট শাল জড়িয়ে নেবেন উপরে।

মাড় দেওয়া ইস্ত্রি করা কামড় জামা সঙ্গে থাকলে তো! তারাও মালিকেরই মতন সব ন্যাতন্যাতে হয়ে গেছে।

ব্রেকফাস্ট কি খাবেন? সব কিছু খাওয়ার মতন অবস্থা তো এখনও হয়নি। আপনার জন্যে পরিজ, গরম দুধ আর মিষ্টি কমলালেবু দিতে বলছি। টক থাকলে তো আবার ঠোঁট জ্বলবে। চান করেই ব্রেকফাস্ট করবেন তো?

না। আমি ব্রেকফাস্ট করার পরই চান করি।

ভাল। তবে আটটাতে ব্রেকফাস্ট দিতে বলি? আমিও তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

না, না আপনি আবার কেন? ভীষণ অস্বস্তি লাগে আমার। আমি তো শিশু নই। একাই যেতে পারব বেশ।

তবে, নন কি? শিশু?

আপনিও এইরকম অভিযোগ করছেন?

করছি। তবে সব ব্যাপারে নয়। কোনও কোনও ব্যাপারে অবশ্যই। তুলিদি আপনাকে যেমন করে বুঝেছিল, তেমন করে খুব বেশি মেয়ে বুঝতে পারবে না বোধ হয়।

তুলি কি আপনার কাছে আমার গল্প খুবই করত?

খুব। ওর জগতই ছিল শুধু আপনাকে নিয়ে। "চারণময়" জগত। তা নাহলে আপনাকে কাছ থেকে না জেনেও আপনাকে এমন করে আমি জানতাম কী করে। যতই গল্প শুনতাম আপনার ততই ভাবতাম কী এমন আছে বা থাকতে পারে একজন পুরুষের মধ্যে যা এমন করে তুলিদির মতন একজন পরমা সুন্দরী এবং কোটিপতির স্ত্রীকে আকর্ষণ করতে পারে।

তাই?

চারণ বলল, লজ্জিত হয়ে।

আপনার কথা শুনতে শুনতে মনের মধ্যে আমার ভাবী স্বামী সম্বন্ধে এমনই এক ধারণা গড়ে উঠেছিল যে ভীষণই ভয় হত, সেই ধারণার সঙ্গে বোধহয় কারওকেই আর মেলাতেই পারব না। ফলে আমার হয়তো বিয়ে করাই হয়ে উঠবে না। তাই তো সাত তাড়াতাড়ি...

আমার মতন স্বামী কি আদর্শ স্বামী হত? যে স্বামী পরস্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া করে...

পরকীয়ার মধ্যে বঞ্চনা থাকলে তা অবশ্যই দূষণীয়। যে পরকীয়া একজন দুঃখী পুরুষ বা দুঃখী নারীকে বাঁচার অনুপ্রেরণা দেয়, তার জীবনকে পূর্ণ করে তোলে, যার দমবন্ধ দাম্পত্যর ঘরে রোদে-চাঁদে ভরা একফালি বারান্দা হয়ে আসে, তা মোটেই দূষণীয় নয়।

তাছাড়া তুলিদির সঙ্গে আপনার সম্পর্কটিতে পাটনের অন্ধ, সম্পদমত্ত, অশিক্ষিত বাবাকে, শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটাও ছিল। যিনি নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করে এসেছেন চিরটাকাল, তাঁর শক্তি যে শূন্যময়তারই দ্যোতক, সে কথা, এই ফাঁকির কথা, তিনি জানতে পেলে অবশ্যই বুঝতে

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

পারতেন। তার পরে হাহাকারে ভরে যেতেন। আচ্ছা! তিনি কি ঘুণাক্ষরেও জানতেন না এই বঞ্চনার কথা ?

জানি না। জানতেও পারেন। আমার দ্বারা তাঁর ব্যবসার উপকার হত বলেই, জানলেও হয়তো তাঁর কোনও উৎসাহ ছিল না। টাকা ছাড়া, মানুষটা আর কিছুকেই ভালবাসেননি পৃথিবীতে।

চন্দ্রবদনী বলল, তাছাড়া ভাল-মন্দ এই দুই শব্দই আপেক্ষিক। তুলিদির সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্ক করে আপনি তুলিদিকে যেমন জীবন দিয়েছিলেন তেমন তাঁকে বাঁচিয়ে ছিলেন। লিটারালি। নাক দিয়ে প্রশ্বাস নিলে আর নিঃশ্বাস ফেললেই, ভোগ-বিলাসের সমস্ত উপকরণের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকলেই কি আর কোনও মানুষ বেঁচে থাকনে ? বাঁচা যে কাকে বলে, এই কথাটাই তো অধিকাংশ নারী-পুরুষ বোঝেন না।

একটু চুপ করে থেকে বলল, যাই হোক। ও সব কথা থাক। আপনাকে খুব কাছ থেকে জানলাম দু'টি দিন। এই আমার মস্ত পাওয়া। কিন্তু বললেন না তো, কি খুঁজতে এসেছিলেন এই দেবভূমিতে ?

অনেকক্ষণ কথা বলল না চারণ। আরেক কাপ চা ঢেলে নিল। চন্দ্রবদনীকেও জিগ্যেস করল। কিন্তু ও নিল না।

চারণ একটু চুপ করে থেকে, বাহিরের প্রাচীন ওক গাছটার দিকে চেয়ে অস্ফুটে, যেন স্বগতোক্তিরই মতন বলল, হয়তো বাইরের কিছু নয়। হয়তো নিজেকেই খুঁজতে এসেছিলাম। নিজের বহিরঙ্গ আমিটা অন্তরঙ্গ আমিটাকে যে কবে অমন সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলে হজম করে ফেলেছে সে কথা যে মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলাম, সেই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। To Correct my bearings.

পেলেন খুঁজে ? কারেক্ট করলেন কি নিজের বেয়ারিংস ? কম্পাস নিয়ে এসেছিলেন কি সঙ্গে ? স্টপওয়াচ ? গায়রোমিটার ?

হাসল, চারণ।

বলল, না। পাইনি খুঁজে। তবে প্রার্থিত বস্তুর কাছাকাছি পৌঁছেছি বলে মনে হয়েছে একাধিকবার, কিন্তু পরক্ষণেই তা হারিয়ে গেছে আবারও।

তারপরই বলল, আপনি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের "দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী" বইটি পড়েছেন কি ? যে-বইয়ের জন্যে উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ?

না। নোবেল প্রাইজ তো প্রতিবছরই কেউ না কেউ পাচ্ছেন। পশ্চিমে সোরগোল হলেই যে সে বই ভাল হবে তার কোনওই মানে নেই। মিলন কুন্দেরা। মিলন কুন্দেরা! করে গগননিনাদী রব উঠল। ওমাঃ। পড়ে দেখলাম, শোভা দে-র শ্বেতাঙ্গ সংস্করণ। আমিও চেষ্টা করলে ওঁর চেয়ে ভাল পর্নোগ্রাফি লিখতে পারি। সাহিত্য আর পর্নোগ্রাফির মধ্যে তফাৎ আছে। সাহিত্য কাকে বলে এই সরল প্রশ্নটিই করে দেখবেন অনেক বড় বড় আঁতেলদের। মনে হয়, আমার তো মনে হয়, যিনি যত বড় আঁতেল, তিনি ঠিক ততখানি কনফিউজড।

তারপরই বলল, হঠাৎ হেমিংওয়ের কথা কেন ?

আমি খুব ভক্ত হেমিংওয়ের। ওয়াল্ট হুইটম্যান এবং রবার্ট ফ্রস্ট এরও ভক্ত।

"You expected to be sad in the fall.
Part of you died each year when the leaves fall
From the trees and their branches were bare.
Against the wind and the cold, wintry light.
But you knew there would always be the spring.
As you knew the river would flow again
After it was frozen. When the cold rains
Kept on and killed the spring, it was as though.

www.MurchOna.com

A young person had died for no reason.''

এটি কোন বইয়ে আছে হেমিংওয়ের ?

The Moveable Feast. তবে The Old Man and the Seaই আমার খুব প্রিয় বই। এই সব লাইন মনের মধ্যে কেমন এক বিষণ্ণতা আনে। এই সব লেখা, যে অন্য অনেক লেখার চেয়ে আলাদা, তা বোঝা যায়। লেখা, যদি পড়ার মতন না হয় তবে তা পড়া এক শাস্তি বিশেষ। গদ্যই হোক আর কবিতাই হোক।

তা ঠিক।

চারণ বলল।

হাসপাতাল-টাসপাতাল চারণের একেবারেই পছন্দ নয়। নানারকম তীব্র, ঝাঁঝাল ওষুধের গন্ধ। যন্ত্রণাকাতর রোগী ও রোগিণীর ক্লিষ্ট মুখ, কারও কারও গোঙানি, মন খারাপ করে দেয়। রোগ শোক তো আছেই ! সে সবকে ভুলেই থাকতে চায় চারণ। তবু যেতে হয়, হাসপাতালে, নার্সিংহোমে কখনও সখনও।

যখন ওর শরীরের নানা জায়গার এক্স-রে করা হচ্ছে দুই রেডিওলজিস্ট-এর সংলাপ কানে এল ওর।

সিনিয়র যিনি, তাঁকে ক্যাপ্টেন সিং বলে ডাকছিলেন অন্য জনে। আর অন্যজনের নাম ক্যাপ্টেন বাগারিয়া। ক্যাপ্টেন বাগারিয়া বললেন, কর্নেল শর্মা কি জানেন ?

জানেন বইকি !

কী করে আপনি জানলেন ?

তা বলতে পারব না। এখানের সবাই জানেন যখন, তখন কর্নেল শর্মা তো নিশ্চয়ই জানেন।

ভেরি স্যাড। স্ত্রী গেছেন সেই কবে। তারপর সেদিনই গেল জামাই। তারপর ছেলে। ভেরি স্যাড ইনডিড।

ক্যাপ্টেন সিং বললেন, ছেলের যাওয়া নিয়ে আমার কোনও দুঃখ নেই। সে তো শহীদ হয়ে গেছে। জানি না, কোনওদিন আমাদের উত্তরাখণ্ড-এর স্বপ্ন সফল হবে কি না। কিন্তু তা হোক আর না হোক চুকার শর্মা যে এক বিশেষ বিশ্বাসে ভর করে প্রাণ দিয়েছিল একথা গাড়োয়াল হিমালয়ের সব মানুষ মনে করে রাখবে।

চারণের বুকের ওপর এক্সরে মেশিনের চাঁইটা ছিল। কাঠের টেবলের উপর চিৎ হয়ে হাসপাতালের দেওয়া জামা পরেই শুয়েছিল। শীতও লাগছিল খুবই। কিন্তু ওই কথোপকথন শুনে শীত যেন অনেকেই বেড়ে গেল।

সে তুতলে বলল, ফাটা ঠোঁট নিয়ে, কোন চুকার শর্মা ?

কর্নেল শর্মার ছেলে। এখানে উনি পোস্টেড ছিলেন অনেকদিন আগে। আমরা দেখিনি। তবে এখানকার অনেকেই চেনে তাঁকে। চুকারও নাকি ছিল এখানে শিশুকালে।

চারণ বলল, যিনি গতরাতে এই হাসপাতাল থেকে কম্পাউন্ডারকে সঙ্গে নিয়ে ট্যুরিস্ট লজে এসেছিলেন, তিনি তো চুকারের দিদি। কর্নেল শর্মার মেয়ে।

তাই ?

ওঁরা দুজনেই বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বললেন।

চারণ বলল, একটাই অনুরোধ আপনাদের। আমার কিছু হয়নি। আমাকে ছেড়ে দিন। আর খবরটা এখন ওঁকে জানাবেন না। আমিই ওঁকে সঙ্গে করে রুদ্রপ্রয়াগে নিয়ে যাচ্ছি।

আপনার পরিচয়টাতো জানলাম না।

ক্যাপ্টেন সিং বললেন।

আমি কলকাতায় থাকি। আ ফ্রেন্ড অফ দ্যা ফ্যামিলি। রুদ্রপ্রয়াগেও ছিলাম। সেখান থেকে পউরি যাব বলে বেরিয়েছিলাম দুজনে একসঙ্গে। কিন্তু "বনধ" এর জন্যে প্রাণ বাঁচিয়ে কোনওক্রমে

www.MurchOna.com

এখানে এসে উঠেছিলাম।

চারণ বলল।

আই সী !

ক্যাপ্টেন বাগারিয়া বললেন।

কোটদ্বোয়ারেও কি "বনধ" ছিল গতকাল ?

ছিল ! সন্ধের পরই বনধ উঠেছে।

ওঃ। আমাকে প্লিজ একটু তুলে দিন। আমি যাব।

সার্টেনলি। আপনি যান।

আপনার রিপোর্টে যদি খারাপ কিছু থাকে তো আমি মেসেঞ্জার দিয়ে মোটর-সাইকেলে করে পাঠিয়ে দেব রিপোর্ট। না থাকলে, পাঠাব না। আই উইশ বোথ অফ উ্য আ সেফ জার্নি টু রুদ্রপ্রয়াগ।

থ্যাঙ্ক উ্য।

চারণ বলল।

তারপর আস্তে আস্তে দীর্ঘ বারান্দাটা পেরিয়ে এসে রওনাক সিং-এর পার্ক-করে রাখা গাড়িতে উঠল।

চারণ ভাবছিল। তার উদ্বাস্তু ব্রজেন জেঠু, তার বাবার অতি প্রিয় সজ্জন, বলতেন মাঝে মাঝেই, "বোঝলানা বাবা। এভরিথিং ইজ প্রিকন্ডিশন্ড। যা কিসুই জীবনে ঘটে, তা ঘটিতব্য ছিল বইল্যাই ঘটে।"

কে জানে ! চারণের জীবনে কী কী ঘটার ছিল ?

রওনাক সিং তার ডান কানটা আবারও সবেগে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করতে করতে জিগ্যেস করল, সব ঠিক-ঠাক হ্যায় না সাহাব ?

হ্যাঁ। দর্দ হ্যায়। বাসস।

দর্দ তো রহেগাই। দিলকা চোট মিলনেসে ঔর জাদা দিন রহতাথা। ইয়ে তো স্রিফ বদনকাই। দিলত ঠিক্কেই হ্যায় না ?

চারণ একটু থমকে গেল রওনাক-এর কথা শুনে।

ওর মনে হল যে, রওনাক-এর ডান কানটা তো একবার দেখিয়ে নেওয়া হল না হাসপাতালে। অথচ কাল রাতেও কম্পাউন্ডার এসেছিলেন ওদের ওখানে এবং আজ ও নিজেও হাসপাতালে এল !

গাড়িটা হাসপাতালের কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে বাইরের পথে পড়ল।

চারণ ভাবছিল, আসলে, ওরই মতন যারা ভাগ্যবান, যারা মালিক, যারা ওয়েল-অফফ তাদের অধিকাংশই বোধহয় তাদের খিদমদ্‌গারদের, চাকর, বেয়ারা, ড্রাইভার এদের কারওকেই সমান চোখে দেখে না। পোষা কুকুর, বেড়াল সম্বন্ধেও তাদের যতখানি দরদ বা চিন্তা সেটুকুও সম্ভবত চারণদের কাছে এবং চারণদের জন্যে জানকবুল-করা এইসব মানুষদের সম্বন্ধে নেই। এটা লজ্জার, ভারী লজ্জার।

কান কৈসী হ্যায় ? রওনাক ?

কিসকা কান সাহাব ?

আরে ! তুমহারা কান। ঔর কিসকা কান ?

ঠিক্কেই হ্যায়। ঈয়ে দো কান নেহি ভি রহতা তো সাহাব, ম্যায় বহুতই মজামে দিন গুজারনে শকতাথা। ঈয়ে দো কানসে হর ইনসান কি কাফি দুখ পঁহুছতা হ্যায়। হর আদমীকি বদনমেহি ইয়ে দো কানই সবসে জাদা দর্দ প্যায়দা করতা হ্যায়। কভভি মেরি দিল চাহতা কি শালে কানকো দোকান পাক্কাড়কে ঠিকসে শিখলাউঁ। মগর আপনা কানকো শিখানা ইতমিনান নেহি না হ্যায় !

কিঁউ ?

দুসিরেকো বোলি শুননা পড়তা হ্যায় না। দিল-দুখানা-ওয়ালি সারি বাঁতে। যো বহেড়া হ্যায় উ

www.MurchOna.com

বহুতই মজেমে দিন গুজারতা।

চারণ, রওনাকের উদ্ভট কথা শুনে তাজ্জব বনে গেল। বলল, তুম ক্যা সাচমুচ বহেড়া বননে কি ফিক্করমে হ্যায়। দোনো কান লেকর তুম যেইসি হরকৎ করতে রহতা হ্যায় পাঁচ মিনিট বাদহি বাদ যো হামারা লাগতা হ্যায় কি, তুম সাচমুচ বহেড়াই বন যাওগে।

ঠোঁটের কোণে মিচকি হাসি হেসে বলল রওনাক সিং, বদ্রীবিলাজিকি দোয়ামে ম্যায় বহেড়া বন যাতাথা তো বহুতই মজা আ যাতাথা সাহাব। সাচমুচ।

চারণ লক্ষ করেছে যে রওনাক এই 'সাচমুচ' শব্দটি ঘন ঘন ব্যবহার করে এবং তা খুবই মুচমুচে হয়ে বেরোয় তার মুখ থেকে। প্রতিবারই।

পাগলের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ভাবল চারণ। চুপ করে থাকাই ভাল। কে জানে। এই সারথি তাদের, হয়তো পাগল নয়, হয়তো অর্জুনেরই মতন জ্ঞানী-গুণী কেউ ?

কিন্তু ও বিষয়ে মন দেবার মতন মানসিক অবস্থা তার তখন ছিল না! চুকার-এর খবরটা নিয়ে এমন কি করবে সে, তা নিয়েই ভেবে অস্থির হল। খবরটাকে কি লুকোনো যাবে ? তা কি পারা যাবে আদৌ। দশমাসের পোয়াতি তার পেটও লুকাতে পারে, ইচ্ছে করলে। কিন্তু এই খবর...

বলল, শোনো ভাই রওনাক। চন্দ্রবদনীজিকি ছোটা ভাইকো পুলিশ জানসে মার দিয়া। যে দুটি যুবকের লাশ অলকানন্দার জলে কাল সকালে ভাসতে দেখা গেছে তার মধ্যে একটা ওরই ছোট ভাই-এর। চুকার শর্মা তাঁর নাম।

রওনাক যেহেতু তখনও পুরোপুরি কালা হয়ে যায়নি, চারণ এ কথা বলে ভেবেছিল, অবশ্যই রওনাক উঃ আঃ করবে সেই দুঃসংবাদ শুনে। কিন্তু রওনাক সিং ডান হাত দিয়ে তার ডান কান নাড়াচাড়া করতে করতে, বাঁহাতে গাড়ি স্টিয়ার করতে করতেই বলল, পরিসানি হুয়া হোগা বিচারিকা।

কিসকো ?

অবাক হয়ে শুধোল চারণ।

দিদিকি ছোটা ভাইকো।

কোন চিজকি পরিসানি ?

ওয়াহ। অলকানন্দাজিকি পানি কিতনি ঠাণ্ডা থী পঁরশু রাতমে। রাতভর বহলতা হুয়ে নদ্দীমে ওতনি সর্দিমে বহতই তকলিফ হুয়া হোগা বিচারিকি।

চারণ নির্বাক হয়ে গেল রওনাক-এর বাক্য শুনে।

ও ভাবছিল, এই পৃথিবীতে এই সংসারে, একই বস্তুকে, একই ঘটনা বা দুর্ঘটনাকে কত বিচিত্র চোখেই না দেখে একেকজন মানুষ।

অলকানন্দার ঠাণ্ডা জলজনিত কারণে মৃত চুকারের কষ্টের প্রসঙ্গে না গিয়ে, চারণ বলল, ইয়ে সব বাঁতে উনকি নেহি বাঁতানা রওনাক। বিচারী রো পড়েঙ্গি শুননেসে।

বেফিক্কর রহিয়ে সাহাব। ম্যায় কভভি না বাতাউঙ্গা। মগর, উনোনে রো কাহে পড়েঙ্গি ? ফৌজি আদমীয়াঁ কি ঘর কি ছাপ্পরমে মওৎ হরওয়াক্ত রহতি হ্যায়। রহতি হ্যায়, কবুতর যেইসি। মওত তো আনাহি শকতা। আতাহি হ্যায়। দুখ, মওতমে নেহি হ্যায় সাহাব, দুখ দুশমনকি মওত নেহি লা পায়া, স্রিফ উস লিয়ে। ফৌজি আদমীকি পরিবারোঁমে মওতই হ্যায় জিন্দেগী। মওত, ছঁয়া আঁসু নেহি না বহলতা হ্যায়!

অবাক হয়ে রওনাক-এর দিকে চেয়ে রইল কলকাতার বঙ্গনন্দন চারণ। ছেলেবেলা থেকে অনেকেই কিছু জেনেছে, শিখেছে কিন্তু এমন কথা জন্মে শোনেনি। কখনও মনেও আসেনি।

গাড়িটা যখন বাংলোর গেট-এ ঢুকল তখন চারণ দেখল, চন্দ্রবদনী অফিস ঘর থেকে বেরোচ্ছে।

কেন ? অফিস ঘর থেকে কেন ?

টেলিফোন এসেছিল কি ? কে জানে।

গাড়িটাকে সিঁড়ির সামনে দাঁড় করাতেই চন্দ্রবদনী বলল, আমি গাড়িটাকে নিয়ে একটু

www.MurchOna.com

বাস-স্টপেজে যাব কিংবা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ? পনেরো মিনিটেই ফিরে আসব।

কেন ? কী করতে ?

কেন আবার ? আমাকে ফিরে যেতে হবে না রুদ্রপ্রয়াগে ? আমি তো আমার শাশুড়ি মায়ের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম পউরিতে। দেখা যখন হল না, তখন ফিরেই যাই রুদ্রপ্রয়াগে। চাকরি-বাকরির জন্যে যে সব অ্যাপ্লিকেশন করেছি তার উত্তর বা ইন্টারভিউ লেটার এলে, তা আসবে রুদ্রপ্রয়াগেরই ঠিকানাতে।

একটু পরে চারণ বলল, আমি তাহলে তৈরি হয়ে নিচ্ছি। আপনিও তো দেখছি তৈরি হয়েই নিয়েছেন। মালপত্র বারান্দাতে বের করে আমি বিলও পেমেন্ট করে দিচ্ছি। আপনি এলেই আমরা রুদ্রপ্রয়াগের দিকে বেরিয়ে পড়ব।

আপনি কেন বিল দেবেন ? আমার জন্যেই তো আপনার পউরিতে আসা ! এত দুর্ভোগ।

আমিই না হয় দিলাম।

দুর্ভোগের সঙ্গে সুভোগও ছিল।

উত্তর না দিয়ে চন্দ্রবদনী বলল, তবে যাই।

চারণ দুচোখ দিয়ে রওনাক সিং-এর চোখে চাবুক মেরে না-বলে বলল, খবর্দার ! যদি বলেছ কিছু তুমি চন্দ্রবদনীকে।

রওনাক চোখ থেকে চোখ সরিয়ে আবার ডান কানের সাধনাতে লাগল। চারণের মনে হল, টিকটিকির লেজ-এর মতন ডান কানটাই না একসময়ে খসে যায় রওনাক-এর।

গাড়ি চলে গেলে ও অফিসে গিয়ে বিল চাইল। সত্যিই পেমেন্ট করে দিয়েছে চন্দ্রবদনী আগেই। লজ্জিত হল জেনে খুবই। রুম-বেয়ারাকে ডেকে মালপত্র যা ছিল অতি সামান্যই, তা বারান্দাতে বের করিয়ে এনে রোদে পিঠ দিয়ে বসল চন্দ্রবদনীর ফিরে আসার অপেক্ষাতে।

ভাবছিল, খবরটা, কখন, কী করে দেবে চন্দ্রবদনীকে। নাকি রুদ্রপ্রয়াগে গিয়েই ওর আত্মীয়দের মুখ থেকেই শুনবে ও খবরটা ? চুকার শর্মার ঠিকানা তো রুদ্রপ্রয়াগই। সেখানেই তো গেছে খবরটা সবচেয়ে আগে। ওদের হদিস কেউ জানে না বলেই ওরা আগে খবরটা পায়নি। যে-ছেলেদের হাতে ও পউরিতে প্রহৃত হল ওরা। তারা যদি জানত চন্দ্রবদনী কে ? তাহলে তো ওরা পাইলটিং করে নিয়ে যেত তাদের গাড়িকে।

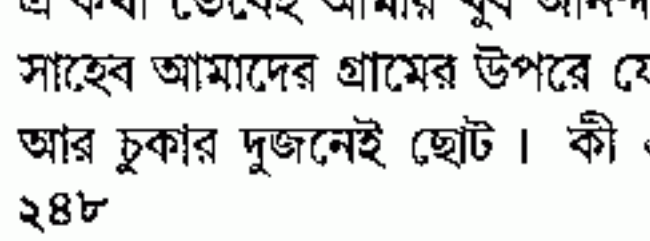

এখন আবার পউরির পথে চলেছে রওনাক সিং-এর গাড়ি। গাড়ির বাইরেও কোনও উত্তেজনা নেই, ভিতরেও নেই, শুধুমাত্র রওনাক-এর কান টানাটানি ছাড়া।

চারণ ভাবছিল, কান ব্যাপারটা সত্যিই বড় অভিশাপের। কান না থাকলে নব্যকালের কত রবীন্দ্রসংগীত গায়ক-গায়িকাদের গান শোনার অত্যাচার থেকেই পার পেতে পারত। সেই সব দোর্দণ্ডপ্রতাপদের নাম না হয় নাই করল।

চন্দ্রবদনী খুব ভাল মেজাজেই আছে।

একটু আগেই ও বলেছে চারণকে, ঈশ্বরের অশেষ দয়া যে, যা ঘটেছিল তার চেয়ে সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটেনি। অথচ ঘটতে পারত। In one piece আপনাকে নিয়ে যে আবার রুদ্রপ্রয়াগের দিকে চলেছি এ কথা ভেবেই আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। রক্ত-টক্ত আমি দেখতে পারি না। দাদুর এক বন্ধু কাব্রাল সাহেব আমাদের গ্রামের উপরে যে মালভূমি আছে সেখানে একটি বড় শম্বর মেরেছিল। তখন আমি আর চুকার দুজনেই ছোট। কী একটা ছুটিতে আমরা ল্যান্সডাউন থেকে রুদ্রপ্রয়াগে এসেছিলাম।

www.MurchOna.com

ইসস কী রক্ত ! কী রক্ত ! আমার মনে হয় সে রক্ত দেখার কয়েক বছর পরই দাদু তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু চুকারটা ছিল অন্যরকম। রক্ত দেখে ওর উল্লাস হয়েছিল। তখনই জানতাম ওর মধ্যে একজন খুনে আছে। নিষ্ঠুরতা সুপ্ত আছে, ছাই-চাপা আগুনের মতন। হাওয়া পেলেই দপদপিয়ে উঠবে। যারা রক্ত ভালবাসে, তাদের অনেক সময় নিজের বুকের রক্ত দিয়ে সেই ভালবাসা পূরণ করতে হয়।

চারণ বলল, হঠাৎ এই কথা ? তারপর বলল, রক্তের মূল্যে ছাড়া কিছু কি কেনা যায় আদৌ ? স্থায়ী কিছু ?

তা বটে।

গাড়িটা সম্ভবত পউরির কাছাকাছি এসে পড়েছে। চড়া চড়াই উঠছে। গোঁ গোঁ করছে ফার্স্ট গিয়ারে ফেলা এঞ্জিন। এরপর উতরাই নেমে পউরিতে পৌঁছবে। নানা কথার মাঝে মাঝেই চারণের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠছে। তাও তো চুকার শর্মাকে সে চোখেও দেখেনি। তার ছেড়ে-যাওয়া জিনিস, ঘর, তার বইপত্র, ঘর ভর্তি তার অদৃশ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ-কল্পনা এক রাত তার ঘরে শুয়ে অনুভব করেছে অবশ্যই। সব অনুভবের কথা অন্যকে বলা যায় না।

চন্দ্রবদনী মুখ ফিরিয়ে বসে জানালা দিয়ে চেয়েছিল। গম্ভীর মুখে। কী যেন ভাবছিল। ও কী ভাবছে কে জানে !

চারণ বলল, মন খারাপ লাগছে ?

কী করে বুঝলেন ?

চোখ দেখে। কিন্তু কেন মন খারাপ লাগছে ?

এমনিই।

এমনিই আবার কারও মন খারাপ হয় না কি ?

এমনি মানে, ভাবছিলাম কতগুলো বছর কেটে গেল জীবনের। উত্তরের হাওয়াতে এক এক করে জীবনের পাতাগুলি ঝরে যাচ্ছে। এই ল্যান্সডাউনেই মা ছিলেন। আজ মা নেই। আমার বিয়ের পরে আমরা এখানে এক রাত থেকে গেছিলাম, আমার নববিবাহিত স্বামীকে আমার আর চুকারের শৈশবের দিনগুলোর কথা জানাতে। আজ ও-ও নেই। একদিন হয়তো চুকারও থাকবে না। বাবাও।

তারপরেই বলল, আসলে, কী ভাবছিলাম জানেন ?

কি ?

মানুষেরা গাছেদের কাছে হেরে যায়, হেরে যাবে চিরদিন।

মানে ?

মানে, মানুষও পর্ণমোচী, অনেক গাছেরাও পর্ণমোচী। অথচ গাছেদের ডালে ডালে পরের বসন্তে আবারও কিশলয় আসে। কিন্তু পর্ণমোচী মানুষের জীবনে পাতা ঝরে গেলে তা ঝরেই যায়। আর কোনওদিনও নবকিশলয়ে সে ভরে ওঠে না। তাই না ?

চারণ একটু চুপ করে থেকে বলল, তাইই।

তারপর বলল, আপনার ভারী সুন্দর একটি মন আছে। মনের চোখ দুটি আপনার ভারী সুন্দর। ওরিজিনাল।

মনের চোখ ? না, চোখের মন ?

ওই হল। অত জানি না আমি।

চারণ প্রসঙ্গ বদলে বলল, চন্দ্রবদনীর চুড়ো দেখিনি তবে কুঞ্জাপুরীর মন্দিরের কুঁবারসিংজী আমাকে অন্য দুটি শৃঙ্গার মধ্যেখানের আড়াল-পড়া একটি জায়গার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন ঐ খানে চন্দ্রবদনী। সত্যি কথা বলতে কি, নাম শুনেই প্রেমে পড়ে গেছিলাম।

চন্দ্রবদনী হেসে উঠল জোরে।

রওনাক সিং চমকে উঠে বলল, গাড়ি রোক্কেগা ক্যা ?

www.MurchOna.com

হাসতে হাসতেই চন্দ্রবদনী বলল, নেহি, নেহি। ্লিয়ে, আগে বাড়িয়ে। চারণের মনে পড়ল যে, ন-মাসীমা বলতেন ওরা বেশি হাসাহাসি করলেই, "যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শন্না"। বেশি হাসলেই উনি ওদের ঐ প্রবচনটি বলে ভয় দেখাতেন।

এই গাড়োয়াল হিমালয়ের অথবা কুমায়ুঁ হিমালয়েও এক বিশেষ উচ্চতাতে উঠে এলে পরপর পাহাড়ের গায়ের বনে বোধহয় তেমন বৈচিত্র্য আর থাকে না। ওক, মেপল, চেস্টনাট, পাইন, ফার এই সব গাছের বনে এক ধরনের একঘেয়েমি আছে। তবে বৈচিত্র্য আছে গিরিখাদের হরজাই জঙ্গলে। খুব ভাললাগে উঁচুতেও, যখন অর্কিড ফোটে। নানারঙা। বসন্তে। প্রজাপতি ওড়ে। ইউ এস এ, কানাডা বা ইউরোপেও হেমন্তে যখন নানাগাছের পাতাতে নানারঙের ছোঁয়া লাগে হলুদ, বাদামি, খয়েরি, পাটকিলে, কালো, ম্যাজেন্টা, পারপল্ তখন যে কী অপূর্ব শোভা হয়! সেই শোভার সঙ্গে চারণের নিজের দেশ-এর মার্চ-এপ্রিলের পর্ণমোচী বনেরই শুধু তুলনা চলে। যখন তার স্বদেশের বসন্তবনের কুসুম গাছে নতুন পাতা আসে, তখন যে না চেনে কুসুম গাছ, তার মনে হতেই পারে যে, ফুলেই সেজেছে যেন সে গাছ।

মনটা বড়ই বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে চারণের। চুকারের মৃত্যু সংবাদটা ও না পারছে গিলতে না ফেলতে। অথচ খবরটা চন্দ্রবদনীকে ওর দেওয়াটা অবশ্যই উচিত।

হঠাৎ চন্দ্রবদনী বলল, আপনি কখনও চন্দ্রবদনীতে গেছেন?

চমকে উঠল চারণ। তার ভাবনার জাল ছিঁড়ে গেল। চন্দ্রবদনীর প্রশ্নটা দ্ব্যর্থক মনে করে নিজেই হঠাৎ পুলকিত হল। মনে মনে বলল, যেতে হয়তো চাই, ভীষণই চাই, কতখানি চাই তা এই মুহূর্তের এই প্রশ্নর সম্মুখীন হবার আগে হয়তো বুঝতেও পারেনি। কিন্তু মুখে কিছুই বলল না।

চুপ করে আছেন যে?

চন্দ্রবদনী বলল।

ইচ্ছে করে না? যেতে?

জানি না।

বলল, চারণ।

কোন চন্দ্রবদনীতে যাবার প্রতি তার অনীহা, সেকথা নিজে না বুঝেই।

এমন সময়ে ট্রাফিক পুলিশের প্রসারিত হাতের সামনে দাঁড়াল রওনাক সিং-এর গাড়ি ঠিক যে জায়গাটিতে ছেলেরা তাদের গতকাল সকালে পথে আটকেছিল, সেই ম্যাল-এই।

পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে রয়েছে পুরো পঊরি।

কাঁহা যানা?

পুলিশ শুধোল।

রওনাক বলল, জাহান্নাম।

মজাক কর রহ্যা হ্যায় ক্যা?

কিস লিয়ে? তুম মেরি শ্বশুরালকি আদমী থোড়ি হ্যায়।

বকোয়াস মত করো। যানা কঁহা?

ই পাহাড়ি রাস্তে কাঁহাপর উতরে হ্যায়?

শ্রীনগরমে।

তো হুঁয়াই যানা।

উসকি বাদ?

শোচা নেই। রাতমে কেয়া খানা হ্যায় উ আভভি আভভি শোচ লিয়া ক্যা তুমনে? পুলিশজি?

পুলিশকে তাজ্জব বানিয়ে উলটো প্রশ্ন করল রওনাক।

পুলিশ, অজীব রওনাক সিংকে কজ্জা করতে না পেরে বলল, আ রহা কাঁহাসে?

ডান কানটা ডান হাতে দুবার নেড়ে রওনাক সিং বলল, বেহেস্ত সে। কিঁউ? আপকি কোঈ তকলিফ হ্যায় ক্যা? যানা হ্যায় উঁহা?

www.MurchOna.com

চলো, তুমকো বন্ধ করে গা থানেমে।

পুলিশ বলল, রেগে গিয়ে।

এই শিবঠাকুরের আপন দেশে রামগড়ুরের সরকারি ছানাদের পক্ষে কোনও অপকর্মই করা অসম্ভব নয় বলেই চারণ তাড়াতাড়ি বলল, আমরা আসছি ল্যান্সডাউন থেকে, যাব শ্রীনগর হয়ে রুদ্রপ্রয়াগ। শ্রীনগরে কি এখনও খুব টেনশান আছে ?

টিশান ? টিশান তো নেহি হ্যায় কোঈ শ্রীনগরমে। রেলস্টেশন তো আপকি মিলোগি নিজামাবাদ নেহি ত হারদ্বোয়ার যা কর ! শ্রীনগর সে বাঁয়া ঘুম কর, হৃষীকেশ পৌঁছনেকো বাদ দেরাদুন ভি চল দেনে শকতা হ্যায়। হুঁয়াভি টিশান হ্যায়।

টেনশনকে যে টিশান বলে জানে তার সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে চারণ ডানহাতটি তুলে বলল, সুক্রিয়া।

উত্তরপ্রদেশের সমতলবাসী গুঁফো পুলিশ বলল উষ্মার সঙ্গে, আপকি ড্রাইভার সাহাবকি জারা শুধারিয়ে, নেহি তো...

রওনাক তার কানসর্বস্ব সুন্দর মুখটি জানালার মধ্যে দিয়ে গলিয়ে দিয়ে বলল, আররে পুলিশ কি বাচ্চে, তু খুদকো শুধার। ভারী আয়া মাস্টার মেরা ! হাঃ !

চারণ রওনাককে ভর্ৎসনা করে বলল, ক্যা হো রহা হ্যায় রওনাক ? বাঁতে মত বনাকে, আভি উতরো ধীরে ধীরে পাহাড়কে নীচে। ইয়ে ক্যা মজাককি ওয়াক্ত হ্যায় ?

বাঁদিকে বরফ ঢাকা শৃঙ্গগুলো সকালের রোদ পড়ে ঝলমল করছিল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই রওনাক সিং-এর গাড়ি সেই স্বর্গ থেকে ঝুপ করে নীচে নেমে ডানে একটা বাঁক নেওয়া মাত্রই সেই "ইলাস্বর্গ" মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। চারণ ভাবছিল এ জীবনে স্বর্গমাত্রই বোধহয় এমনই মিলোয়।

চন্দ্রবদনী হেসে বলল, 'টিশান' আর 'টেনশন'-এ গোল বাঁধিয়ে ট্রাফিক পুলিশটি খুব একটা ভুল করেনি, কারণ প্রতিটি স্টেশনেরই মতো প্রতিটি টেনশানও তো মানুষকে বহুদিকে চারিয়েই দেয়। প্রতিটি টেনশানই এক একটি স্টেশন বইকী !

তা ঠিক ! চারণ বলল।

উত্তরটা কিন্তু দিলেন না আপনি আমার কথার।

কোন কথার ?

চন্দ্রবদনীতে গেছেন কি না ?

না। যাইনি।

বলল, চারণ।

তারপর নিরুচ্চারে বলল, তাছাড়া, চন্দ্রবদনীতে যাওয়া কি সোজা কথা ? কী করে যেতে হয় তাও ত জানি না ছাই। যাওয়া কি আদৌ যাবে ? যে-কোনও তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গকে দূর থেকে দেখেই তার মনে হয় একেকটি মৌন তাপস-তাপসীই যেন তাঁরা। কত হাজার হাজার বছর ধরে কত কথা, কত জ্ঞান, কত স্মৃতি বুকে করে নিথর নির্বাক হয়ে রয়েছেন তাঁরা একেকজন। তাঁদের মাথায় চড়তে চাওয়াটা শুধু আস্পর্ধার ব্যাপারই না, কুরুচিকরও হয়তো বা। তবে তীর্থযাত্রীরা তো কোনও শৃঙ্গেরই মাথায় চড়তে যান না। তাঁরা শৃঙ্গের পাদদেশের কোনও না কোনও মন্দিরেই যান। তাঁরা যখন মন্দিরের মধ্যের অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে প্রদীপ-জ্বলা ফুল-গন্ধী, ধূপ-গন্ধী ঘরে তাঁদের আরাধ্য দেবতাকে খোঁজেন তখন আসল দেবতা গিরিশৃঙ্গর উপর থেকে অথবা নীলাকাশের নীলিমাতে লীন হয়ে থেকে পুণ্যার্থীদের দিকে তাকিয়ে নীরবে হাসেন। আশীর্বাদও হয়তো করেন।

যদি যেতে চান তো পথ বলে দিতে পারি। চন্দ্রবদনী বলল।

কীভাবে যেতে হয় ?

দেবপ্রয়াগে তো আপনি ছিলেনই। সেখান থেকেই যেতে হয়।

তাই ? আশ্চর্য ! পাটন তো একবারও বলল না কিছু। দেবদেবীতে কোনও ভক্তিশ্রদ্ধাই নেই

www.MurchOna.com

ওর। শুধু রক্তমাংসর চন্দ্রবদনীর কথাই সে জানিয়েছিল আমাকে।

পাটিন তো পুণ্য বা ভক্তি অর্জন করতে দেবপ্রয়াগে ছিল না।

তো কি করতে ?

তা ওই জানে। অদ্ভুত এক ছেলে সে। নইলে চুকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় !

বলুন না কী করে যেতে হয় ?

দেবপ্রয়াগ থেকেই চন্দ্রবদনীর বাস ছাড়ে।

তাই ?

হ্যাঁ।

বাসে যেতে হয় কুড়ি কিমি মতো। তারপর আরও সাত-আট কিমি যেতে হয় হেঁটে। অথবা জিপেও। সিজন এর সময়ে জিপ পাওয়া যায় বাসস্ট্যান্ডে।

শেষ দেড় কিমি পথ যেতে হয় পায়ে হেঁটেই। তবে বাস তো নিয়মিত বা সময়মতন যায়, এমন নয়। দেবপ্রয়াগ থেকেই জিপ ভাড়া করে যাওয়াটাই ভাল।

কোন দিকে যেতে হয় ?

ভাগীরথীর উপরে যে ব্রিজ আছে দেবপ্রয়াগে, তা পেরিয়ে কিছুটা শ্রীনগরের দিকে গিয়ে বাঁদিকে পথ উঠে গেছে খাড়া পাহাড়ে। মহড় নামের একটা ছোট গ্রাম ও হিন্দোলখাল নামের একটি বড় গ্রাম পেরিয়ে গিয়ে যে গ্রামে পৌঁছতে হয় সেই গ্রামটির নামও চন্দ্রবদনী।

বলেন কি ? চন্দ্রবদনী নামের গ্রামও আছে ? বাঃ। মনটা ভাল হয়ে গেল।

কেন ? মন ভাল হল কেন ?

আপনাকে তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গর সঙ্গে এতদিন একাত্ম করে রেখেছিলাম। ওইসব গিরিশৃঙ্গে আমার মতন পঙ্গুর তো কোনওদিনও ওঠা হত না। এখন গ্রামও আছে ওই নামে শুনে, চেষ্টা করতে হবে আপনার কাছে পৌঁছনোর। পৌঁছলেও হয়তো পৌঁছনো যেতে পারে।

ওই গ্রাম থেকেই উপরে হেঁটে উঠতে হয়। মানে, মন্দিরে।

কোন দেবীর মূর্তি আছে চন্দ্রবদনীর মন্দিরে ?

কেন ? দুর্গার। চন্দ্রবদনী আর দুর্গা তো একই।

তাই বলুন। এতদিনে আপনার মাহাত্ম্যটা বোঝা গেল।

দেবদেবীকে মানুন আর নাই মানুন, ঠাট্টা করতে নেই কখনও।

তাই ?

হ্যাঁ। তবে সিংহবাহিনী দুর্গা ছাড়াও আরও দেব-দেবীর মূর্তি আছে মন্দিরের গায়ের নানা অলিন্দে।

কার কার ?

গণেশ, হনুমান, হরপার্বতী এবং কালীর মূর্তি আছে। আসল আরাধ্য স্থানে কোনও মূর্তি নেই। সেখানে পৌঁছতে হয় একটি অপরিসর দরজা দিয়ে গিয়ে। সেখানেই মায়ের শিলাপিঠ আছে। অনেকে বলেন, চন্দ্রবদনী বাহান্ন পীঠের এক পীঠ। সতীর শরীরের গোপনাঙ্গর অংশ নাকি পড়েছিল এখানে, কামাখ্যারই মতন।

তাই ?

কুঞ্জাপুরী কুঁয়ারসিংহী বলছিলেন যে স্তন পড়েছিল।

হতেও পারে।

শুনেছি। আমার মায়ের খুব প্রিয় জায়গা ছিল এই চন্দ্রবদনী। প্রতি বছরেই আসতেন একাধিকবার বিয়ের পর থেকেই। এই নামটিও মায়ের খুব পছন্দ ছিল। তাই কনসিভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক করেন যে, মেয়ে হলে তার নাম রাখবেন চন্দ্রবদনী।

নামটা আমারও খুব পছন্দ।

চারণ বলল।

www.MurchOna.com

আর নামের মালিককে ?

সেটা এখন নাই বা বললাম ।

চন্দ্রবদনী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কে ?

শুনেছি, কুঞ্জাপুরীর মন্দিরেরই মতন তেহরির রাজারাই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করছিলেন । আগে এখানে নরবলিও হত নাকি । তবে এ বছরও গিয়ে দেখেছি, কুঞ্জাপুরীরই মতন সংস্কারের নামে মোজাক মার্বেল লাগিয়ে শ্রীবিঘ্নিত করার ষড়যন্ত্র করেছেন পুরোহিতেরা ।

এই আমাদের এক দোষ । কী বনবাংলো, কী মন্দির, প্রকৃতির মধ্যে যা কিছুই ছিল না বা করা হয়েছিল অনেকদিন আগে, তার সংস্কারের নামে এমন কুরুচিকর সব সংযোজন হয় যা প্রকৃতির সঙ্গে এবং মূল স্থাপত্যর সঙ্গে একেবারেই বেমানান । প্রাচীনত্ব আর আভিজাত্য যে সমার্থক সে কথা বুঝতে বুঝতেই আমাদের জীবন শেষ হয়ে যায় ।

ঠিক তাই ।

বলল চন্দ্রবদনী ।

পাহাড় থেকে নামার সময়ে পায়ে হেঁটে নামলে কষ্ট হয় হয়তো ওঠার চেয়েও বেশি । কিন্তু গাড়িতে নামলে তরতর করে নামা যায় । কষ্ট তো হয়ই না । সময়ও কম লাগে ।

রওনাক সিং-এর পক্ষিরাজ শ্রীনগরের উপত্যকার দিকে গড়িয়ে চলল প্রতি বাঁকেই হর্ন দিতে দিতে । গড়িয়ে চলল মানে, গিয়ার নিউট্রাল করে নয়, গাড়ি গিয়ারে দিয়েই । নামার সময়ে যে সব নভিস পেট্রল বাঁচাবার জন্য গাড়ি নিউট্রালে ফেলে নামেন তাঁদের পেট্রল হয়তো বাঁচে কিন্তু প্রাণ সম্ভবত বাঁচে না ।

দেখতে দেখতে অনেকই নীচে নেমে এল ওরা । তারপর চীর আর পাইনের গন্ধমাখা আলোছায়ার সুগন্ধি পথ পেছনে ফেলে রেখে এসে পড়ল শ্রীনগরের উপত্যকাতে । এখানে অলকানন্দার দৃশার কোনও তুলনা নেই । গেরুয়া, পাটকিলে, কমলা এবং সাদা-রঙা বালি, নানা প্যাস্টেল শেডস এর নুড়ি, আর নীল সবুজ এবং সাদা জল । নদীর উপরে পর্বতরাজির গায়ে সবুজ ফ্রেমে বাঁধানো ঘন নীল আকাশ ।

হঠাৎই নদীর দিকে তাকিয়েই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল চন্দ্রবদনী । এক মুহূর্তের জন্য । তারপরই সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে গাড়ির ভিতরে করল । গাড়িটা শ্রীনগরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাতে ঢুকতেই চন্দ্রবদনী রওনাককে বলল, গাড়ি জারা রুকিয়ে তো ।

গাড়ি দাঁড়ালে, অলম্ব পথের বাঁদিকে একটি প্রাচীন গাছের নীচের সামোসা-জিলিপির দোকানের সামনের বেঞ্চে বসে-থাকা এক যুবককে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকল ।

যুবক সম্ভবত দোকানের মালিক ।

গরম হবে কি ?

স্বগতোক্তি করল, চারণ ।

কী ?

চন্দ্রবদনী জিজ্ঞেস করল ।

ওই সামোসা আর জিলিবি ?

ইতিমধ্যে হাতছানি দিয়ে ডাকা সেই গাড়োয়ালি ছেলেটি এসে গাড়ির জানলাতে দাঁড়াল ।

চন্দ্রবদনী যুবককে কিছু বলল, গাড়োয়ালিতে ।

চন্দ্রবদনী ইশারাতে তাকে গাড়ির সামনের সিটে উঠে বসতে বলল । সপ্রতিভ যুবকটি গাড়ির সামনের দরজা খুলে উঠে বসল সঙ্গে সঙ্গে । তার মাথায় গাড়োয়ালি টুপি । মুখে বুদ্ধির প্রসাধন । পরনে, ফেডেড জিনস ।

রওনাক, গাড়ি স্টার্ট করে একটু এগোতেই যুবক বাঁ হাত জানালা দিয়ে বের করে রওনাককে লক্ষ করে বলল, বাঁয়া ! বাঁয়া ! লেফট ।

রওনাক গাড়ির স্টিয়ারিং বাঁয়ে ঘোরাল । ছেলেটাকে গাড়োয়ালিতে যা বলল চন্দ্রবদনী তার মধ্যে

www.MurchOna.com

চুকার শব্দটি ছিল। সেই নামটি কানে যাওয়া মাত্রই চারণের মনে এক ভয়মিশ্রিত কৌতূহল জাগল।

ছেলেটির নির্দেশে রওনাক, গাড়িটি অলকানন্দার ধারের একটি জায়গাতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল। তারপর ছেলেটিরই নির্দেশে এঞ্জিন বন্ধ করল। গাড়ি থামলে, ছেলেটি দরজা খুলে নামল। বাঁদিকে বসেছিল চন্দ্রবদনী। বাঁদিকের দরজা খুলে চন্দ্রবদনীকে নামতে সাহায্য করল সেই যুবক। ভারী ভদ্র ও শিক্ষিত ছেলে। তার মুখশ্রী এবং ব্যবহারই বলে দেয়।

চারণ, তার কি করা উচিত তা বুঝতে না পেরে ডানদিকের দরজা খুলে গাড়ি থেকে নামল। নদীর জলের পাশে কতগুলো ল্যানটানা ঝোপ। তার পাশে একসার ঘন সবুজ পাতায়-মোড়া গাছ। দার্জিলিং-হিমালয়ে যে গাছকে বলে ধূপী। এই অঞ্চলে এদের কি নাম কে জানে। তাছাড়া, সে গাছ কি এই অল্প উচ্চতাতে হয় ? ভাবছিল চারণ।

চন্দ্রবদনী সেই ছেলেটার সঙ্গে নীচে নেমে জলের দিকে এগিয়ে চলল বাধো-বাধো পায়ে।

রওনাক সিং গাড়িতে বসেই কান টানাটানি করছিল। স্টিয়ারিং ছাড়লেই ওর হোল-টাইম অকুপেশান হয় কান। স্টিয়ারিং বাঁহাতে ধরেও অনেক সময় ডানহাতে টানাটানি করে। চারণের কান দেখেই মনে হচ্ছে এটা ওর কোনও অসুখ নয়। হয় মুদ্রাদোষ, নয় অবসেশান। ওই এক নিরন্তর খেলায় পেয়েছে যেন তাকে। কোনও মধ্যান্তর পর্যন্ত নেই। কিন্তু চন্দ্রবদনীর হাবভাব দেখে সেই কানধারীও দরজা খুলে নেমে পড়ে চারণের পাশে পাশে চলতে লাগল।

ছেলেটা চন্দ্রবদনীকে একেবারে জলের পাশে নিয়ে গেল। গিয়ে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ওই যে ! ওইখানে !

নদী সেখানে একটি বাঁক নেবার আগে থমকে গিয়ে একটি উপলবিছানো ব্যাকওয়াটারের সৃষ্টি করেছে। বড় বড় প্রস্তরখণ্ডে জায়গাটা আকীর্ণ। সেই পাথরের উপরে কোথাও কোথাও রক্তের দাগ লেগে আছে। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। আঙুল দিয়ে দেখাল ছেলেটি। আর তা দেখামাত্রই চন্দ্রবদনী একটি পাথরের উপরে বসে পড়ে মুখ নিচু করে দুহাতে মুখ ঢাকল। ঢেকেই, হঠাৎই অসংযতভাবে ডুকরে কেঁদে উঠল। কিন্তু চাপা কান্না। এবং ক্ষণিকের জন্য। তার বুক যে ভেঙে যাচ্ছিল তা ওরা তিনজনেই বুঝতে পারছিল। কিন্তু অনাত্মীয় যুবতীর গায়ে হাত দিয়ে, তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, কোলে বসিয়ে সান্ত্বনা দেবার যে কোনওই উপায় নেই অনাত্মীয় পুরুষের। অথচ চারণের খুবই ইচ্ছে করছিল যে, চন্দ্রবদনীকে বুকের মধ্যে নিয়ে তার সব শোককে মুছে দেয়, শুষে নেয়।

ভালবাসার জনের দুঃখে, যে, ভালবাসে, তার বুক তো ভেঙে যায়ই ! ভালবাসার জনকে কাঁদতে দেখে কত মানুষে যে অন্যকে খুন করে, দুর্বল একা হাতে সবলের সঙ্গে লড়তে গিয়ে প্রাণ হারায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই ক্ষণিক দৃশ্য যে কত মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষরা যুদ্ধের কারণ হয়েছে তা কজনে জানে ?

কিন্তু চন্দ্রবদনী ?...ও কি জানত ?...

রওনাক সিংও অবাক হয়ে চারণের দিকে চাইল। চারণও অবাক হয়ে তাকাতে লাগল একবার রওনাক-এর মুখের দিকে আর একবার চন্দ্রবদনীর মুখের দিকে।

একটা মাছরাঙা নীল-হলুদ পাখি অনেক দূরের ওপার থেকে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে উড়ে এল ওদের দিকে। তার ডানা দুটো এতই জোরে সে নাড়ছিল, মনে হচ্ছিল যে, কোনও একটি গোলাকার রঙিন উড়ন্ত জিনিস ধেয়ে আসছে ওদের দিকে। পাখিটা চন্দ্রবদনীর থেকে হাত পাঁচেক দূরে থাকতে থাকতেই হঠাৎই দিক পরিবর্তন করে রুদ্রপ্রয়াগের দিকে মুখ ঘুরোল।

রওনাক সেই গাড়োয়ালি ছেলেটিকে অনেকটা দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে, তাকে ফিসফিস করে জিজ্যেস করল, কী ব্যাপার ?

চারণও পায়ে পায়ে এগিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছল।

ছেলেটা হিন্দিতে বলল, এইখানেই চুকার শর্মা আর সতীশ সিং-এর ডেডবডি ভেসে এসে আটকেছিল। ছেলেরা যখন বডি তোলে তখন তাদের শরীরের বিভিন্ন ক্ষতস্থানে রক্তস্রোত আর

www.MurchOna.com

ছিল না বটে, ধুয়ে গিয়েছিল সারা রাত হিম-নদীতে পড়ে থেকে। কিন্তু মুখ দিয়ে ঝলক ঝলক রক্ত বেরিয়েছিল। বডি নাড়াচাড়া হতেই।

ডেডবডি এখন কোথায় ?

পোস্ট-মর্টেম হওয়ার জন্য লাশকাটা ঘরে গেছিল।

মারা তো গেছে পরশুদিন।

রওনাক বলল।

তাতে কি ? অজীব দেশে অজীব নিয়ম। এই দেশের নাম ভারত। এই দেশ আমাদের গর্ব যেমন, তেমন লজ্জাও।

তারপর বলল, ছেলেরা মৃতদেহ শোভাযাত্রা করে শহর প্রদক্ষিণ করিয়ে নিয়ে এসে নদীপারে দাহ করতে চেয়েছিল কিন্তু পুলিশ অনুমতি দেয়নি। পুলিশ বলেছিল, আত্মীয়রা এলে, বডি আইডেনটিফাই করলে, তারপরই পুলিশের হেপাজতে নদীপারে দাহ হবে।

তারপর ?

আত্মীয়রাও থাকেন একজনের রুদ্রপ্রয়াগে আর অন্য জনের চামৌলিতে। তাঁরা নাকি পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছেন যে ওই বীভৎস ফোলা-গলা মৃতদেহ তাঁরা দেখতে চান না। তাছাড়া, ওরা দুজন ওদের পরিবারের বা আত্মীয়দের যতখানি তার চেয়ে অনেকই বেশি ওই ছেলেদের, যারা উত্তরাখণ্ড-এর জন্য আন্দোলন করছে। যাদের কারণে, যাদের দাবিতে ভর করে ওরা প্রাণ দিয়েছে। ওরাই ওদের আসল আত্মীয়। রক্তের আত্মীয়তার দাবি ওরা তুলে নিয়েছেন।

আপনাকে এসব কে বলল ?

চন্দ্রবদনী জিজ্যেস করল।

ওই চায়ের দোকানটিতে ছেলে-ছোকরাদের আড্ডা। ওইখানেই বিপ্লবের বীজ বোনা হয়, ওইখান থেকেই ফসল তোলা হয়। আমি দোকানে বসে বসেই সব শুনেছি।

আপনি কি দোকানের মালিক ?

না আমি আমার মালিক।

ডেডবডি তাহলে এখন কোথায় ?

কাল রাতে দাহ হয়েছে অলকানন্দার পারে।

কী লোক ! কী লোক ! সারা শহর ভেঙে পড়েছিল। এমনিতে তো "বনধ" ছিলই। শোভাযাত্রা করতে দেয়নি বটে পুলিশ কিন্তু শোভাযাত্রার বাবা হয়েছিল ওই অন্ত্যেষ্টি।

আত্মীয়দের আইডেন্টিফিকেশন ছাড়া অন্ত্যেষ্টি হল কি করে ?

তাদের কাছ থেকে পুলিশ চিঠি নিয়ে এসেছিল। দুজনের আত্মীয়দেরই কাছ থেকে। রুদ্রপ্রয়াগ এবং চামৌলি থেকে।

সিচুয়েশন খুব টেন্স হয়ে গেছিল ?

হয়নি ? পুলিশ চৌকি তো জ্বালিয়েই দিয়েছিল ছেলেরা।

তারপর ?

তারপর মিলিটারি এসেছিল উপর থেকে নেমে। তবে ততক্ষণে ছেলেদের রাগ গাড়োয়ালের প্রশাসনের মাথা এবং স্থানীয় এম এল এ-দের মধ্যস্থতাতে অনেকখানি প্রশমিত হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল যে, এই ত্যাগ বৃথা হবে না। তেমন বড় কিছু পেতে হলে তার দামও বেশি পড়েই। কেন্দ্রীয় সরকার নাকি কথা দিয়েছেন ছাত্র নেতাদের সঙ্গে দেখাও করবেন। এবং আলাদা রাজ্যের দাবি মেনে নেবেন।

ওরা সকলে গিয়ে গাড়িতে বসলে, চন্দ্রবদনী তখন রওনাককে বলল, গাড়ি ঘুমাকে ইনকো পহিলো উতারনা।

যুবকটি গাড়িতে উঠে বসে বলল, আপকি কোই রিস্তা হ্যায় ক্যা ? উনদোনোসে ?

রিস্তাতো হর ইনসানকি সাথ হর ইনসানকি হোতাই হ্যায়। ইনসানিয়াত কি রিস্তা।

www.MurchOna.com

বলেই, চুপ করে গেল চন্দ্রবদনী ।

চুকারকে তো চোখে দেখেনি চারণ কিন্তু তার দিদিকে দেখেছে। বয়সে তরুণী হলেও এক আশ্চর্য সুন্দরী এবং সম্ভ্রান্ত মহিলা, সম্ভ্রান্ততার সংজ্ঞাই যেন !

চুকারদেরই মতন আদর্শবাদী, সৎ, সাহসী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী অনন্য যুবকের প্রয়োজন আজকে আমাদের এই হতভাগী রাজনীতিক নামক একদল ঘৃণ্য দুপেয়ে জানোয়ারদের দ্বারা ধর্ষিত এই সুন্দর দেশে। চুকারদের মতো অনেক তরুণদের দেখেই সম্ভবত আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে একজন সৎ এবং নিজস্বার্থহীন ভারতপ্রেমী জিম করবেট MAN EATING LEOPARD OF RUDRAPRAYAG বইটির শেষ প্যারাগ্রাফে লিখেছিলেন :

"A typical son of Garhwal of that simple and hardy hill-folk; and of that greater India, whose sons only those few who live among them are privileged to know. It is these big-hearted sons of the soil, no matter what their caste or creed, who will one day weld the contending factors into a composite whole, and make India a great nation."

চারণের দুচোখ জ্বালা করে উঠল। সে নিরুচ্চারে বলল, কবে ? কবে সত্যি হবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করবেট সাহেব ? কবে ?

চারণ স্তম্ভিত ছিল। তাই নতুন করে স্তম্ভিত হবার কিছু ছিল না। বুঝল যে, চন্দ্রবদনী চুকারের মৃত্যুর খবর সম্ভবত কাল রাতে বা আজ সকালেই পেয়েছিল। যখন ওকে টুরিস্ট লজ-এর অফিস ঘরের থেকে বেরোতে দেখেছিল সম্ভবত তখনই কেউ ফোনে তাকে খবরটা দিয়েছিল। তার বাবা বা তার দাদু অথবা চুকারদেরই কেউ। পাটনও হতে পারে। আশ্চর্য। এইরকম মানসিকতার কোনও মানুষ বা মানুষীর সংস্পর্শে এর আগে আর কখনওই আসেনি চারণ। ওর মনে পড়ে গেল, কোথায় যেন পড়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ নাকি জোড়াসাঁকোয় এক সাহিত্যসংক্রান্ত ছোট সভা ডেকেছিলেন। কয়েকজন মিলে সেই সভার কাজ করতেন। তাঁর এক কন্যা অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। সেই সভাচলাকালীন একদিন সভার কাজ কিছুদূর এগোনোর পরে সভাস্থ একজন প্রশ্ন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, "আপনার কন্যা আজ কেমন আছে ?"

রবীন্দ্রনাথ নাকি, সভার কাজে নিমগ্ন নিরুত্তাপ গলাতে চোখ না তুলেই বলেছিলেন যে, "সে আজ সকালেই চলে গেল।"

এই ঘটনার কথা পড়ে চারণ স্তম্ভিত হয়েছিল। শোকের কদর্য বিস্তৃত বহিঃপ্রকাশ ও যেমন দেখেছে নগরে-গ্রামে অনেকই মৃত্যুতে তেমনই অনেক ব্রাহ্ম এবং ক্রিশ্চান বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে দেখেছে আশ্চর্য এক সমাহিত ভাব। কিন্তু এও ঠিক যে, প্রক্ষোভের এমন সুন্দর প্রক্ষেপন নিজের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কমই দেখেছে।

চন্দ্রবদনী আজ সাদা সালোয়ার কামিজ পরেছে। গরম সার্জ-এর। সকালে ল্যালডাউন থেকে বেরোবার আগে তেমন করে লক্ষ করেনি চারণ তার পোশাক। গলায় মালা পরেনি আজ, হাতে চুড়িও পরেনি। দুল পরেনি কানে। লিপস্টিকও মাখেনি। কাল মেখেছিল, হালকা। নাও মাখতে পারে। লক্ষ করেনি তেমন করে চারণ। মেয়েদের ঠোঁটের দিকে বেশি মনোযোগের সঙ্গে তাকালে চুমু খেতে ইচ্ছে যায় ঠোঁটে। তাই, তাকায় না। এখন বুঝতে পারছে যে, সকাল থেকেই চন্দ্রবদনী চুকারের জন্যে শোক পালন করছে। সে যাই হোক, চন্দ্রবদনীর পাশে, গাড়ির পেছনের সিট-এ বসে চারণের ভয় ভয় করতে লাগল। চন্দ্রবদনী কি মানবী নয় ? সে কি সত্যিই দেবী টেবী ? নিজের উপরে এরকম সংযমের কোনও উদাহরণ আর তো আগে দেখেনি কখনওই।

মৃত্যুর বিষয়ে, শোকের বিষয়ে কত বড় বড় মানুষের কত কথাই তো পড়েছে চারণ এ পর্যন্ত কিন্তু সেই সব পড়াশোনা কি জীবনে কাজে লাগাতে পেরেছে ?

ইতালিয়ান মনীষী স্পিনোজার লেখাতে পড়েছিল চারণ "The more things the mind knows, the better it understands its own powers and the order of nature. The better it

www.MurchOna.com

understands its own powers, so much the more easily can it direct itself and propose rules to itself. The better, also, it understands the order of nature, The more easily can it restrain itself from what is uscless."

চন্দ্রবদনী হয়তো দার্শনিক স্পিনোজার এই লেখা না পড়েই এক স্থিতিতে এসে পৌঁছেছে সেখানে অনেক সাধু-সন্তও অনেক দিন তপস্যা করে এসে পৌঁছতে পারবেন না।

চন্দ্রবদনী স্বগতোক্তি করল, এসে গেলাম।

উঁ ?

অন্য জগতে চলে-যাওয়া চারণ বলল, সে জগত থেকে রুদ্রপ্রয়াগের পথে ফিরে এসে।

আর মিনিট পনেরো।

ওঃ।

তারপর বলল, আমাকে তাহলে এখান থেকে ফিরে যেতেই বলছেন ?

মাথা নাড়ল চন্দ্রবদনী। ইতিবাচক। যেন অনিচ্ছাতে। তারপরই মুখ ঘুরিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল চারণের দুচোখে। চোখ রাখল টায়ে টায়ে। যেন, একটু চাউনিও উপছে না পড়ে যায় বাইরে।

কোথায় যাবেন ? এখান থেকে ? দেবপ্রয়াগে ? না হৃষীকেশে ?

চন্দ্রবদনী বলল।

ঠিক করিনি।

হরিদ্বারেও যেতে পারেন। দেখেননি তো তেমন করে।

না। থাকিনি একদিনও। দেরাদুন থেকে তো সোজাই এসেছিলাম হৃষীকেশে।

তবে, তাই যান।

বললাম যে, ঠিক করিনি। কলকাতাতেও ফিরে যেতে পারি।

তাই ?

বিষণ্ণ গলাতে বলল, চন্দ্রবদনী।

তারপর বলল, আর আসবেন না এদিকে ?

চন্দ্রবদনীর চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে চারণ বলল, আসব। আপনি যদি আসতে বলেন।

আমি কে ? এখানে ডাকার মতন এত সব বড় বড় অপ্রতিরোধ্য শক্তি আছেন। তাঁরা থাকতে আমি আপনাকে ডাকি এমন সাধ্য কি ?

তবু, ডেকেই দেখবেন।

ডাকলে, শুনতে পাবেন ? নিরুচ্চারের ডাক ?

দেখতে দেখতে গাড়িটা জিম করবেট সাহেবের মানুষখেকো চিতা মারার জায়গাটি ছাড়িয়ে গেল। এবার নীচে নামবে অলকানন্দার উপরের ব্রিজ পেরুবে বলে। একটু পরই পৌঁছে যাবে গাড়ি। বড় রাস্তা থেকে, চন্দ্রবদনীর গ্রামের সরু পাকদণ্ডীর পথ যেখানে উঠে গেছে, সেই পথের মোড়ে নেমে চলে যাবে চন্দ্রবদনী।

কে জানে ! এই যাওয়া কেমন হবে। যাওয়ার কতই না রকম হয় !

অবশেষে রওনাক সিং-এর গাড়িটা এসে অকুস্থলে দাঁড়াল। যা ঘটিতব্য তা ঘটেই। যতই "উইশফুল থিংকিং" করা হোক না কেন !

চন্দ্রবদনী নেমে রওনাকের হাতে একটা কিছু দিল। হাত উপুড় করে দিল, যাতে অন্যে দেখতে না পায়। সব দানই গোপনেই করা উচিত যে, তা চন্দ্রবদনী জানে। জেনে, ভাল লাগল চারণের।

রওনাককে তো দিল গোপনেই, যা দেবার। এখন চারণকে কি দেয়, তা কে বলতে পারে।

চারণও নেমে দাঁড়িয়েছিল। রওনাক সিংও গাড়িটা বাঁদিকে চেপে পার্ক করিয়ে নেমে দাঁড়াল। চন্দ্রবদনী তার ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল হাতের পাতা চিৎ করে। চারণ, পাপড়িমেলা চন্দ্রবদনীর নরম পদ্মফুলের মতন সুগন্ধি হাতে হাত রাখল। অন্য কেউই জানল না, কে দিল, আর কে নিল ? এবং তা কি ?

www.MurchOna.com

আপনার ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখবেন কিন্তু। লিখবেন তো ?

পেছন ফেরার আগে বলল, চন্দ্রবদনী।

ততক্ষণে দু-একজন মানুষ চন্দ্রবদনীর ফিরে আসা লক্ষ করে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সে এখন আর শুধুমাত্র চন্দ্রবদনীই তো নয়! সে যে শহিদ চুকার শর্মরি দিদি। নায়িকা।

চলি!

বলেই, চন্দ্রবদনী জনতার সমবেদনার মতন অস্বস্তিকর অনুভূতির হাত এড়াতে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল। তার মালপত্র সব পড়ে রইল। কেউ না কেউ তুলে বয়ে নিয়ে যে যাবেই সে কথা ও জানে।

চিঠি দেবেন কিন্তু ? কালই দেবেন। বুঝলেন।

আদেশের সুরে বলল ও, কিছুটা উঠে, ঘুরে দাঁড়িয়ে।

চন্দ্রবদনীর মুখ দেখে মনে হল চুকারের চলে-যাওয়ার শোকের উপরে চারণের চলে-যাওয়ার দুঃখেরও একটি পরত লেগেছে তার মুখে। পাছে, সেই দুঃখ প্রকাশ পায়, তাই সে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েই উঠতে লাগল চড়াই। শ্লথ পায়ে।

চারদিকের পাহাড়ে ঘনসবুজ গাছপালাতে প্রস্তরপুঞ্জর নীচে নীচে বসে থাকা ঘন নীল রক-পিজিয়নের পিঠে, অলকানন্দার আশ্চর্য সুন্দর রঙিন জল এবং তার বুকের নুড়িময় তীরভূমিতে সকালের উষ্ণ, উজ্জ্বল রোদ ঝিকমিক করছে। সেই পূর্ণ সকালে একরাশ আলোর মধ্যে দাঁড়িয়েও, হঠাৎই চারণের ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। আক্ষরিকার্থে নয়। এক অন্য ধরনের উষ্ণতার অভাব। প্রত্যেক মানুষ-মানুষীই হয়তো বাঁচে একটু উষ্ণতারই প্রত্যাশায়। "একটু উষ্ণতার জন্যে"র প্রার্থনায়। কোনও মানুষই পর্বত নয়, সমুদ্র নয়, আকাশের মতন বিরাট বিশাল নয়। মানুষ মাত্রই পাখিরই মতন। ছোট্ট পাখি। খুবই সামান্য তার অবয়ব, সামন্যতর তার জীবনের আয়োজন। হয়তো প্রয়োজনও। চারণের মতন প্রত্যেক সাধারণ মানুষেরই প্রার্থনা শুধুমাত্র একটি নীড়েরই। কবোষ্ণ, ছোট্ট, প্রিয়ার প্রিয় শরীরের সুগন্ধে আমোদিত একটি ছোট্ট নীড়ের।

রওনাক হঠাৎ চারণের ভাবনার জাল ছিঁড়ে দিয়ে বলল, চলে অব ? ক্যা সাহাব ?

জি হাঁ। চলো।

বলল, চারণ।

তারপর গাড়ির সামনের দরজা খুলে রওনাক এর পাশে বসল ও। সব মানুষ-মানুষীই অন্য মানুষের শরীরের, হৃদয়ের উত্তাপের কাঙাল। তাই পেছনের সিটের অতখানি জায়গাতে একা বসতে ইচ্ছে করল না।

যানা কাঁহা ?

রওনাক শুধোল।

উত্তারকে তো চলো রওনাক। কাঁহা যানা, উ বাদমে শোচে গা।

গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল রওনাক।

জানলা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখল চারণ। চন্দ্রবদনী সেই বড় চ্যাটালো কালো পাথরটার উপরে, যার উপরে সে শিশুকালে এক পূর্ণিমার রাতে বাঘ দেখেছিল, তার সাদা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে চারণকে। একটি সাদা ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরার ফুলের মতন দেখাচ্ছে চন্দ্রবদনীকে।

চারণও হাত নাড়ল।

রওনাক গাড়িতে গিয়ার দিয়ে ক্লাচ টিপে অপেক্ষা করছিল।

শুধোল, অব চলা যায় ?

হাঁ। হাঁ। জী হাঁ।

বলল, চারণ। সম্ভবত একটু বিরক্তিরই সঙ্গে।

রওনাক বুঝী মানুষ। তাকাল একবার চারণের মুখে। কিছু বলল না।

www.MurchOna.com

গাড়িটা এবারে উঠতে লাগল। কিছুটা উঠে কিছুটা সমান্তরালে গিয়ে আবার নামা শুরু করবে। তারপর অলকানন্দার ব্রিজ পেরিয়ে গাড়িটা আবারও উঠবে। কিছুটা ওঠা, কিছুটা সমান্তরাল পথে যাওয়া তারপরে কিছুটা নামা, আবারও ওঠা। এই পথ, হয়তো যে কোনও পথেরই সঙ্গে, মানুষের জীবনেরও বড়ই মিল। তাই কি শব্দদুটো জমাট বেঁধেছে ?

"জীবন-পথিক" ?

এখন বলার কথা আর কিছুই রইল না। এখন সময়, শুধু ভাববারই। ভাবতে ভাবতে যাবে চারণ।

ভাবতে, ভাবতে, ভাবতে···

ফাঁকা রাস্তায় পড়ার একটু পরেই রওনাক বলল, হামারা আজ হৃষীকেশ লওটানাহি পড়েগা। দুসরা প্যাসেঞ্জারকো লেকর কাল সুব্বে সুব্বে তেহরি যানা হ্যায়। উনলোগ কোম্পানিকো অ্যাডভান্স কর চুকা। ঔর গাড়ি নেহি হ্যায়। তিনঠো গাড়ি ইধার-উধার সওয়ারী লেকর পহিলেই চলা গিয়া।

আচ্ছা ?

চারণ বলল।

গত চব্বিশ ঘণ্টাতে রওনাক সিং যেন ওদের দুজনের পরিবারভুক্তই হয়ে গেল। ওকে ছেড়ে দিতে বিচ্ছেদ-ব্যথা বোধ করবে চারণ। তারপরই ভাবল, ছেড়ে দিতে তো একদিন সকলকেই হয়। অথচ ট্রেনের এক কামরার যাত্রী, প্লেনের পাশের সিটের যাত্রীও একধরনের আত্মীয়ই হয়ে ওঠেন স্বল্পকালের মধ্যেই।

রওনাককে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেই যদি একধরনের কষ্ট বোধ করে চারণ তাহলে চুকারকে চিরদিনের জন্যে ছেড়ে দিতে কত কষ্টই না হচ্ছে এখন দিদি চন্দ্রবদনীর।

আও বেটা আও।

প্রথমে একটু ইতস্তত করছিল চারণ।

তারপর গুহার দিকে এগিয়েই গেল পায়ে পায়ে। একটি পুরনো ছিন্ন বাঘের চামড়ার ওপরে যোগাসনে বসে ছিলেন এক সাধু। সাধুর চোখের দৃষ্টি অসাধারণ তীক্ষ্ণ। শাঁখামুটি সাপের দৃষ্টির মতন। তবে, তা দেখে ভয় লাগে না, সম্মোহিত হতে হয়।

দেবী চন্দ্রবদনীর মন্দিরের সিঁড়ির কাছ অবধি গিয়ে নেমে আসছিল চারণ। কোনও মন্দিরের ভিতরেই তো সে কখনওই প্রবেশ করেনি আজ অবধি। কিন্তু কে জানে কেন, চন্দ্রবদনীর মন্দিরের মধ্যে ঢুকতে খুব ইচ্ছা করছিল ওর। ওর মনে, মানুষী চন্দ্রবদনীর শরীরের মন্দিরে প্রবেশ করার যে এক গোপন ইচ্ছা অনবধানে জেগে ছিল তা যেন হঠাৎই প্রথম বৃষ্টি পাওয়া শুকনো, মরা ডালে ডালে কিশলয়ের নবাঙ্কুরের মতন উদ্ভাসিত হল। লজ্জা পেল চারণ।

ও যখন মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, মন্দিরের দিকে পেছন ফিরে ভাবছিল মন্দিরে ঢোকার মতন প্রাকৃত ও পৌত্তলিক ও হবে কি হবে না, ঠিক সেই সময়েই দূর থেকে সেই সাধু তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। তার পর মুহূর্তেই সে পায়ে পায়ে যেন কোনও অমোঘ সম্মোহনে সম্মোহিত হয়ে সেদিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

তখন ভর দুপুর। মাথার উপরে ঝুঁকে-পড়া নগাধিরাজ নীচের ছায়া নিয়ে দাবা খেলছেন। কিন্তু সাধুর প্রস্তরাশ্রয়ে শুধুই ছায়া, শীত, প্রায়ান্ধকার। কাছে আসার পরেই বুঝেছিল সে, সেটা গুহা ঠিক নয়, ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভীমবৈঠকার মতন রক-শেলটার। তবে বেশ গভীর।

www.MurchOna.com

কাছে পৌঁছলে, সাধু তাকে বসতে বললেন।

খিদে পেয়েছিল বেশ চারণের। রওনাক-এরও নিশ্চয়ই পেয়েছিল। কিন্তু রওনাক তো নীচেই আছে। উপর অবধি চারণের সঙ্গে উঠে আসেনি। দেব-দেবী দর্শনের পুণ্য সম্ভবত রওনাকের রাখার জায়গা নেই। গাড়ির পেছনের সিটে বসে সামনের সিট-এর পিঠ রাখার জায়গাতে পা দুটি তুলে দিয়ে সে আবারও তার কানের পরিচর্যাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রওনাক-এর মতন এমন উদ্ভট অথচ লাভেবল, ইন্টারেস্টিং মানুষ খুব বেশি দেখেনি এযাবৎ।

সাধু বললেন, ম্যায়নে বোলায়া ঔর তুরন্ত আ পড়া। মগর দেবীজীনে বোলায়াত গ্যায়া কাহে নেহি ?

শোচতা থা।

তুমহারা পরিসানি ক্যা হ্যায় বেটা ? তুমহারা দিল কিস লিয়ে দুখী হ্যায় ?

চারণ মনে মনে বলল, ভেবেছ আমাকে মুরগী বানাবে ? আমি অত বোকা নই। গত দুমাসে কত সাধুসন্ন্যাসী পার হয়ে এলাম। অত সোজা নাকি ?

সাধু যেন তার মনের কথা বুঝে গিয়ে বললেন, কাম আহসানহি হ্যায়।

কওনসি কাম ?

নিজেই নিজের হিন্দি উচ্চারণে তাজ্জব বনে গেল চারণ। গত দুমাসে তার নানাবিধ উন্নতির মধ্যে উত্তর ভারতের হিন্দির (দূরদর্শনের আজগুবি হিন্দি নয় !) উচ্চারণের উন্নতিও একটি।

চারণ আবারও বলল, কওনসি কাম ?

তুমকো মোরগা বানানা। মগর ম্যায়…

মাফ কর দিজিয়ে সাধুজি। মুঝে মাফ কর দিজিয়ে।

জবানসে কহ রহা হ্যায় 'সাধুজি' ঔর দিলমে শোচ রহা হ্যায় ম্যায় তুমকো ধোকা দেগা। তুমলোগ ভারী ভারী শহরকে পঁড়ে লিখে আদমীওঁনে অ্যায়সাহি হোতা হ্যায়। আপনা দোনো হাত পহিলে সাফতো করো তবহি না ইনসাফ মাঙ্গোগে বেটা ? ক্যা হামসে, ঔর ক্যা ভগয়ানসে।

চারণ, লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল।

সাধু বললে, আজ তুম চলে যাও। তুমহারা লিয়ে কোঈ ইন্তেজার করতা হোগা নিচুমে। দিল কিয়া, তো কাল ফিন আয়া করো। মগর ইসটাইমমে নেহি। ইসবখত বড়ি ভিড়ভাড় রহত্যা হ্যায়। তুম সামকি পহিলে আ যাও বেটা। রাত হিঁয়াই বিতানা। তুমহারা দিলমে যো আঁধি চল রহি হ্যায়…

না, না, আন্ধি-টান্ধি কিছু নয়।

চারণ প্রতিবাদ করে বলল।

উঠবে। আন্ধি উঠবেই। এখন শুধু মেঘ করছে। সবে। ঝড় উঠবে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, মারা গেছে যে, সে তোমার কে ? আর মেয়েটিই বা কে ?

কোন মেয়েটি ?

যার কথা ভাবতে ভাবতে তুমি উপরে উঠে এলে। তুমি তো চন্দ্রবদনীজির কথা ভাবতে ভাবতে আসোনি। এসেছিলে কি ?

চারণ, বলবে না ঠিক করেও বলে ফেলল, যার কথা ভাবছিলাম তার নামও চন্দ্রবদনীই।

সাচ ? বড়ি তাজ্জব কি বাত। কওন জানে, উনোনেভি কোঈ দেবীই হোগী।

মানুষী কি করে দেবী হবে ?

চারণ অবিশ্বাসের গলাতে বলল।

হবে না কেন ? মানুষের চেহারাতে কি দেব-দেবীরা নেই ? অবশ্যই আছেন। তুমি শহরে তেমন করে খোঁজোনি তাই তো এতদূরে দেব-দেবী খুঁজতে আসতে হল।

আর আপনি ? তাহলে আপনিই বা এখানেই মৌরসী পাট্টা গেড়ে নিয়ে বসে আছেন কেন ? দেবদেবীর দর্শনের আকাঙ্ক্ষাতেই তো !

www.MurchOna.com

নেহি। উসলিয়ে ম্যায় হিঁয়া পর নেহি আয়ে থে।

তো কিসলিয়ে আয়েঁথে ?

উও এক লম্বি কাঁহানী। কিন্তু পূর্বাশ্রমের কথা তো আমি বলব না। আমার সম্বন্ধে বেশি উৎসুক হয়ো না তুমি। নিজের মনকে স্পষ্টভাবে জানো। মনকে জানতেই তো তোমার এখানে আসা। না, কি ?

চারণের মনে হল, এই সন্ন্যাসী অন্য দশজনের মতন নন। একেবারেই তাঁর নিজের মতন। তবে ইনি কথা বড় বেশি বলেন। ভাব দেখে মনে হয়, এই সাধু কোনও বাঙালিই হবেন। বাঙালি ছাড়া আর কোনও ভারতীয় নিজের গলার স্বরকে এত ভালবাসে না।

হঠাৎই সন্ন্যাসী চারণকে রীতিমতো ধমক দিয়ে বললেন, এখন যাও। ক্ষিদে পেয়েছে খুব। মুখ দেখেই মনে হচ্ছে।

আপনি বাঙালি ?

হ্যাঁ।

চারণ চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই সাধু বললেন, যাওয়া নেই, এসো।

দেবপ্রয়াগে পৌঁছে চন্দ্রবদনীর এই মন্দিরে বোধহয় না উঠে এলেই ভাল করত। ভাবল, চারণ। এই সাধু কে ? তা কে জানে ! সাধু যিনিই হন না কেন তিনি হয়তো অসাধু নন। চারণের যে কালকে এখানে ফিরে আসতেই হবে সে কথাও ও বেশ বুঝতে পারল। এই রহস্যময়তার শেষ দেখে যেতে চায় ও। তাছাড়া চন্দ্রবদনীর মন্দিরের সঙ্গে মানুষী চন্দ্রবদনী এমন করে জড়িয়ে গেছে যে, এই দুই যেন অবিচ্ছেদ্যই হয়ে গেছে। সেই কারণেই এই মন্দিরকে অন্য যে-কোনও মন্দির বলে আর ভাবতে পারছে না ও কিছুতেই।

ভাবছিল ও, সত্যিই ! এই পথ, আর জীবনের পথ মানুষকে যে কোথায় কোথায় নিয়ে যায়। কখন কোন দিকে মোড় ফেরায় তা যদি আগের মুহূর্তেও জানা যেত, এই লোকটা কি বলতে চায় ? তা জানতে হবে। তেমন হলে, গলা টিপে মেরে রেখে যাবে চারণ এই সাধুকে তার প্রস্তরাশ্রয়ের ভিতরেই কাল রাতে। সাংঘাতিক সব আজেবাজে কথা বলছে লোকটা।

সাধু পেছন থেকে গলা তুলে বললেন, সব পাট চুকিয়ে এসো। লোটা কম্বল সব নিয়েই এসো। থেকে যেও কদিন। দেবী চন্দ্রবদনীর টানও বড় কম টান নয়।

চারণ উত্তর দিল না সে কথার কিন্তু গভীর চিন্তাতে মগ্ন হয়ে পড়ল।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর দেবপ্রয়াগ থেকে বেরিয়ে চন্দ্রবদনীর মন্দিরের পথে গাড়ি যতখানি আসে ততখানি এসে রওনাককে ছুটি করে দিয়েছে। বলেছে, হৃষীকেশে পৌঁছে, প্রয়োজন হলে আবার তাদের কোম্পানিতে যোগাযোগ করবে।

মোটা বকশিস দিয়ে রওনাককে ছুটি করে দেওয়ার সময়ে চারণের বুকের মধ্যে কিছু একটা বিশেষ অনুভূতি যে হয়নি এমন নয়, কিন্তু রওনাককে দেখে একটুও মনে হয়নি যে তার হৃদয়েও চারণের বা চন্দ্রবদনীর কারণে সামান্যতম আলোড়ন ঘটেছে।

রওনাক-এর কাছে ওরা শুধুমাত্র দুজন প্যাসেঞ্জারই হয়তো ছিল। তার ভাড়া গাড়ির দুজন সওয়ারি মাত্র।

যাবার সময়ে রওনাক শুধুমাত্র তার ডান কানই নয় তার দুহাতে দুকান ধরে বলেছিল, কুছ গলতিঁয়া হুয়া হোগাতো মাফ কর দিজিয়ে গা সাব।

কোঈ গঁলতিয়া হুয়া নেহি তুমহারা। মগর হৃষীকেশমে পৌঁছকর তুমহারা কান কি ইলাজতো ঠিকসে করো রওনাক।

রওনাক হেসে বলেছিল, করুঙ্গা।

তারপরই আকর্ণ হাসি হেসে বলেছিল,

"গলতিঁয়া করতা হুঁ জী ভর ইস লিয়ে
বকশীসোঁপর তেরে, মুঝকো নাজ হ্যায়।'

www.MurchOna.com

চারণ হেসে বলেছিল, বহত খুব।

এই দ্বিপদীটি জানত চারণ। মির্জা গালিবের লেখা। মানে হল, সারাজীবনটা ধরে এই জন্যেই তো শুধু ভুলই করে আসছি বারে বার। আমি যে জানি, তোমার ক্ষমা তো আমি পাবোই।

রওনাক গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেছিল, হাত তুলে 'সেলাম সাব' বলে। চারণও পায়ে হেঁটে চন্দ্রবদনীর মন্দিরের দিকে ওঠা শুরু করেছিল।

এখন সন্ধ্যে নেমে গেছে। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ আগেও যে স্থান নানা দর্শনার্থী, ফুলের ও প্যাঁড়ার দোকানি এবং আরও নানারকম মানুষের গলার স্বরে সরগরম ছিল, অনুরণিত ছিল ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনির শব্দে, সেখানে যেন শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এসেছে। মন্দিরের এবং পাহাড়ের ছায়া চাঁদের আলোতে মাখো-মাখো পুরো এলাকাতে কোনও এক রহস্যময় বাতাবরণের সৃষ্টি করেছে। সমস্ত পরিবেশেই কী এক সুগন্ধ মাখামাখি হয়ে আছে। মিশ্র সুগন্ধ। শেষ চৈত্রর বনপথে যেমন থাকে।

সাধুজির প্রস্তরাশ্রয়ের মুখে ততক্ষণে ধুনি জ্বলে উঠেছে। দুর থেকে দেখা যাচ্ছে তা। সেখানে পৌঁছে দেখল, আজ কোথা থেকে যেন একজন চেলা এসে জুটেছে। আগের দিন সন্ন্যাসী একাই ছিলেন। অবশ্য তখন দুপুরবেলা। লোকটার চেহারা-ছবি বিশেষ ভাল নয়। চোখ দুটো জবাফুলের মতন লাল। সেই লালিমার কতটা দিবানিদ্রার কারণে আর কতটা অগ্রিম গঞ্জিকা সেবনের কারণে সেটা বুঝে উঠতে পারল না চারণ। সাধুজি তাঁকে ডাকছিলেন 'তুরতি' নামে। অদ্ভুত নাম। 'তুরতি' কারও নাম যে হতে পারে তা ভাবলেও অবাক লাগে।

সাধুজি মন বুঝে বললেন, ও হল গিয়ে তুরন্তবাবা। তাই শর্ট-এ বলি তুরতি।

তাই ?

ইয়েস।

বলেই, এক হাঁক ছাড়লেন, ব্যোম শংকর।

তুরতিও গলা মেলাল, ব্যোম শংকর।

তারপর চারণের চোখের দিকে চেয়ে তুরতি বলল, চলবে তো ?

কি ?

সিদ্ধি। তা করবেন তো একটু পেসাদ ?

ও আবার কি বলবে র‍্যা ? ও তো আমাদের অতিথি। যে তিথিতে যা দিবি ও তাই খাবে। ও কী শ্বশুরবাড়ি এয়েচে না কি ?

চারণ চুপ করে রইল।

সাধু তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, এই তুরতি। আমার বাঘছালটা ভাল করে ঝেড়ে দে সিদ্ধি বানাবার আগে। শালার ছারপোকার চাষ হয়েছে র‍্যা। ব্যাটা বাঘ বেঁচে থাকলে কী বে-ইজ্জৎটাই না হতো।

তুরতি, তুরন্তই বলল, কী আর এমন হত ! চৌরঙ্গিতে আশু মুকুজ্যের স্ট্যাচুর গোঁফের ওপরে বসে যখন চড়াইপাখি পায়কানা করে তখন বাংলার বাঘের যেমন মনে হয়, ঠিক তেমনই মনে হত আর কী ?

আসলে সব বাঘেরাই জীবদ্দশাতেই ভাল থাকে। মরে গেলে ছুঁচোয় এসে পোঁদে নাতি মেরে যায়।

চারণ ভাবল, ভাল সাধু আর তার সাগরেদ-এর খপ্পরে পড়ল এসে যা হোক !

সাধুর নামটা এখনও জানা হল না। হবে এখন সময় মতন। সাধুর পেছন পেছন হেঁটে মন্দির চত্বর পেরিয়ে পর্বতের উপরের একটি নির্জন জায়গাতে এসে পৌঁছল চারণ। নীচে এক গভীর জঙ্গলে ভরা গিরিখাতের কালো গভীর রেখা দেখা যাচ্ছে। নানারকম রাতচরা পাখি ডাকছে। গাড়োয়ালের রাতের পার্বত্যবনের মিশ্র সুগন্ধ আসছে নাকে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল চারণের।

www.MurchOna.com

খাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সাধু বললেন, যে মারা গেছে সে তোমার কে ?

কে ?

চমকে উঠল চারণ।

বলল, আমার কেউ নয়। আমার কেউ নয়।

তোমার খুব আপনজনের কেউ তাহলে।

তাও নয়।

'না' বললে তো হবে না বাবা।

বলেই বললেন, দেখি তোমার হাতটা দেখি।

অন্ধকারে হাত দেখবেন কি করে ?

হাত দেখব না রে ছাগল।

বলেই, চারণের ডান হাতটি নিজের দুহাতে তুলে নিতে তাঁর দুটি হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষতে লাগলেন জোরে জোরে। মিনিট খানেক ঘষার পরে চারণের ডানহাতখানি নিজের নাকের সামনে তুলে ধরে শুঁকলেন দুতিনবার। তারপর বললেন, যে মারা গেছে সে বৌদ্ধ ছিল। তাই নয় ?

জানি না। তার ঠাকুর্দা বৌদ্ধ। তবে তিব্বতী বৌদ্ধ। যে মারা গেছে, সে কোনও ধর্ম মানত বলে জানি না আমি। কিন্তু আশ্চর্য কথা। আপনি আমার হাত শুঁকেই এতসব বললেন কী করে।

শুধু হাত শুঁকেই কেন ? তোমার মুখ দেখেও বুঝেছিলাম গতকাল।

কী করে ?

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানিস রে তুই শালা ?

ঠিক সেই সময়ে নীচের গিরিখাদ থেকে একটি বড় বাঘের ডাক ভেসে এল। বাঃ বাঃ সে কী ডাক। পর্বত অরণ্য আকাশ সব যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

সাধু, গিরিখাদের অন্ধকারে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বাঘটা আরও কয়েকবার ডাকতে ডাকতে সম্ভবত গিরিখাদের অন্যদিকের পাহাড়ে চড়তে লাগল।

সাধু বললেন দ্যাখ শালা! এই জন্যেই বলেছিলাম। বেঁচে থাকলে বাঘের গায়ে হেটেরোপটেরাদের জ্ঞাতিগুষ্টি সংসার করার মতো আস্পর্ধা দেখাতে পারত ?

হেটেরোপটেরাটা কি জিনিস ?

ছারপোকার বংশের নাম।

বাঃ বাঃ। আপনি কত কিছু জানেন।

হাঃ। অতই যদি জানতাম, তবে তো দিল্লি গিয়ে কিকব্যাকের ব্যবসা ফাঁদতাম রে। আমি কিছুই জানি না। আজকাল যে জ্ঞান ভাঙিয়ে 'টু পাইস' কামানো না যায়, তাকে জ্ঞানই বলে না।

তা ঠিক।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, চারণ।

অ্যাই দ্যাখসো। এ শালা তো ভণ্ড এক নম্বরের। দীর্ঘশ্বাস ফেললি যে বড়।

লজ্জিত হয়ে চারণ বলল, না। পড়ে গেল আর কী।

তারপর বলল, রাতের বেলা চন্দ্রবদনীর মন্দিরের আশেপাশে তো কেউই থাকে না বলতে গেলে। আপনার ভয় লাগে না এমন নির্জনে থাকতে।

লাগে না যে, তা নয়। এখনও পুরো সন্ন্যাসী তো হতে পারিনি। হাফ-গেরস্তদের যেমন শাড়ি খুললেও লজ্জা জেগে থাকে, হাফ সন্নিসীদেরও তেমনই ছয় রিপু ল্যাঙোটের মধ্যের ছারপোকার মতন কুটুস কুটুস করে কামড়ে দেয়। তাই ভয় এখনও পাই। তবে বাঘটা যেমন জেনেছে, আমিও তেমনই জেনেছি, যে অন্যের মনে ভয় জাগিয়ে না রাখতে পারে, ভয়টা এসে তার নিজের বুকেতেই সেঁধোয়। তাই আমি ভয় জাগিয়ে রাখি, অন্যকে ভয় পাওয়াই। এই তুই যেমন ভয় পেয়েছিস।

ভয় ?

আলবাৎ! ভয় নয় তো কি রে শালা! ভয় না পেলে তুই কি আসতিস আমার কাছে ?

Security Page@MurchOna.com

suman_ahm@yaho

www.MurchOna.com

না, না ঠিক ভয় নয়। ভয় পেয়েছিলাম বলে আসিনি কিন্তু।

তবে ?

কৌতূহল হয়েছিল। হয়তো বলতেও পারেন, ভয়-মিশ্রিত কৌতূহল। অথবা হয়তো সম্ভ্রম। বাংলাটা আমি অত ভাল জানি না।

ইংরেজি ভাল জানিস বলে গুমোর আছে বুঝি ?

চারণ লজ্জা পেয়ে বলল, না না, তাও নয়। ভাল করে কিছুই জানি না। আপনাদের প্রজন্মের মানুষ আর আমাদের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এই তফাৎ। আপনারা যেটুকু জানতেন খুবই ভাল করে জানতেন।

আমাদের আগের প্রজন্মের মানুষেরা আমাদের চেয়েও ভাল জানতেন সব কিছু। আমার বাবা যেমন ইংরেজি লিখতেন, আমার ঠাকুমা যেমন বাংলা জানতেন, তেমন ইংরেজি বা বাংলা-নবীশ আজকাল দশ শহর খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

সাধু বললেন।

তা ঠিক।

চল, ফিরি এবারে।

ফিরে চলতে চলতে বললেন, বাঘকে তো এখানে থাকতেই হবে। চন্দ্রবদনীজি তো মা দুর্গারই আর-এক নাম। আর মা দুর্গার বাহন যে বাঘ তা কি তুই জানিস নে ?

আচ্ছা এসব কি সত্যি ?

চারণ জিগ্যেস করল।

তুই তো আচ্ছা রে। যিশুখেষ্ট সত্যি, মহম্মদ সত্যি, মহাবীর সত্যি আর আমাদের মা দুর্গাকে সত্যি বললেই কি তোকে মানুষে অসভ্য বলবে ? বলবে, প্রাকৃত। সবজান্তা নিরীশ্বরবাদীদের ব্যবসাটাই তো এখন রমরমা হয়েছে কি না।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, যত্ত সব বাঁদরামো। তোদের দেশে কি মানুষ নেই র‍্যা আর ? সব বাঞ্চোতই দলে ভিড়ে গেছে। সব বাঞ্চোতই ভিখিরি। ছ্যাঃ ছ্যাঃ। মীর সাহেবের একটা দ্বিপদী পড়েছিলাম। কেবলি সেই কথা মনে হয়। 'হিয়া আদম নেহি হ্যায়, সুরত এ আদম বহুত হ্যায়।'

মানে ?

মানে, এখানে মানুষ নেই। মানুষের চেহারার জীব আছে অনেকই। সত্যি বলতে কি, এই সব জায়গাতেও যে-সব বাঙালি দলে দলে আসেন তাঁদের দেখে আমি যে বাঙালি এ কথা ভেবে বড়ই লজ্জা পাই। অথচ এই জাতের মধ্যেই কত রিয়্যাল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছিল একদিন।

চারণ বলল, হয়তো আজও আছে। আপনি এত দূরে বসে জানতে পান না।

তা যদি হয়, তবে তো খুশিই হব।

সেই প্রস্তরাশ্রয়ে ফিরে যাবার পরে চারণ দেখল আরও দুজন অল্পবয়সী সাধু তুরতির সঙ্গে জুটেছে। সাধুকে দেখে তাঁরা দাঁড়িয়ে উঠলেন।

সাধু বললেন, বৈঠ বৈঠ। লওটা কব ?

আজহি।

ওঁরা সমস্বরে বললেন।

সেই দুই তরুণ সাধুর চোখগুলি উজ্জ্বল। নিষ্পাপ শিশুদের চোখ যেমন হয়। তাকালে মনে হয়, ও চোখগুলি কোনও নীচতা, তঞ্চকতা, অকৃতজ্ঞতা দেখেনি। এখনও শিকার হয়নি বঞ্চনার। তাঁদের চোখের দৃষ্টিতে একটুও আবিলতা নেই।

খানাপিনা কাঁহা কিয়া ? কিয়া না ?

জি হাঁ। জিষ্ণু মহারাজ।

জিষ্ণু নামটি শুনে চমকে উঠল চারণ। কবি বিষ্ণু দের ছেলের নাম জিষ্ণু। চারণ তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে না কিন্তু তার পরিচিত অনেককেই চেনে। জিষ্ণু শব্দের মানে সঠিক জানে না

www.MurchOna.com

চারণ। শিব কি ? ভর্তৃহরি নাকি লিখেছিলেন 'অলিনীং জিষ্ণু কচানাং চয়ঃ'। জিষ্ণু মানে আবার বিষ্ণুও। তা বুঝতে না-পারার মতন মূর্খ চারণ নয়।

জিষ্ণু মহারাজ বললেন, তুরতি সেই গানটা গা তো শুনি।

কোনটা মহারাজ ?

আরে সেই রাম দত্তর গানটা।

ও। কিন্তু সিদ্ধি।

এখনও সরবৎ হয়নি ? করিস কি তুই ? দুধ আর মালাই কি নিজেই সব সাবড়ে দিলি ? থাকগে। শরবৎ হবেখন। আগে গানটা গা।

গানটা ধরে দিল তুরতি হঠাৎ করে, খালি গলায়, এবং গান ধরার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল চারণ।

তুরতি গাইছিল :

"অকারণ মন আশা কোরো না।
অনিত্য সুখেতে মন মজোনো, মজোনা।
যতই করিবে আশা মিটিবে না সে পিপাসা
দুস্তর সে আশা নদী জেনেও কি তা জানো না।'

কার মধ্যে যে কী থাকে। ভাবছিল চারণ। সুরেলা গান, যার সুরজ্ঞান আছে তাকে যেমন করে বিদ্ধ করে তেমন করে সম্ভবত রাইফেলের বুলেটও বিদ্ধ করতে পারে না। এই ভাবগম্ভীর পরিবেশে, এই চন্দ্রালোকিত সুগন্ধি রাতে, চন্দ্রবদনীর মন্দিরের পরিবেশে সেই গান যে কী মহিমার সঙ্গে স্বরাট হয়ে সমস্ত আকাশ বাতাসের অণু-পরমাণু ভরে দিল তার ব্যাখ্যা চারণের কাছে ছিল না কোনও।

তুরতি গাইছিল :

'ভিখারি কামনা করে, হতে চায় লক্ষপতি
লক্ষপতি হলেও হতে চায় কোটিপতি
কোটিপতি হলেও পরে হতে চায় শচীপতি
ইন্দ্রত্ব লভিলেও পুনঃ শিবত্ব করে কামনা।

দীনরাম বলে ওরে, সে নদী অতি ভীষণা
কামাদি কুম্ভীর তাহে ক্ষুধিত আছে ছয়জনা
নামিলে গ্রাসিবে তোরে, যেওনা সেথা যেওনা
হও নিত্যধনে অভিলাষী নিষ্কাম সে বাসনা।
অকারণ মন আশা কোরো না…'

গান শেষ হলে চারণ জিগ্যেস করল, এই রাম দত্ত কে ?

রাম দত্ত কে, তাও জানিস নি ?

না।

রাম দত্ত ছিলেন, পুরনো কাঁকুড়গাছির একজন কুখ্যাত প্রজাপীড়ক জমিদার। রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে এসে ভক্তিমার্গের পথিক হন। শুনলি না ? গানের বাণীর মধ্যেই রয়েছে "'দীনরাম' বলে ওরে" ?

তাই তো ! তা এই সব গান তুরতি শিখল কোথায় ?

আরে ও মাকড়া বউবাজারের ক্ষেমি বাঈজির বাড়িতে বহুবছর ছেল যে !

করত কি ?

ব্যায়লা বাজাত।

তা চলে এল কেন ?

www.MurchOna.com

ক্ষেমির মেয়েকে একদিন বেশি মাল খেয়ে ব্যায়লার মতন বাজাতে গেছিল। না পাইল্যে এলে পরাণটাই যেত। পাইল্যে এইখানে ঠেকেছে এসে। যা কিছু ফুল, পাতা, নিভে-যাওয়া প্রদীপের ভেলা নদী পারে ভেসে আসে, তার সবই কি আর ধোওয়া তুলসী পাতা রে ?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, সে কথা থাকগে। তুরতির দয়ায় বড় ভাল ভাল গান শুনতে পাই।

আবার বললেন, ওরে, শুধু এই অঞ্চলেই কেন, অন্যত্রও যত সাধুসন্নিসী দেখিস তাদের অনেকেরই অতীত খোঁচালে সাপ বেরুবে। তবে অতীতটা অতীতই। তাদের বর্তমানটা কী সেইটিই বিবেচ্য। পূর্বাশ্রম-এর কথা যে তারা কারওকে বলে না, বা আমিও বলি না, তার কারণ হয়তো এই যে, বড়মুখ করে আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই বলার কিছু নেই।

তরুণ সন্ন্যাসীরা, এবং তুরতিও আজ ঘুমিয়ে পড়েছে প্রস্তরাশ্রয়ের মধ্যে, কম্বল গায়ে, গুঁড়িসুঁড়ি মেরে। যদিও রাত বেশি হয়নি। তবে রাত যত বাড়ছে, ঠাণ্ডাও ততই বাড়ছে। বাইরে ধুনিটা জ্বলছে।

গাঁজা খেয়েছে চারণও।

যার নাম চারণ, তার উচিত নয় ভাল মন্দ বা উদাসীন কোনও অভিজ্ঞতা থেকেই নিজেকে বঞ্চিত করা। তাই, জীবনের চলার পথে যে অভিজ্ঞতারই সম্মুখীন সে হয়েছে তাকেই আলিঙ্গন করেছে এ যাবৎ। সেই আবাহন তুলির মতন কোনও নারীর উৎসুক মৃণালভুজই হোক, জয়িতার মতন খেলো আধুনিকতার বঞ্চনার আর স্বার্থপরতার বাঘবন্দি খেলার পাঞ্জাই হোক অথবা চন্দ্রবদনীর মতন আত্মসংযমী সম্ভ্রান্ত নারীর দেওয়া সংযম-বিধুর মধুর সঙ্গই হোক, সবকিছুকেই গ্রহণ করেছে। সমান প্রসন্নতাতে। দীর্ঘ জীবনের যে পথটুকু বাকি আছে, সে পথে কোন অভিজ্ঞতা কখন যে কাজে লাগবে তা আগে থাকতে কে বলতে পারে ! সবই গ্রহণ করেছে বিশেষ কোনও আগ্রহ অথবা অসূয়া ছাড়াই। তাই নির্মোহভাবে তুরতির প্রসারিত হাতের গাঁজার কলকেও গ্রহণ করেছিল চারণ।

যতখানি, মানে যত ছিলিম গাঁজা খেয়েছিল, তাতে তার নেশা হয়েছে কি না তা সে বলতে পারে না। গাঁজার নেশার প্রকৃতি কেমন ? তা এক রাতের অভিজ্ঞতাতেই, বিস্তারিতভাবে অন্যকে তো বটেই, হয়তো নিজেকেও বোঝাতে পারবে না। তবে এটুকু বলতে পারে যে, শরীর মনের আর্দ্রতা যেন অনেকখানি খসে গেছে। বেশ একটা রুখু, চনমনে ভাব। মনোসংযোগ করার ক্ষমতাও যেন বেশ বেড়ে গেছে। কিন্তু মনোসংযোগের কোনও বিশেষ বিষয় না থাকলে মনোসংযোগের ক্ষমতার আধিক্য মনের অধিকারীর পক্ষে আদৌ স্বাস্থ্যকর কি না, তা মনের কারবারীরাই বলতে পারেন শুধু। তবে জিষ্ণু মহারাজের চেহারাটা স্পষ্ট হয়েছে খুব। মুখের হ্রদ এবং পাহাড়-পর্বত। দূরবীণ চোখে লাগিয়ে কিছু দেখলে যেমন দেখায় তেমনই আর কী। সাদা দাড়ি-গোঁফওয়ালা এই শীর্ণ গৌরবর্ণ সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলে তাঁর চোখ দুটি বাঘের চোখেরই মতো জ্বলজ্বল করছে।

চারণের মনে হল একবার, প্রথম রাতে যে বাঘের গর্জন শুনেছিল গভীর জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে, সেই বাঘ এই সন্ন্যাসীরই অন্য সত্তা নয়তো ? দেবী দুর্গারই উপাসক যিনি তাঁর দেবীর বাহন হতেই বা অসুবিধে কিসের ?

বাইরে থমথম করছে নিস্তব্ধতা। ছমছম করছে শিশির ভেজা জ্যোৎস্না। শিশির-ধোওয়া চাঁদের আলো চুঁইয়ে পড়ছে চন্দ্রবদনীর মন্দিরে, মন্দির চত্বরে, জিষ্ণু মহারাজের প্রস্তরাশ্রয়ের সামনে এবং তাঁর মাথার উপরেও। রাত-পাখিরা স্বগতোক্তি করছে মাঝে মাঝে। যামিনীর এই বিশেষ যাম যেন

www.MurchOna.com

বিশেষ কোনও ঘটনার সাক্ষী হবে বলে উন্মুখ হয়ে আছে। যে কোনও মুহূর্তেই সেই ঘটনা ঘটতে পারে।

জিষ্ণু মহারাজ আজও আবার চারণের পাণি প্রার্থনা করলেন। চারণ তাঁর কাছেই, সামনে বসে ডানহাতটা এগিয়ে দিতেই মহারাজ হাতটা টেনে নিয়ে তাঁর দুহাতের গাঁজার কলকে-ধরা রুক্ষ বুড়ো আঙুলে নানাভাবে টেপাটেপি করতে লাগলেন চারণের দুহাতের পাতা। আর কিছুক্ষণ বাদে বাদে শুঁকতে লাগলেন।

সেই আশ্চর্য প্রক্রিয়া শেষ হলে বললেন, তুমহারা ওয়াক্ত আয়া হ্যায়।

কিসের ওয়াক্ত ?

যাত্রা শেষের।

কোন যাত্রার ? আমি তো বিশেষ কোনও গন্তব্য নিয়ে যাত্রা করিনি যে, যাত্রা শেষ হবে গন্তব্যে এসে !

তা নয়। এবারে তোমার মন শান্ত হয়ে যাবে। থিতু হয়ে বসবে তুমি। তুম চাপরাশি বনোগে বেটা।

চাপরাশি হতে যাব কোন দুঃখে। আমি কখনওই কারও চাপরাশি হব না।

হব না বললে তো আর হল না। আমরা প্রত্যেক মানুষই তো চাপরাশিই। কারও না কারও চাপরাশ বহন করতেই আমরা আসি এই পৃথিবীতে।

তাই ?

অবশ্যই।

আমরা না হয় গৃহী মানুষ। কারও না কারও আদেশ বা উদ্দেশ্য আমাদের সিদ্ধ করতে হয়ই। কিন্তু আপনিও কারও চাপরাশি হতে যাবেন কোন দুঃখে ?

চারণ বলল।

জিষ্ণু মহারাজ হাসলেন। দুর্জ্ঞেয় এক হাসি। সেই রহস্যময় গভীর রাতের অমথিত নিস্তব্ধতাতে সেই হাসি পঞ্চমীর চাঁদেরই মতন ঝুলে রইল যেন রহস্যময়তর হয়ে।

মহারাজ বললেন, আমি দেবীর চাপরাশি। চন্দ্রবদনীর চাপরাশি। তুমিও এক মানবীর চাপরাশি হবে।

কোন দুঃখে ?

চাপরাশি হওয়ার মধ্যে তো হীনতা নেই। লজ্জাও নেই কোনও। চাপরাশ শব্দটির মানে যে তুমি জানো না শিক্ষিত হয়েও একথা জেনে খারাপ লাগল আমার বেটা। মীরাবাঈ যখন গেয়ে ওঠেন ম্যায়নে চাকর রাখো, চাকর রাখো, চাকর রাখো জী'। তখন কি আক্ষরিক অর্থে চাকর রাখার কথা বলেন ? চাকরেরও তো কত রকম হয়। আর চাপরাশ-এর তো হয়ই।

চারণ চুপ করে রইল অনেকক্ষণ।

ভাবছিল ও যে, শিশুকাল থেকে "চাপরাশি" শব্দটি শুনে আসছে। তকমা আর লাল ফেট্টি বুকে-কাঁধে ঝোলানো চাপরাশিও দেখেছে অনেক। তাদের বাড়ির উলটোদিকেই মিত্তির সাহেব থাকতেন, হাইকোর্টের জজ। তাঁর বাড়ির ভিতর-বাহির চাপরাশিতে ছয়লাপ ছিল। নিজেও তো নানা ট্রাইবুনালে এবং বিভিন্ন হাইকোর্টে সুপ্রিমকোর্টে চাপরাশি কম দেখেনি এত বছর। অথচ শব্দটির মানে যে কি ? সে সম্বন্ধে তার কোনওই ঔৎসুক্য ছিল না। "চাপরাশ" শব্দটাই তার কাছে অপরিচিত ছিল। চাপরাশ বহন করে বলেই যে তারা চাপরাশি এই সরল সত্যটি কখনও মনে উদয় হয়নি। আশ্চর্য। আর সেই শব্দের মানে জানতে হল এই সুদুর চন্দ্রবদনীর মন্দিরের সন্ন্যাসীর কাছে।

জিষ্ণু মহারাজ প্রকৃতই জিষ্ণু।

ভাবল, চারণ।

হঠাৎই মহারাজ বললেন, তুমি যখন গান গাও···

www.MurchOna.com

চারণ বলল, আমি তো গান জানি না। চানঘরে গান গাই শুধু।

যেমনই গাও, গাও তো বেটা! এখন যা বলি, মনোযোগ দিয়ে শোনো। তুমি যখন গান গাও, তখন সেই সুরের অনুরণন তোমার মধ্যে কি কোনও ভাবের সঞ্চার করে?

চারণ একটু চুপ করে থেকে বলল, করে।

কেমন সেই ভাব?

মনে হয়, কেউ যেন আমার দুকাঁধে হাত ছুঁইয়ে রেখেছেন। কেউ যেন আমার গলায় এসে বাসা বেঁধেছেন। আমি যেন কোনও মানুষকে শোনাবার জন্যে গাইছি না, অথচ অদৃশ্য অনেকেই যেন আমার চারধারে বসে সেই গান শুনছেন।

জানতাম।

তারপর জিষ্ণু মহারাজ বললেন, তুমি কোথায় গান শিখেছ? তোমার গুরু কে? কী গান শিখেছ?

তেমন করে শিখিনি কোথাওই। নাড়া বেঁধেও শিখিনি। কোনও বিশেষ ধরনের গানে বিশারদও হইনি। তবে এর তার কাছে শিখেছি ভাললাগার গান। গানের ব্যাকরণ বলতে যা বোঝায় আমি তার কিছুই জানি না। কিন্তু কখনও ব্যাকরণ জানার ইচ্ছাই হয়নি। গান শুনতে আর গান গাইতে ভাল লেগেছে, লাগে। ব্যাকরণ জানতে নয়।

ভাষার ব্যাকরণে পণ্ডিত হলে স্কুলের বা টোলের মাস্টারি পেতে। আর গানের ব্যাকরণে প্রগাঢ় পণ্ডিত কিন্তু গিধ্ধরের মতন গলার গায়কও বহুত দেখেছি। ব্যাকরণ না জেনেও তো মৈজুদ্দিন হয়। তোমার উপরে গন্ধর্বলোকের অনেক সুরঋদ্ধ ঐশী শক্তির আশীর্বাদ আছে বেটা। তুমি সব ছেড়ে দিয়ে শুধুই গান গাও।

চারণ হেসে বলল, আমার গান কে শুনবে? আপনি পাগল হতে পারেন, আমি তো নই। অন্যেরাও নয়।

তুমিও পাগল। তুমি গান গাইলে সারা জগৎ তোমার গান শুনবে। তোমার জন্যে···

তারপরই বললেন, সংগীত-গবাক্ষ কাকে বলে জানো?

না তো। সেটা কি? এর কথা শুনিনি তো কখনও কারও কাছে এর আগে।

তুমি স্বর্গে গেলে তিনরকম সুর শুনতে পাবে। সংগীত-গবাক্ষর তিনটি গবাক্ষই খুলে যাবে তোমার জন্যে। তিনরকমের পরকলা দিয়ে সুরলহরী এসে পৌঁছবে তোমার কানে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, তাল যে ব্রহ্ম, এ কথা কি জানো তুমি? গ্রহ-নক্ষত্র এবং আমাদের পৃথিবীও যে অভাবনীয় গতিতে ছুটে চলেছে, একে-অন্যেকে নিয়মবদ্ধ হয়ে প্রদক্ষিণ করছে যুগযুগান্ত ধরে, তাও যে সংগীতের মূর্ছনার সঙ্গে, তালবদ্ধ হয়েই, তা কি তুমি জানো? কত স্বর্গীয় জ্যোতি আর দ্যুতির বিচ্ছুরণ হয়ে চলেছে সেই সংগীতের মূর্ছনার সঙ্গে সঙ্গে, তাও কি তুমি জানো?

না।

চারণ বলল।

তারপর বলল, হৃষীকেশ এর এক সন্ন্যাসীর মুখে শুনেছিলাম যে স্বর ঈশ্বর আর তাল ব্রহ্ম।

কী নাম তাঁর?

ধিয়ানগিরি মহারাজ।

ও হ্যাঁ। গান জানতেন বটে ধিয়ানগিরি। কিন্তু তিনি আজই বিকেলে স্বর্লোকে চলে গেলেন। এখন তিনি তিন-তিনটি সংগীত-গবাক্ষ খুলে বসে গান শুনছেন। গানের মতন জিনিস আর আছে কি বাবা?

স্বর্লোকে গেছেন মানে?

হ্যাঁ বেটা। আজই বিকেলে তাঁর দেহান্ত হয়ে গেল।

কে বলল আপনাকে?

বলবে আবার কে? আমি দেখতে পেলাম যে!

www.MurchOna.com

আপনি সবই দেখতে পান ?

সব নয়। সব নয়। যতটুকু মা চন্দ্রবদনী দেখান ততটুকুই পাই। আমি কে ? ফুঃ !

তারপর বললেন, সংগীতের ব্যাকরণ তোমার না জানলেও চলবে, রিওয়াজ না করলেও চলবে। তোমার হয়ে অনেক বড় বড় ওস্তাদ বহু বহু বছর ধরে রিওয়াজ করে গেছেন এইখানেই। তাঁদের আশীর্বাদ পড়েছে তোমার ওপরে। তুমি বড় ভাগ্যবান। তুম কোঈ মামুলি ইনসান নেহি হ্যায় বেটা। তুমকো ম্যায় অ্যাইসেহি নেহি বুলায়া থা কাল, তুমকো চবুতরামে চড়কে আতে হুয়েহি দিখকর ম্যায় জানতাথা তুম কওন হো।

কওন হ্যায় ? ম্যায় ?

মতলব, কোঈ খাস আদমী ঔর দেবদেবীকি বারে ম্যায় নেহি কহ রহা হুঁ। তুম মামুলি ইনসান নেহি হ্যায় ই ম্যায় সমঝ পায়া থা। মগর যব লওটেঙ্গে কলকাত্তা, সব কামধান্দা ছোড়কর স্রিফ গানাহি গাও।

খাব কি ?

এক আদমী কি খানেমে ক্যা লাগতা হ্যায় ? ম্যায় ক্যা ভুখা হুঁ ? থোড়িসি খানাসে মজেমে দিন গুজার যাতি হ্যায়। লালচিকি ভুখ কভভি না মিটতা। কত অল্পেই আমরা সুখি হতে পারি, থাকতে পারি। আশার কি শেষ আছে। এই যে আমাদের তুরতি ! ও একটা গান প্রায়ই গায়। ওঃ সে গান তো তোমাকে সন্ধেরাতে শুনিয়েই দিয়েছে। এই গাঁজায় দম দিলেই আমার বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়।

তারপর বললেন, আরও একটা গান গায় তুরতি সুখ এর বিষয়ে। কার কাছে শিখেছিল জানি না। তবে যেসব মানুষেরা সর্বক্ষণ সুখ সুখ করে, সুখের পিছনে দৌড়ে বেড়ায় তাদের এই গানটা শোনা উচিত।

কোন গান ?

গান তো আমি গাইতে পারি না। কাল সকালে তুরতির কাছে শুনতে চেও, শোনাবে। গানের বাণীটাই তোমাকে বলতে পারি শুধু।

কী বাণী ?

"সুখের কথা বোলো না আর, বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি
দুঃখে আছি ভাল আছি, দুখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যান চোখের দেখা
দুদণ্ডের হাসি হেসে মৌখিক ভদ্রতা রাখি।
দয়া করে মোর ঘরে সুখ, পায়ের ধুলা ঝাড়েন যবে
চোখের বারি লুকিয়ে রেখে, মুখের হাসি হাসতে হবে।
দেখলে পরে চোখের বারি, সুখ চলে যান বিরাগ ভরে
দুঃখ তখন কোলে করে, আদর করে মুছায় আঁখি।
সুখের কথা বোলো না আর বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি।"

বাঃ।

চারণ স্বগতোক্তি করল।

তারপরে বলল, কার লেখা গান এটা ?

তা জানি না। তুরতিকে জিগ্যেস কোরও।

জিষ্ণু মহারাজ বললেন, তুরতি এসে জুটেছে আমার কাছে বছর তিনেক হল। ও একটা মস্ত রিলিফ এই বৈরাগ্যর ভেকধারী জগতে।

ভেকধারী বলছেন কেন ? আপনার তো কোনও ভেক নেই।

সব শালারই ভেক থাকে। যেদিন ভেকহীন হতে পারব, গুমোরহীন হতে পারব, সেদিন তো তরেই যাব।

www.MurchOna.com

তারপর বললেন, থাক এসব কথা। এবার আসল কথাতে আসি। বলো তো ? তুমি কি খুঁজতে এসেছ এই দেবভূমিতে ? দেখি ! আমি তোমাকে তোমার এই খোঁজে কিছু সাহায্য করতে পারি কি না !

কিছু খুঁজব বলে মন করে তো আসিনি মহারাজ। মনটা বড়ই উচাটন হয়েছিল। এতগুলো বছর কী করলাম, করে কী হল, মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রার্থনা কি ? সুখ কাকে বলে ? সুখ আর শান্তি, সুখ আর প্রেম কি এক ? সুখ আর অর্থও কি এক ? সুখ আর আরাম ? এই সব নানা প্রশ্নে জরজর হয়েই বেরিয়ে পড়েছিলাম একদিন।

জিষ্ণু মহারাজ হেসে বললেন, সুখের সঙ্গে, প্রেমের বা আরামের সহাবস্থান যে সবসময়ে হবেই এমন বলা যায় না। সেই আমাদের গিরীশ ঘোষের গান ছিল না একটা ? গিরীশ ঘোষের লেখা প্রথম গান।

কোন গান ?

"সুখ কি সতত হয় প্রণয় হলে ?
সুখ অনুগামী দুখ, গোলাপেও কণ্টক মেলে।"

পরের পংক্তিগুলি মনে আছে কি ?

নাঃ। তুরতির মনে থাকলেও থাকতে পারে। কাল ওকে জিগ্যেস করে দেখো।

এবারে আপনি যা বলার বলুন আমাকে মহারাজ। কলকাতা ছেড়ে আসবার সময়ে যেমন উচাটন হয়েছিল মন এখন যেন কলকাতাতে ফেরার জন্যেই মন তেমনই উচাটন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও আমার কোনও প্রশ্নরই উত্তর পাইনি এখনও।

জিষ্ণু মহারাজ হাসলেন। বললেন, যখন উত্তর পাবে বেটা, সব প্রশ্নেরই উত্তর একই সঙ্গে পাবে। ধৈর্য রাখতে হবে। সংসারে অথবা সন্ন্যাসে সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে ধৈর্য। তবে ইনস্ট্যান্ট উত্তর পাও আর না পাও, তুমি যে কদিন এই দেবভূমিতে কাটিয়ে গেলে তা তোমার আত্মাকে, মনকে অবশ্যই পরিশোধন করবে। ফিরে গিয়ে, জীবনের এক নতুন মানে খুঁজে পাবে। নতুন জীবন পাবে। তুমি দ্বিজ হবে। জীবনে যারা অভ্যেসের কাদাতে আর চোরাবালিতে একবার মোষের মতন গেঁথে যায় তাদের আর বাঁচার কোনও উপায়ই নেই। মোষ তবু একসময় কাদা ছেড়ে স্বেচ্ছাতে উঠতে পারে কিন্তু গৃহী মানুষে পারে না। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে জন্মালেই তো আর কেউ Ipso facto মানুষ হয়ে যায় না।

মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল চারণের। ভেবেছিল ধিয়ানগিরি মহারাজের সঙ্গে আবারও অবশ্যই দেখা হবে। আর কোনওদিনও দেখা হবে না জানলে আরও কটা দিন কাটিয়ে আসত হৃষীকেশ-এ। ভীমগিরি মহারাজই বা কেমন আছেন কে জানে। সন্ত তুকারামের জীবনীর পুরোটা যে শোনা হয়নি। তা কি আর শোনা হবে ? চারণ ভাবছিল, যখন পরিবেশ প্রতিবেশ সব স্থির থাকে তখন বিশ্বাসই হয় না যে, একদিন তা অস্থিরও হয়ে উঠতে পারে। যখন অস্থির হয়ে যায় তখন সবই এলোমেলো হয়ে যায়। স্থিরতার স্থিরচিত্রটি আর কল্পনাতেও ফিরিয়ে আনা যায় না। স্থির জলের উপরের প্রতিবিম্ব, জল নড়ে গেলে যেমন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, ঠিক তেমনই। শত চেষ্টাতেও জোড়া লাগানো যায় না।

চারণ বলল, মহারাজ ! আমাকে কি ফিরে যেতেই হবে ? আমিও যদি আপনার চেলা বা চামুণ্ডা হয়ে থেকে যাই এখানে বাকি জীবন ?

খুব জোরে হেসে উঠলেন জিষ্ণু মহারাজ।

হাসি থামলে বললেন, কোন দুঃখে ? তুমি তো আর তুরতি নও যে, ক্ষেমি বাঈজির মেয়েকে "ব্যয়লা বাজিয়ে" ফেরার হতে হবে তোমাকে। তোমার কতকিছু করার আছে এখনও। বনে পাহাড়ে আমাদের মতন যারা সংসার ত্যাগ করে এসে সন্ন্যাসীর ভেক ধরে পড়ে আছে তাদের অধিকাংশরই সংসারকে দেবার মতন তেমন কিছু ছিল না হয়তো। সংসারও কেউ যদি কিছু দিতে চায়ও, তা

www.MurchOna.com

সকলের কাছ থেকে নেয় না। তারও কিছু বিশেষ পছন্দ-অপছন্দ আছে। এসব অনেক গভীর তত্ত্বের কথা, অভিজ্ঞতার কথা। এক কথায় বুঝিয়ে বলা যাবে না।

তারপরে বললেন, তোমাকে বোঝানোর দরকারও হয়তো নেই।

চারণ চুপ করে রইল।

জিষ্ণু মহারাজ আবারও গাঁজা সাজলেন। সেজে, নিজে কষে এক টান লাগিয়ে চারণকে এগিয়ে দিলেন কলকেটা। এক টান মারতেই চারণের মধ্যের আগে—সেবিত সুপ্ত সিদ্ধি যেন কেরে? কেরে? বলে উঠল। ও, না, সিদ্ধিতে সিদ্ধ ছিল, না, গঞ্জিকাতে সঞ্জীবিত। ও তো এই সব বিদ্যাতেই এতাবৎ "আনপড়ই" ছিল। ওর দুচোখ স্থির হয়ে গেল যেন এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর সেই অস্থায়ী স্থিরতা থেকে স্থায়ী অস্থিরতাতে ফিরে এসে চারণ বলল, বলুন মহারাজ, যা বলছিলেন।

আমি কী বলব? তুমি আরও কি জানতে চাও বল? সেই মেয়েটির কথা জানতে চাও কি আরও? দেবীজির নামেই যে কন্যার নাম সেওতো দেবীরই মতন। খুব ধার্মিক এক প্রকৃত উচ্চশিক্ষিত পরিবারের মেয়ে সে। সে তোমার যোগ্য সহধর্মিণী হবে।

সহধর্মিণী?

চমকে উঠে বলল, চারণ।

কথাটা যে আদৌ ভাবেনি তা নয়। ভেবেছে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কিন্তু নিজ মুখে কথাটা উচ্চারণ করার সাহস হয়নি।

অবশ্যই! এবং শুধুমাত্র জীবন-সঙ্গিনীই নয়, যথার্থ সহধর্মিণী, ধর্মপত্নী। রাজযোটক মিল হবে তোমাদের।

জিষ্ণু মহারাজ বললেন।

আপনি কি করে জানলেন?

খুব খুশি হয়েও উদাসীনতার ভান করে বলল, চারণ।

আমি যে জানি, এইটুকুই জেনে রাখো এখনকার মতন। এর চেয়ে বেশি জেনে কি হবে?

তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, সেই কন্যার বাড়ি কি বদ্রীবিশালজির মন্দিরে যাবার পথের উপরেই কোনও জায়গাতে?

হ্যাঁ।

চারণ বলল।

কিন্তু আপনি এসব জানলেন কি করে? আপনি কি ওঁদের চেনেন?

আমি যে দেখতে পাচ্ছি সব। দেখতে পাই। যে দেখতে চায় তেমন করে, তাকে দৌড়ে বেড়াতে হয় না পৃথিবীময় রণপায়ে চড়ে। সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত বোধ, সমস্ত জ্ঞান তার ঘরে আসে। পর্বত যেমন মহম্মদের কাছে গেছিল। চাইতে জানা চাই। তেমন করে চাইলে সবই পাওয়া যায়। এই চাওয়া তোমার নিজের জন্যে চাওয়া তো নয়। এ "বোধিরই" জন্যে চাওয়া। শাক্যসিংহ যেমন করে চেয়েছিলেন। তেমন করে চেয়েছিলেন বলেই না "বুদ্ধ" হতে পেরেছিলেন। স্থিতপ্রজ্ঞ।

তারপরই বললেন, চন্দ্রবদনীদের পরিবারে একজন আছেন যিনি বৌদ্ধ। তাই না?

হ্যাঁ। ওর দাদু, মানে ঠাকুর্দা। ভারী ভাল মানুষ। জ্ঞানী মানুষও। উনি তিব্বতী বৌদ্ধ।

ভাল মানুষ ওঁরা সকলেই। তবে ভেব না যে, শুধুমাত্র দেবভূমিতে বাস করার কারণেই তাঁরা ভাল। এইসব অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে অধিকাংশই অবশ্য ভাল মানুষ কিন্তু আমাদের মতন আগন্তুকদের মধ্যে অধিকাংশই ফেরেববাজ। আরে, যত অন্ধকার সব তো প্রদীপেরই নীচে। তাই না?

তারপরে বললেন, দাঁড়াও।

বলেই, চোখ বন্ধ করলেন।

নাঃ যা দেখছি তাতে মনে হয় ওঁরা প্রত্যেকেই ভাল। ভাল মানে এমন ভাল যে, যার চেয়ে ভাল আর হয় না।

www.MurchOna.com

আপনি দেখতেই যদি পাচ্ছেন তো বলুন তো চন্দ্রবদনী এখন কি করছে এই গভীর রাতে ?

সে পড়ছে। তার ভাইয়ের ঘরে, ভাইয়ের খাটে শুয়ে। তার মুখটা শুধু দেখতে পাচ্ছি। চেকচেক বাসন্তী আর কচিকলাপাতা-সবুজ একটা কম্বলে তার শরীর ঢাকা।

সে কি কাঁদছে ?

কেঁদেছিল। একসময়ে খুবই কেঁদেছে। মনে হচ্ছে। তবে এখন আর কাঁদছে না।

বইটার নাম কি ? মানে, যে বইটা পড়ছে ও ?

তাও বলতে হবে ? দাঁড়াও। চোখ বন্ধ করে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জিষ্ণু মহারাজ বললেন, বইটার নাম The Perils of Terrorism.

কার লেখা ?

চারণ জিষ্ণু মহারাজের পরীক্ষক হয়েই যেন প্রশ্ন করছিল। এঁদের বুজরুকিটা ও ধরে ফেলতে চায়। ও না শিক্ষিত মানুষ ! কলকাতা শহরের বাসিন্দা। যা বলবে ও সব সাধু-ফাধু, তার সবই বিনা প্রতিবাদে বিশ্বাস করতে হবে ? ইয়ার্কি না কি ?

দাঁড়াও। তুমি বড় নাছোড়বান্দা হে। বলে আবারও চোখ বন্ধ করলেন জিষ্ণু মহারাজ।

তারপর বললেন, Kirsten Anderson.

তিনি কে ?

আঃ জ্বালালে দেখছি। দাঁড়াও। বলেই আবারও চোখ বুজলেন।

একটু পরে বললেন, একটি স্যুয়েড মেয়ে, মানে সুইডেনের।

তাই ?

হুঁ। আবারও চোখ বন্ধ করে বললেন, লামাদের পোশাকের রঙেরই মতন লাল রঙা জোব্বা পরে আছেন বৃদ্ধ। মানে দাদু।

ওর বাবা কি আছেন সেখানে ?

দেখতে তো পাচ্ছি না।

সে কি ? তাঁর ছেলে মারা গেল গুলি খেয়ে আর তিনি এলেন না।

হাঃ।

হাসলেন জিষ্ণু মহারাজ।

বললেন, গুলিখোরদের মধ্যেই তো বাস তাঁর। মৃত্যু তো মৃত্যুই। গুলি খেয়ে মরাও মরা, আবার তুরন্তি যে গুলি খায় তা বেশি খেয়ে মরাও মরা। যিনি সেনাপতি তাঁর কাছে গুলি খেয়ে মৃত্যুটাই ন্যাচারাল ডেথ। বোঝা না।

চন্দ্রবদনীর মা নেই ?

চারণ যেন জিষ্ণু মহারাজকে পরীক্ষা করার জন্যেই জিগ্যেস করল।

হাঃ। আছেন। তবে তিনি অন্য পুরুষের কণ্ঠলগ্না। ভারতে নেই এখন।

চারণ স্তব্ধ হয়ে রইল বহুক্ষণ। একবার মনে হল মানুষটা, মানে, জিষ্ণু মহারাজ একটি গ্রেট বুজরুক। তারপর মনে সন্দেহ হল চন্দ্রবদনীদের পুরো পরিবারকেই উনি চেনেন। তা নইলে এ কি সম্ভব ?

হয়। হয়। সবই সম্ভব হয়। হিন্দুধর্ম, দর্শন, হিন্দু ঐতিহ্য, হিন্দু সংস্কৃতি, এই সব কোনও কিছুই মিথ্যে নয়, ছোট নয়। তাচ্ছিল্যের নয়। তাই অনেক কিছুই অভাবনীয় ঘটে ভারতবর্ষে। শুধুমাত্র আমরা আর বৌদ্ধরাই আমাদের ধর্ম কারও ওপরে জোর করে চাপাইনি কোনওদিনও। অন্য সমস্ত ধর্মাবলম্বীরাই কমবেশি তাই করেছে। তবে প্রত্যক্ষভাবে জোর মুসলমানেরা ছাড়া অন্যেরা তেমন কখনওই করেননি। ইতিহাস তাই বলে। যারা ইতিহাস পড়েছে, তারা তাই বলে। অথচ আমাদের ঔদার্য, আমাদের মহত্ত্বর জন্যে আমাদের যুগে যুগে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে যা মূল্য দিতে হয়েছে তা অভাবনীয়।

আপনি যাকে ঔদার্য বলছেন তাকেই অন্য অনেকে ভীরুতা বলেন।

www.MurchOna.com

চারণ বলল।

ঔদার্য আর কাপুরুষতা এবং ভীরুতা যে সমার্থক নয়, যত জোরেই অন্যায়কে অ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে প্রচার করা হোক না কেন, অন্যায় যে কখনওই ন্যায়ের সমার্থক হতে পারে না, এই কথা জোর-জবরদস্তিকারীরা কোনওদিনই বোঝেনি। তাই অন্যান্য অনেক ধর্মাবলম্বী ধরেই নিয়েছেন যে, আমাদের বুকে অন্যায়ের প্রতিকার করার মতন সাহস নেই। SPADE-কে SPADE বলাটা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম বৈষ্ণবধর্ম নয়। "মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না" এই শিক্ষা হিন্দুধর্মের শিক্ষা নয়। হিন্দুধর্ম কোনওদিনও ক্লীবত্বকে সমর্থন করেনি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, কথাটা কি জান ? মানুষে বড়ই কম পড়াশুনো করে। পড়াশুনো ছাড়াও, জ্ঞানী আরও অনেক প্রক্রিয়াতে হওয়া যায়, কিন্তু সেই প্রক্রিয়াতেও আগ্রহ নেই বলেই আমাদের মধ্যে অধিকাংশরাই কিছু জানি না। জানে না।

তারপর হেসে বললেন, জ্ঞানের সীমা চিরদিনই ছিল কিন্তু অজ্ঞতার সীমা কোনওদিনও ছিল না।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন জিষ্ণু মহারাজ। তাঁকে কি একটু উত্তেজিত দেখাচ্ছিল ? না। উত্তেজনাও তো ভীরুতারাই লক্ষণ। মহারাজ আর যাই হন, ভীরু আদৌ নন।

মহারাজ বললেন, তোমার আর কীই বা বয়স। তোমার এসব জানবার কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে যারা জানেও, তারাও মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। সত্যি কথা বলাটা, বিশেষ করে ধর্ম ও ধর্মাবলম্বী সম্বন্ধে, অত্যন্ত, "কুরুচিকর" বলে গণ্য হয় এখন সমতল ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই। বলবে কি করে ? প্রত্যেক রাজনৈতিক দল, প্রত্যেক নেতারই যে অনেকেই কিছু চাইবার আছে। থাকে। Everyone has an axe to Grind আর the worst of all axes কি বলত ?

কি ?

কি আবার ? ভোট। পাছে ভোট না পায়, পাছে পরের টার্ম-এ নিজের পোঁদের গরমে গরম হয়ে-থাকা গদিটিতে আবারও ভোট পেয়ে এসে না-বসতে পারে, ওই ভয়েই তো শালাদের রাতে ঘুম থাকে না তো। সে শালারা দেশ আর দশের সেবা করবে কি ? কেমন সেবা করেছে এরা গত পঞ্চাশ বছরে তা প্রতি সকালে খবরের কাগজ খুললেই তো দেখতে পাও। কি ? পাওনা ?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, অবশ্য চাইবার কথাতে মনে পড়ে গেল যে, খবরের কাগজওয়ালাদেরও চাওয়ার শেষ নেই। যারা গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রহরী হতে পারত তারাও ভেলিগুড়ের ব্যবসাদার হয়ে গেছে। মিডিয়ারও বিবেক-ফিবেক কিছু নেই। তারাও নিছক টাকা-কামাবার কল। জাস্ট টাকা-কামাবার কল আর ক্ষমতা কুক্ষিগত করবার। নেতারা, কাগজওয়ালারা, সব শালারাই "ধর্মনিরপেক্ষ" হয়ে গেছে। কী ভেক ! কী ভেক ! ভাবলেও বমি পায়। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটার মানে পর্যন্ত বোঝে না তারা। আর বুঝলেও, তা স্বীকার করাটা ভোটের স্বার্থবিরোধী বলে, স্বীকার করার ধারে কাছেও যায় না।

আপনি এই নির্জন টঙে বসে খবরের কাগজে কি লেখা হয় জানেন কি করে ?

হাঃ। যে করে, কন্যা চন্দ্রবদনীর হাঁড়ির খবর জানলাম, তোমার হাঁড়ির খবর জানলাম, তাই করে।

এও কি সম্ভব ?

সবই সম্ভব। বিশ্বাস চাই। আর সাধনমার্গের এক বিশেষ জায়গাতে পৌঁছনো চাই শুধু।

আপনি কি বলতে চান সকলের ধর্মনিরপেক্ষতাই মিথ্যে বুলি ?

ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটার মানে কজন ভারতীয় বোঝে ? যারা বোঝে, তারা সকলেই ভয়েই চুপ করে থাকে। তারা ইচ্ছে করে ভুল ব্যাখ্যা করে। সংখ্যালঘুদের ভোট চাই যে। বোঝ না ? আরে শালারা এইটাই বোঝে না যে, দেশটাই যদি বেহাত হয়ে যায়, মেয়ে-বৌ যদি ধর্ষিত হয়, বাড়ি-ঘর জ্বলে যায়, এক কাপড়ে নিজের দেশেই সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে আবারও উদ্বাস্তু হয়ে যেতে হয়, তখন কপচানো-বুলি দিয়ে আর কী হবে ! হিন্দুদের মতন নিপীড়িত জাতি এবং অবশ্যই ইহুদিদেরও

www.MurchOna.com

মতনও, পৃথিবীতে আর বেশি কি আছে ? তবে নিপীড়নের এখনই কি হয়েছে ? ভবিষ্যতে যদি বেঁচে থাকো বেশিদিন, তো দেখবে। তখন পালাবে কোথায় আঁতেল ভারতীয়রা ? ভারত মহাসাগর আর বঙ্গোপাসাগরে কি ঝাঁপিয়ে পড়বে ? তাছাড়া তো পালাবার আর কোনও জায়গা নেই হিন্দুদের।

কেন ? নেপাল আছে।

হাঃ। নেপালে তো একটি রাজ্যের মানুষই ধরবে না। তাছাড়া, নেপাল কি গোপাল করে রাখবে তোমাদের ভেবেছ ?

এ আপনার ভুল কথা মহারাজ।

ভুল কথা ? কেন ?

শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে…

সারা পৃথিবীতে দিনে দিনে ইসলামি মৌলবাদ কি কমছে না বাড়ছে ? তুমি কি অন্ধ বেটা ? শিক্ষা বলতে তুমি যা বোঝাতে চাইছ সেই শিক্ষার সঙ্গে কি অবাঙালি মুসলিম মৌলবাদীদের কোনও সম্পর্ক আছে ? তবে ? এসব আলোচনার মানে কি ?

তারপর বললেন, আমি অনেকই জানি। সব জানি বলার মতন মূর্খ যেন কখনও না হই। আমার মস্তিষ্ক, মনে করো, একটি স্যাটেলাইট। আমার ধর্মের মাহাত্ম্য, আমার ঐতিহ্য, আমার সাধনাই হয়তো আমাকে এই দান দিয়েছে। সারা পৃথিবীতে বটেই দ্যুলোক ভূলোক স্বর্গলোকে কি ঘটছে কখন তাও আমি বুঝতে দেখতে পাই।

তা বলে, বাবরি মসজিদ ভাঙাটা আপনি সমর্থন করেন কি ?

চারণ বেশ উষ্মার সঙ্গেই বলল।

একেবারেই করি না। নিশ্চয়ই করি না।

তারপরে একটু চুপ করে থেকে বললেন, কিন্তু তুমি কি আমাকে বলতে পারো হিন্দু আর বৌদ্ধরা, এমনকি ক্রিশ্চানেরাও অন্যদের ধর্মস্থান কতবার ভেঙেছে ? পৃথিবীর ইতিহাস কি বলে ? অতীতে যাবার দরকার নেই। বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রতিক্রিয়া হিসেবে শুধুমাত্র বাংলাদেশেই তো মসজিদ ভাঙার অব্যবহিত পরেই পাঁচশ মন্দির ভাঙা হয়েছে। তসলিমা নাসরিন এই তথ্য তাঁর "লজ্জা" উপন্যাসে লিখেছিলেন বলেই তাঁর স্বদেশে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তাকে মৌলবাদীরা খুন করার হুমকিও দিয়ে রেখেছে। সেটার না হয় তবু একটা ব্যাখ্যা করা যায়। মৌলবাদীরা, কাফিরদের পক্ষ নেওয়ায় তাঁকে দেশদ্রোহী আখ্যাও দিতে পারে। বাংলাদেশের রাজনীতিকদেরও 'ভোট'-এর কথা চিন্তা করতে হয়। তাঁরাও এই উপমহাদেশেরই মানুষ। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় লজ্জার কথা এই যে, আমাদের মহান "ধর্মনিরপেক্ষ" ভারত সরকার পাছে মুসলমান ভোট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চলে যায় এই ভয়ে তসলিমাকে ভারতে ঢোকার ভিসা পর্যন্ত দেননি। মেয়েটি তাঁর স্বদেশ এবং ভারত, এই দুই দেশেই সমান অবাঞ্ছিত, সমান অপমানিত, অবহেলিত। বাংলাদেশের যুক্তি যদিও বা মানতে পারি কিন্তু তসলিমার প্রতি ভারতের এই ব্যবহার নপুংসকতারই নামান্তর। শালার রাজনীতিকরনেওয়ালারা ! ভোটে তোদের এতই আঠা ! বাঘ-সিংহ চোরেরা সব !

দেবেগৌড়া সরকারও তো দেননি। ভিসা।

না। দেননি।

তারপর বললেন, কলকাতার যে-সব বাঙালি কবি-সাহিত্যিক পাদপ্রদীপের আলোতে আসবার জন্যে তসলিমার চারপাশে মাছির মতো ভন ভন করেছেন একসময়ে, তাঁকে এক মুহূর্তও চোখের আড়াল করেননি, বাংলাদেশে গিয়েও তাঁর ছায়া হয়েছেন, তিনি যখনই এখানে এসেছেন তখনই যাঁরা তাঁর "লোকাল গার্জেন" বনে গেছেন, তাঁদের মধ্যে একটা কথাও তো বলেননি একজনও ? তসলিমার প্রতি এই অন্যায়ের প্রতিবাদে ? বলেছেন কি সেই বুদ্ধিজীবীরা ? থুঃ। থুঃ। থুঃ ! এ শালারা আবার ইনটেলেকচুয়াল। হাসি পায়।

এটা বলা আপনার অন্যায়।

চারণ বলল।

www.MurchOna.com

কেন ? অন্যায় কেন ? কী কারণে অন্যায় ?

কবি-সাহিত্যিকদের তো আর ভোটের দরকার নেই। ওঁদের ভয় কিসের ?

হাঃ তুমি একখানা ছাগল ! ভোটের দরকার নেই কিন্তু বাড়ি-গাড়ির দরকার তো আছে। গল্ফ-গ্রিন-এ ফ্ল্যাট, সল্ট লেক-এ জমি, সরকারি দাক্ষিণ্য, পুরস্কার, এ সবেরও দরকার আছে। তাছাড়া বাংলাদেশই এখন বাংলা বইয়ের সবচেয়ে বড় বাজার। এইসব বিস্ফোরক কথা যদি কোনও কবি-সাহিত্যিক বলেন, তাহলে বাংলাদেশ সরকার কখনও যদি মৌলবাদী হয়ে যান তখন তো সেখানে তাঁদের লেখা বই ঢুকতে নাও দিতে পারেন। সেই সব কবি ও লেখক তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার স্বচ্ছ বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে তখন ঝড়-ঝঞ্ঝা পেরোবেন কি করে ? খাবেন কি ? তাহলে তো বড়ই সর্বনাশ হবে। সত্যি ! এই সহজ কথাটুকুও তোমার মগজে ঢোকে না। তোমার মতন এমন মূর্খ ভারতবর্ষে তো বটেই বঙ্গভূমেই বা আর কে আছেন ?

তারপর একটু চুপ করে থেকে জিষ্ণু মহারাজ বললেন, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মতন অসৎ, কূপমণ্ডুক এবং নীচ বুদ্ধিজীবী সম্ভবত পৃথিবীতে আর নেই।

সকলেই ? না। একথা মানতে পারলাম না।

চারণ বলল।

হয়তো সকলেই নন। তবে অধিকাংশই।

তবে তাঁরা, মানে সেই সব অসৎ বুদ্ধিজীবীরা জানেন না যে, একদিন জনগণ, প্রকৃত জনগণ, তাঁদের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়ে তাঁদের যা ন্যায্য প্রাপ্য তাই দেবেন। প্রকৃত দেশদ্রোহী যে সেই বুদ্ধিজীবীরাই এই সরল সত্য প্রকৃত জনগণেরা তখন বুঝতে পারবেন।

চারণ বলল, মহারাজ। আপনারা তো অনেক জানেন। আমার ভুল হলে ক্ষমা করবেন। আমার মনে হয়, আমাদের হিন্দুধর্মে ক্লীবত্বর জয়গান গাওয়া হয়ে থাকে। তাই হয়তো যুগে যুগে কালে কালে আমরা অন্যদের অত্যাচার অবিচার এবং পেশী শক্তির আস্ফালন দেখতে দেখতে নিথর হয়ে গেছি। আমাদের ধর্মে কি অন্যায়কারীদের হত্যা করায় কোনও বাধা আছে ? যেসব অন্যায়ের প্রতিকার, শুধুমাত্র অন্যায় দিয়েই করা সম্ভব, সেখানেও কি হিন্দুধর্মে শারীরিক বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে কোনও অনুশাসন আছে ?

একেবারেই নেই। অন্যায়কারীকে দমন করায় কোনওই বাধা নেই। অন্যায়ের প্রতিকার করার বিরুদ্ধে কোনও অনুশাসন নেই। তোমাকে তো বললামই যে, অজ্ঞতার চেয়ে বড় শত্রু মানুষের আর কিছুই নেই।

মহারাজ বললেন।

তারপর বললেন, তোমাকে উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি যে, দেশভাগের কিছু আগে নোয়াখালিতে এবং ত্রিপুরাতে দলবদ্ধ এক বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত গুণ্ডাদের নানাবিধ দানবীয় অত্যাচারের হৃদয়-বিদারক দুঃখকাহিনী নানা খবরের কাগজে পড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ ৭ই কার্তিক ১৩৫৩ সনে একটি আবেদন প্রচার করেছিলেন, মুখ্যত পূর্ব-পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীদের প্রতি, যাতে এই অন্যায়ে তাঁরা প্রকৃত রক্ষাকর্তার ভূমিকা নেন, দর্শকের নয়।

আপনি জানলেন কি করে ?

আমি যে তখন নোয়াখালিতেই। আমার মামাবাড়িতে। এই আবেদন আমি যখন পড়ি তখন আমি সাত বছরের ছেলে। মামাবাড়িতে দুধ-ভাত খেতে গেছিলাম। তার তিনদিন পরে আমার মামা ও মামী দুজনকেই গলা কেটে খুন করে যায় সেই গুণ্ডারা। তার আগে মামীকে ধর্ষণও করে দলবেঁধে আমারই সামনে। সেই প্রথম নগ্নরূপ দেখি কোনও মহিলার। সেই গুণ্ডাদেরও। কিন্তু যা হতে পারত সৌন্দর্যর প্রতীক তাই বীভৎসতার প্রতীক হয়ে রইল আমার চোখে আজীবন। সেই কারণেই আজ অবধি আমি কোনও রমণী শরীরে যেতে পারিনি বেটা। আমার মেজ মামীর কথা মনে পড়ে যায় কেবলই।

www.MurchOna.com

তারপর ?

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী মাধবানন্দ সেই অপমানে অপমানিত, অত্যাচারিত, লুণ্ঠিত, ধর্ষিত, বলপূর্বক বিবাহের শিকার হিন্দুদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে,

"আমরা আশা করি যে, তাঁহারা সর্বশক্তি দিয়া নিজেদের ঘরবাড়ি, বিশেষত কুলনারীগণের মর্যাদা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাই তাহাদের শাস্ত্রের আদেশ। সাধারণ লোকের কর্তব্য মহাপুরুষের কর্তব্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নিশ্চেষ্টতাকে যেন সমদর্শিতা বলিয়া ভুল বুঝা না হয়। প্রাচীন ভারতের মহামহিম স্মৃতিকার মনু…"

তারপরই হঠাৎ থেমে বললেন, আমাকেও কেটে ফেলত। একটি দাড়িওয়ালা বুড়োর কী দয়া হয়েছিল। অন্যদের হাত থেকে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল। কিন্তু মামীকে ওরা তারপরও প্রাণে না মারলেও পারত।

বেঁচে যেতেন ?

হাঃ। যে প্রাণ থাকত সে কি প্রাণ।

এই অবধি বলেই, মহারাজ জিগ্যেস করলেন মনুর নাম শুনেছ ? শোনোনি তো ?

তা কেন শুনবে! তোমরা কার্ল মার্ক্স এর নাম শুনেছ। নীটশে, শোপেনহাওয়ার, মাও জেডং-এর। মনুর বা বেদ বা উপনিষদের নামই যদি জানতে তবে কি আর আজ হিন্দুধর্মের এমন অবস্থা হয়! তোমরা জানো না। কিন্তু জার্মানরা জানে। জিগ্যেস করে দেখো, কোনও শিক্ষিত জার্মানকে। তোমরা তো বাবা, শিক্ষা যাকে বলে, তা আদৌ পেলে না। ইংরেজদের ছেড়ে-যাওয়া পেদো-প্যান্টুলনের মতনই ছেড়ে যাওয়া জুডিসিয়াল-সিসটেমের মোক্তার-উকিল-জজ হয়েছ, নয়তো তেল-সাবানের ফিরিওয়ালা হয়েছ। এই তো হল বাঙালি শিক্ষিতদের শিক্ষার পরাকাষ্ঠা! হাঃ।

তারপর বললেন, মনুর মনুসংহিতার ইংরেজি অনুবাদও পাওয়া যায়। পারলে, পড়ে ফেলো কলকাতাতে ফিরে।

বলুন, যা বলছিলেন।

হ্যাঁ। মনু, আত্মরক্ষার জন্যে আততায়ীকে বধ পর্যন্ত করবার বিধান দিয়েছেন!

বাবাঃ। এতে তো নিজেরও প্রাণহানির আশঙ্কা।

চারণ বলল, স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

বলেই, অবশ্য লজ্জিতও হল।

জিষ্ণু মহারাজ হেসে উঠলেন, জোরে।

বললেন, মরবে তো বেটা মাত্র একবারই। মরতে যারা ভয় পায় তারাই ক্লীব। মরতে যারা ভয় পায় তারা হয় মূর্খ নয়তো বেপথে বহুত পয়সা কামিয়েছে। পয়সা যার যত বেশি মৃত্যু ভয়ও তার তত বেশি।

তারপর বললেন, তোমরা যে স্বামী বিবেকানন্দের লেখাও পড়নি। অথচ দক্ষিণ ভারতে যাও, দেখবে তার কদর। বাঙালির মতন আত্মবিস্মৃত জাত সত্যিই আর নেই! স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর "মহানির্বাণতন্ত্রে" "গৃহী ব্যক্তি শত্রুর সম্মুখে শূরভাব অবলম্বন করিবে" এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"শত্রুগণকে বীর্য প্রকাশ করিয়া শাসন করিতে হইবে। গৃহস্থের পক্ষে ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিলে আর অহিংসা পরমধর্ম বলিয়া বাজে বকিলে চলিবে না। যদি তিনি শত্রুগণের নিকট শৌর্যপ্রদর্শন না করেন তাহা হইলে তাঁহার কর্তব্যের অবহেলা হইবে।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী মাধবানন্দ সেই আবেদনে আরও একবার বলেছিলেন,

"আমরা নিপীড়িতগণকে জোরের সঙ্গে বলিতেছি যে, মানবজাতির কল্যাণ ভগবানেরই হস্তে, স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের হস্তে নহে, তাহারা আপাতত যতই শক্তিশালী বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন। বিগত মহাযুদ্ধে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। জীবনের এক অমোঘ আধ্যাত্মিক নিয়ম এই যে, পাপ

www.MurchOna.com

এমতাবস্থায় যতই প্রভাব বিস্তার করুক না কেন, পরিণামে তাহাকে নির্মূল হইতেই হইবে। শ্রী ভগবান নিপীড়িতগণকে সাহস ও বল এবং অত্যাচারীগণকে বিচারবুদ্ধি ও মৈত্রীভাব প্রদান করুন।"

চারণ বলল, এ তো হাইট অফ উইশফুল থিংকিং। অত্যাচারীগণের "বিচারবুদ্ধির" জন্যে প্রার্থনা তো এমনই ভণ্ডামি যে, কম্যুনিস্টরাও লজ্জা পাবে।

তারপর বলল, পঞ্চাশ বছর আগের রামকৃষ্ণ মিশন আর আজকের মিশনে অনেক তফাত হয়ে গেছে, না ? আপনি কি বলেন ?

হয়তো। এখন রামকৃষ্ণ মিশনের টাকা-পয়সা প্রতিপত্তির অভাব নেই। এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তো মিশন। মিশনও এখন আর হিন্দু নেই, প্রাকৃত নেই, তাও হয়তো দেশের আঁতেলদের মতই হয়ে গেছে। মিশন এখন আন্তর্জাতিক সংস্থা। "সামান্য হিন্দুধর্ম" প্রচার করাটাই মিশনের অভিষ্ট নেই হয়তো আর।

গরীব হতে পারে কিন্তু ভারত সেবাশ্রম কিন্তু পুরোপুরি দিশিই আছে। তাই না ?

চারণ বলল।

তাই। বন্যা বা ভূমিকম্প বা দাঙ্গার পর সবচেয়ে আগে ভারত সেবাশ্রমের সন্ন্যাসীদেরই অবশ্য দৌড়ে যেতে দেখি। গয়াতে পিণ্ডি দিতে গেলেও তারা ছাড়া গতি নেই। ভারত সেবাশ্রম আজও গ্রাম্য, দিশি এবং মূলত হিন্দুই রয়ে গেছে। হয়তো সেই জন্যেই অধুনা ভারতবর্ষে তাই জাতে উঠতে পারেনি। তাই আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার সাধনাও তাদের নয়। পয়সাই তো এখন জাত-বেজাত পৃথকীকরণের একমাত্র উপায়। তবে, সারা পৃথিবীতে হিন্দু ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে রামকৃষ্ণ মিশনের অবদানও অনস্বীকার্য। এ মিশনে কত প্রগাঢ় পণ্ডিত মহারাজ ছিলেন এবং আজও আছেন। কলকাতাতে গেলে গোলপার্কের আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট-এ লোকেশ্বরানন্দ মহারাজের সঙ্গে আলাপ করে এসো। অনেক কিছু শিখতে পারবে। ওঁর একটি বই আছে ইংরেজিতে, স্পিরিচুয়্যালিজম এর উপরে লেখা। স্বামীজীর বক্তব্যই অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন উনি তাতে। বইটির নাম এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। আমাকে তোমারই মতো চন্দ্রবদনীজি দেখতে-আসা এক বাঙালি টুরিস্ট দিয়ে গেছিলেন।

এ বইটি অনেকের কাছে রেকমেন্ডও করেছি। কেনার কথাও বলেছি। রামকৃষ্ণ মিশন থেকেই প্রকাশিত।

কী আছে বইটিতে ?

যেসব পণ্ডিতম্মন্য মহামূর্খ পৌত্তলিকতা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে, তাদের বাকরোধ হয়ে যাবে লোকেশ্বরানন্দজির ঐ বই পড়লে। হয়তো পড়েছেনও অনেকে। কারণ, ইংরেজিতে লেখা যে। হায়রে ভারতবর্ষ ! কবে যে এদেশ সত্যি স্বাধীন হবে ! যথার্থই ভারতীয়দের হবে ! স্বামীজির পাণ্ডিত্য ও যুক্তি যে কী প্রকার ছিল তার আভাস পাবে লোকেশ্বরানন্দজির বইটিতে। চটি একটি বই।

চারণ একটা বড় হাই তুলল।

মহারাজ বললেন, কী হল, এবারে কি শয়নে পদ্মনাভ ?

আপনি যা আজ্ঞা করবেন।

আমি কি তোমাকে এ পর্যন্ত একটিও আজ্ঞা করেছি বেটা ?

না, তা করেননি।

তবে ?

তারপর বললেন, তোমার যখন খুশি তখনই শোবে। চব্বিশ ঘণ্টাতে ঘণ্টা চারেক ঘুমের প্রয়োজন আমাদের। দিনে ঘুমিয়ে নিয়ে সারাটা রাত জেগে থাকাই শ্রেয়। তখন মন মনের ঘরেই থাকে। বিক্ষিপ্ত কম হয়। মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের তফাৎ কি জানো ? মানুষ ভাবে আর জানোয়ার ভাবে না। ভাবনা চিন্তার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে।

খুবই ঘুম পাচ্ছিল চারণের। সিদ্ধি ও গাঁজা খাওয়ার জন্যেই। জিষ্ণু মহারাজের কথাতে নয়। তাঁর কথা শুনতে খুবই ভাল লাগছিল। সত্যিই জ্ঞানী মানুষ।

www.MurchOna.com

তার হাতঘড়িকে চারণ হৃষীকেশেই নির্বাসন দিয়েছিল। ব্যাটারি যতদিন না শেষ হয় ততদিন চলতেই থাকবে সে কুঅভ্যেসে। চলার আদৌ কোনও প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক, শহর-নগরের অগণ্য অভ্যাস-তাড়িত মানুষেরই মতন।

জানোয়ারের ভাববার ক্ষমতাই নেই। তোমাকে ধিয়ানগিরি মহারাজ কি সেই শ্লোকটা বলেছিলেন ? উপনিষদের শ্লোক ? তাঁর খুবই প্রিয় শ্লোক ওটি।

জিষ্ণু মহারাজ বললেন।

কোনও শ্লোক ? আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ ভাল করে হতে না হতেই তো চলে এলাম দেবপ্রয়াগে। তারপরে তো উনি সব আলাপই শেষ করে দিলেন।

তাই তো হয়। আলাপ এ সংসারে কার সঙ্গে আর কার হয় ? সংসারে, জীবনে, গানের মতন বিস্তারের সুযোগ তো কমই আসে ! আলাপেই গান শেষ। একদিক দিয়ে ভালই। বিস্তারে এক ঘেয়েমিরও জন্ম হয় অনেক সময়ে।

শ্লোকটা কি ?

হ্যাঁ। বলছি।

'আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনম্
সামান্য মেতাৎ পশুভিরণরানাং।
ধর্মহি তেষাম অধিকো বিশেষেঃ
ধর্মেনাহীনা পশুভিঃ সমানাঃ।'

মানে কি হল ?

মানে হল, আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন এসব পশুরও আছে, মানুষেরও আছে। কিন্তু শুধুমাত্র মানুষরেই ধর্ম আছে। "ধর্মহি তেষাম অধিকো বিশেষোঃ"

এই ধর্ম মানে কি ? চারণ জিগ্যেস করল।

এই ধর্ম মানে, সুযোগসন্ধানী বা অনেক রাজনীতিক ধর্ম বলতে যা বোঝান, তা নয়। এই ধর্ম হিন্দুত্ব, ইসলাম, খ্রিশ্চান বা জৈনও নয়। হিন্দুধর্মর প্রকৃত "ধারণা" এবং "প্রকৃতি" অনেকই বড়। গভীরতার সংজ্ঞা সে। তাকে ছোট করেছে কতগুলো অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত পুরুত আর বামুন। "ব্রাহ্মণত্ব" কাকে বলে তা না জেনেই জানোয়ারের মতন ব্যবহার করে এসেছে অব্রাহ্মণদের সঙ্গে। তাদেরই লাগাতার অত্যাচার এবং স্বার্থান্ধতাতে জর্জরিত হয়ে হিন্দুরা নিজেরাও অনেকই সময়ে ধর্মস্তরিত করেছে নিজেদের। হিন্দুধর্মর নিজস্ব দোষও কিছু কম নয়।

আপনার মতে কোনও ধর্ম সবচেয়ে ভাল ?

সবচেয়ে ভাল কি না জানি না তবে ইসলাম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে সোস্যালিস্ট ধর্ম। অমন "বিরাদরী", অমন সমতা খুব কম ধর্মের মধ্যেই আছে। সে কারণেই কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষ সহজে তার ছত্রছায়ায় গিয়ে জড়ো হয়েছে। যারা আজ "দলিত" তারা আমাদেরই দ্বারা দলিত। আয়নার সামনে দাঁড়ালে এবং এখনও যদি কিছুমাত্র লজ্জাবোধ আমাদের থেকে থাকে, তবে লজ্জিত হয়ে আমাদের যুগযুগান্ত ধরে সঞ্চিত পাপের কিছুটা লাঘব করা উচিত। কত কোটি দলিত যে এই অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে মুসলমান বা ক্রিশ্চান হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। যে ধর্মে পৈতে জড়ালেই অন্য মানুষের চেয়ে বড় হয়ে যায় একদল মানুষ, বিন্দুমাত্র গুণ ব্যতিরেকেই, সেই ধর্মের মারণবীজ হয়ে এসেছে সেইসব উচ্চবংশীয়রাই।

তারপর একটু থেমে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন না ?

"মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে
ভাগ করে খেতে হবে তাহাদের সাথে অন্নপান
হতে হবে সবার সমান।"

একটু চুপ করে থেকে স্বগতোক্তিরই মতন বললেন জিষ্ণু মহারাজ, এই ভাঙচুর, আসলে শুরু হয়েছে অনেকদিনই হল। দোষটা কোনওওদিনও ধর্মের মধ্যে ছিল না। "যাহা ধারণ করে তাহাই

www.MurchOna.com

ধর্ম' এই সংজ্ঞাতে বিচার করলে হিন্দুধর্ম নিশ্চয়ই এক মহান ধর্ম। এই ধর্মর পরম দুর্ভাগ্য যে অগণ্য শূন্যকুম্ভ স্বার্থন্বেষী বুজরুকেরা এই ধর্মকে কামধেনুর মতন দোহন করেছে, সাধারণ, ধর্মবিশ্বাসী সরল দেশবাসীদেরও যেমন দোহন করেছে। এই অপরাধে অনেক ভণ্ড গেরুয়াধারীরা যেমন অপরাধী তেমনই অপরাধী "ধর্ম যারা মানে তারা পাগল" একথা যারা বলে, সেই—মান-যশসম্পন্ন ধান্দাবাজ অপার অশিক্ষিতরাও।

চারণ উঠে দাঁড়াল।

বলল, আমি এবার গিয়ে শুই।

যাও বেটা। ভিতরের দিকে চলে যাও। ঠাণ্ডা কম লাগবে। শেষ রাতে নারীর শরীর যদিও সবচেয়ে গরম হয়ে ওঠে, ধরিত্রীর শরীর সবচেয়ে ঠাণ্ডা হয়। যাও, রাতের পথ ফুরিয়ে এল। একটু পরেই আকাশে অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করবে। যাও। তুমি যাও।

কিন্তু "যাও" বললেই তো যাওয়া যায় না। এতক্ষণে পায়ের নীচে আঠার এক পুরু আস্তরণ জমেছে তা তো বুঝতে পারেনি। এই আঠার রকম অন্য। ও দাঁড়িয়ে উঠতেই ব্রহ্মাণ্ড টলতে লাগল। সিদ্ধি এবং গাঁজার যুগপৎ প্রভাবে তার মধ্যে এমন এক অদ্ভুত ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলতে লাগল যে, সে অনুভূতি ও ব্যাখ্যা করতে পারবে না। আশ্চর্য এক ভারশূন্যতার পর মুহূর্তেই অসীম ভার। তারপর মুহূর্তেই আবারও ভারশূন্যতা। একবার শরীর ও মস্তিষ্ককে পাখির মতন হালকা মনে হচ্ছে আবার পরমুহূর্তেই পাথরের মতন ভারী।

কোনওরকমে এক কোণে গিয়ে তার ঝোলাটি যেখানে রাখা ছিল, সেখান থেকে বাঁদুরে টুপি এবং কম্বলটিকে বের করে নিয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল চারণ।

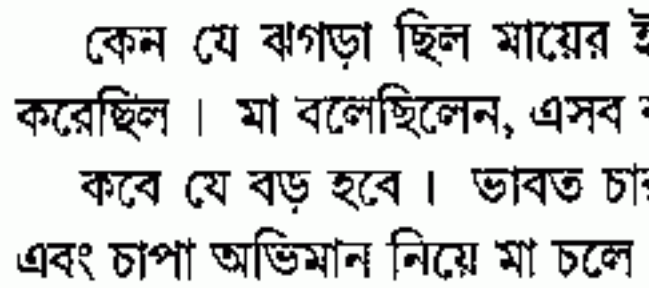

কোথায় যেন ভোর হচ্ছিল।

পাখি ডাকছে নানারকম।

চারণ তার মা আর দাদুর সঙ্গে হাজারিবাগে গেছে। গয়া রোডের সেই সুন্দর ছবির মতন বাড়িটি। সামনে মোরব্বা ক্ষেত, গড়িয়ে গেছে হাজারিবাগ লেক অবধি। রিফরমেটরির লাল ধুলোর রাস্তা চলে গেছে। দূরে উলটোদিকে খোয়াই-এর পর খোয়াই পেরিয়ে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সেদিকে ক্যানারি হিল রোডের দুপাশের বড়লোকের বাড়ির কম্পাউন্ডে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ইউক্যাপিলটাসের সারি। ছবির মতন।

চারণের মা ইউক্যালিপটাস গাছ দেখলেই বলতেন, আড়ি। আড়ি। আড়ি।

কেন যে ঝগড়া ছিল মায়ের ইউক্যাপিলটাস গাছেদের সঙ্গে চারণ জানে না। একদিন জিগ্যেস করেছিল। মা বলেছিলেন, এসব বড়দের কথা। তুমি বড় হলে বলব কখনও।

কবে যে বড় হবে। ভাবত চারণ। ও বড় হওয়ার আগেই ইউক্যালিপটাস গাছেদের সঙ্গে ঝগড়া এবং চাপা অভিমান নিয়ে মা চলে গেছিলেন যেখানে সকলকেই যেতে হয় একদিন।

মা ডাকলেন, খোকা! খোকা! ওঠ। আর ঘুমোয় না। আমরা মর্নিং-ওয়াক-এ যাব। কোররার মোড়ে গিয়ে গরম গরম জিলিপি আর সিঙ্গাড়া খাব। ওঠ।

কোররার মোড়ের দিকে লাল ধুলো গায়ে-মাখা পথটি চলে গেছে সার্কিট-হাউসের উলটোদিকে তারপর পুলিশ সাহেবের বাংলোর কাছে গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। তারও পরে কালো পাথরে তৈরি "THE GIBRALTER" নামের একটি অতিকায় বিশাল ভুতুড়ে দুর্গের মতন বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়ে পৌঁছেছে পথ ক্যানারি পাহাড়ের গায়ের কাছে। পৌঁছে, ডানদিকে বাঁক নিয়ে

www.MurchOna.com

কচি-কলাপাতা সবুজ শালবনের মধ্যে দিয়ে আবীর-লাল সেই পথ পৌঁছে গেছে কোররা। কচি-কলাপাতা-রঙা, টিয়াপাখির ঝাঁক পাইলট-কারের মতন যে পথে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় পথিককে।

মায়ের সঙ্গে হাঁটছে চারণ। চৈত্রর শেষ। পেছনে পেছনে হাজারিবাগের সেই বাড়ির বহু পুরনো বিশ্বস্ত দারোয়ান, চমনলাল। যার বাঁ কানটা ডান কান থেকে ছোট এবং যে তার ইচ্ছে হলে শোনে এবং ইচ্ছে না হলে শোনে না।

বসন্তর ভোরে এখানে এখনও শীত-শীত করে। মায়ের গায়ে সেই হালকা মেরুন রঙা হালকা পশমিনা শালটি। সাদা-সিল্কের শাড়ি। মেরুন-রঙা ব্লাউজ সিল্কের। চারণের গায়ে পোলো-নেক সোয়েটার। ঘন সবুজ রঙা। মেজমামীমা বুনে দিয়েছিলেন আগের বছরের শীতে।

পুলিশ সাহেবের বাংলো ছাড়িয়ে ওরা ক্যানারি রোডে পড়ে, ক্যানারি পাহাড়ের দিকে চলেছে।

মা বললেন, বড় হয়ে তুই কি হবি রে খোকা ?

কী হব ?

তোর কি হতে ইচ্ছে করে ?

অনেক কিছু। অনেক কিছু মা !

যথা ?

এয়ারফোর্সের ফাইটার পাইলট।

যাঃ। আর ?

আর্মির জেনারাল।

আর ?

এঞ্জিনিয়ার।

আর ?

ডাক্তার।

আর কিছু ?

পিটু মামার মতো চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

আরও কিছু ?

আর আর আর...মদন মেসোমশাই-এর মতো প্রফেসর।

অন্য আর কিছু ?

তাহলে আমাদের পাড়ার সান্যাল সাহেবের মতন ব্যারিস্টার ?

ব্যারিস্টার ছাড়া ?

তাহলে জীবনানন্দ দাসের মতন কবি। তুমি সেদিন "রূপসী বাংলা" পড়ে শোনাচ্ছিলে আমাকে। আঃ মা। কী সুন্দর।

হুঁ।

মা বললে।

ছোট্ট চারণ বলল, আমি কী হলে তুমি খুশি হও মা ? তবে কি কবি হব ?

সবচেয়ে বেশি খুশি ? হ্যাঁরে খোকা ?

মা বলেছিলেন।

হ্যাঁ।

খোকা, বাবা, তুই এসবের একটিও নাহলেও আমার একটুও দুঃখ হবে না। কিন্তু আমি সবচেয়ে খুশি হব যদি তুই মানুষ হোস।

মানুষ !

চারণ অবাক হয়ে তার মায়ের হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আমি তো মানুষই। আমি কি খরগোস, না বাঁদর ?

www.MurchOna.com

তোর চেহারাটাই মানুষের মতন। নাক, চোখ, চিবুক, নানান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কিন্তু তুই যে মানুষই একথা এখনই বলা যাচ্ছে না। চেহারাতেই মানুষের মতন হোস না কেবল, তুই মানুষের মতন মানুষ হোসরে খোকা। তুই যে প্রকৃত মানুষ এই সত্য তোকে প্রমাণ করতে হবে বড় হয়ে।

"মানুষের মতন মানুষ হওয়া" কাকে বলে তা চারণ জীবনের পথে এতদূর হেঁটে এসে একটু একটু বুঝতে পারে কিন্তু পুরো যে বুঝেছে সে কথা বলতে পারে না।

মানুষের মতন মানুষ হয়ে ওঠা অত সহজ নয়।

ঘুম ভেঙে গেল নদীস্রোতের শব্দের মতন দূরের চবুতরার কোলাহলে। আজ অনেক যাত্রী এসেছেন মনে হয় চন্দ্রবদনীর মন্দিরে। আজ কি ছুটির দিন ? তীর্থক্ষেত্রে অবশ্য ছুটির দিন বলে কিছু নেই। তবে এখন শীত পড়ে গেছে তাই বদ্রীবিশাল আর কেদারনাথে বহিরাগত "প্যাকেজ-পুণ্যার্থী"দের ভিড় কম। তখনও অবশ্য হৃষীকেশের কাছের কুঞ্জাপুরী বা দেবপ্রয়াগের কাছের এই চন্দ্রবদনীতে তাঁরা কেউই যান না। তাঁরা রণপাতে চড়ে মূল গন্তব্যে চলে যান। এবং ঝড়ের বেগে ফিরেও যান। "সময় কোথায় সময় নষ্ট করবার।"

এখন সেই প্রস্তারাশ্রয়ে কেউই নেই। ধুনিটা তবু জ্বলছে ধিকিধিকি, পুরনো প্রেমের মতন। চিতাশান্তি করার মতন করে কমণ্ডুলু থেকে জল ছিটিয়ে তাকে নিভিয়ে দিল চারণ। তারপর সেই কমণ্ডুলু নিয়েই মুখ-চোখ ধোবার জন্যে পেছনের অরণ্যাবৃত পাহাড়ে গেল। কার কমণ্ডুলু কে জানে ! এখানে "হিজ হিজ হুজ হুজ" সংস্কৃতি এখনও পুরোপুরি শিকড় গাড়েনি।

সকালে পরপর দুকাপ গরম চা না খেয়ে বিছানা ছাড়তে পারত না চারণ কলকাতাতে। এখন সেসব অভ্যেস চলে গেছে। সারা দিনেও এক কাপ চা না খেলেও চলে যায়। পেলে ভাল, না পেলেও হয়। তার বদলে গাঁজা, গুলি খায় বটে, কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেসবেও এখনও পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়নি। সবরকম অভ্যাসই দাসত্ব যে, একথাও এইসব সাধুসন্তদের সঙ্গে মিশেই জেনেছে। জেনেছে তো অনেকই কিছু কিন্তু তার কতটুকুই বা গ্রহণ করতে পেরেছে।

কে জানে। আজ শেষ রাতে বহুবছর আগের হাজারিবাগের সকালের সেই স্মৃতি স্বপ্ন হয়ে কেন ফিরে এল। এই স্বপ্নের কি মানে আছে কোনও ? ও যে "মানুষ" হতে পারেনি এখনও তাই কি ওরে চলে-যাওয়া মা স্বপ্নে দেখা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন ?

হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে আসতেই দেখল, তুরতি একটা বড় গ্লাসে করে চা নিয়ে তা থেকে ছোট মাটির ভাঁড়ে একটু একটু করে ঢেলে ঢেলে খাচ্ছেন। তা, কেন করছেন তা বোধগম্য হল না। চারণ কাছে আসতেই বললেন, নিন দাদা খান। এই যে কুলহার।

বলেই, পাশে রাখা আরেকটা ছোট মাটির ভাঁড় বের করে তাতে ঢেলে চারণকে এগিয়ে দিলেন। এখানে ভাঁড়কে "কুলহার" বলে।

জিষ্ণু মহারাজ কোথায় ?

চারণ শুধোল।

উনি তো সারা রাত ধ্যানে থাকেন। এখন ঘুমোচ্ছেন। উঠে আসবেন অবশ্য এখুনি। ঘণ্টা চারেক ঘুমোন।

কোথায় ঘুমোন ?

একটি পাথরের চাতাল আছে। খাদের পাশে। শীত, গ্রীষ্ম ওইখানেই কাটে সকালবেলায়। বর্ষাতে অবশ্য এই ডেরারই এক কোণে শুয়ে পড়েন। তবে ঘুমটি ওঁর, আমার আপনার মতন নিত্যদিনের অভ্যাস নয়। কখনও সপ্তাহ বা মাসও ঘুমোন না। একই আসনে বসে থাকেন চোখ বুঁজে। চারপাশে আমরা খাই, ঘুমাই, হাসি। সূর্য ওঠে সূর্য ডোবে। চাঁদ ফোটে চাঁদ বোজে। তাঁর চারধারে এই পৃথিবী ও পৃথিবীর সবকিছুই আবর্তিত হয় কিন্তু তিনিই স্থবির থাকেন। গোলমালে ওঁর ধ্যানের কোনও বিঘ্ন ঘটে না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলেন, আপনি-আমি এঁদের কাছে থাকতে পারি মাস-বছর কিন্তু

www.MurchOna.com

এঁদের মতন হতে দু-এক জনম পার করে দিতে হবে। কে জানে! এঁরা হয়তো অনেক জন্ম ধরেই এইরকম জীবনযাপন করছেন, তাই আজ এই সিদ্ধি।

তারপরে নিজেই বলল, মারুন গুলি। ওঁদের সিদ্ধি ওঁদেরই থাক। আর আমাদের সিদ্ধি থাক আমাদের।

একটু চুপ করে থেকে তুরতি বলল, শান্তিনিকেতনী কায়দাতে যেমন করে বলে, "কাল লাগল কেমন" ? এবং উত্তর হয় "ভাল-ও-ও-ও"।

তারপর বললেন, আজ আরেকটা গুলি বেশি দেব।

তারপর আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, বুঝলেন দাদা, সব নেশাই করে দেখলাম। সোনাগাছিতে থাকাকালীন নানারকম বাবু দেখেছি তো! স্কচ-খানেওয়ালা যেমন দেখেছি আবার চুল্লু-পিনেওয়ালাও দেখেছি। সব বাবুর সঙ্গেই সঙ্গ করেছি। কালো-ফর্সা রোগা-মোটা বাঙালি-মাড়োয়ারি-বিহারি-ইউপিওয়ালি-নেপালি ইত্যাদি সবরকম মেয়েছেলের সঙ্গেও ও কম্মো করেছি। ফুর্তি যতরকম হতে পারে, করে নিয়েছি। কিন্তু সিদ্ধির মতন নেশা নেই। বুয়েচেন দাদা। সাধে কি মহাদেব ওই নেশা করেন! ভাল করে সিদ্ধি খান, দেখবেন, আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর আপনার নেই। হাপিস হয়ে গেছে। আপনি পায়ের বুড়ো আঙুল দেখতে পাচ্ছেন। অথচ সে বলছে সে আপনার নয়। ইয়েস স্যার। সে আপনার নয়!

ফ্যাক্ট! এমনকি, কী আর বলব, আপনার সাধের ধনও আপনার নয়।

এমন কথা শুনেছেন কখনও ?

কিন্তু কথাটা সত্যি। ভাল করে খেয়ে দেখবেন আপনি, পেরকিতই "অধন" হয়ে যাবেন।

তারপরই, কী যেন মনে পড়ে যাওয়াতে বললেন, সেই রবিঠাকুরের একটা গানের লাইন ছেল না ? "অধনেরও হও ধন" ?

হ্যাঁ।

চারণ বলল।

তুরতি বললেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধির নেশা কীরকম ডেঞ্জারাস হতে পারে তা বিলক্ষণ জানতেন। ছেলেবেলাতে কুস্তি-মুস্তি লড়তেন তো! হয়তো তখন চাকর-বাকরে খাইয়ে দিয়ে থাকবে কখনও তেনাকে। আর হয়তো জানতেন বলেই ওই কলিটি লিখেছিলেন। আপনার কি মনে হয় ? মানে, কী বলেন ?

আমি আর কী বলব ?

চারণ স্তম্ভিত হয়ে বলল। একবার ভাবল, তর্ক করে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ইয়ার্কি অসহ্য লাগে। তারপরই ভাবল, কি লাভ ? তুরতি হচ্ছে প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, সর্বার্থেই সিদ্ধ-বাবা। তাকে জ্ঞান দেয় অমন জ্ঞান চারণের কোথায় ?

একটু চুপ করে থেকে তুরতি বললেন, তবে একটা কথা বলব, নিজের সম্বন্ধে প্রশংসার কথা, তাই বলতে একটু লজ্জা করছে, কিন্তু কথাটা সত্যি।

কি কথা ?

এই যে সব পুণ্যার্থীরা আসে, এত পুজোপাঠ করে, তাদের তো বটেই, অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর জ্ঞানও আমার চেয়ে অনেক কম।

কি ব্যাপার ? মানে, কোনও বিষয়ে ?

কোনও বিষয়ে নয়! তাই বলুন ? ধরুন এই যে দুব্বো ঘাস দিয়ে দুটি ঘাসের মধ্যে ছোট ঘাসটি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সকলেই পুজো করে, তা কেন করে বলতে পারেন ?

চারণ অবাক হল। বলল, তাই করে বুঝি ?

করে না ? পুজো মণ্ডপে দেখেননি যে, মা লক্ষ্মীরা সব চান করে উঠে নতুন শাড়ি পরে এসে সাতসকালে ফল কাটে আর দুর্বো ছেঁড়ে বসে বসে, পুজোর আয়োজন সম্পন্ন করতে ?

ও হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখেছি তো!

www.MurchOna.com

চারণ বলল।

তা দেখেছেনই যদি, কখনও কি মনে এ প্রশ্ন আপনার জেগেছে যে, কেন দুব্বোর মধ্যিখানটার ছোট ঘাসটি ছিঁড়ে ফেলে দিতে হয় দেব-দেবীর পুজোর যোগ্য করে তুলতে?

না, তা জাগেনি।

জানার ইচ্ছার, অর্থাৎ জিগীষার আরেক নামই তো শিক্ষা! বুঝেছেন স্যার? যার জিগীষা মরে গেছে, সে মালকে আমি অন্তত শিক্ষিত বলে মানি না।

মানা উচিতও নয়। তাহলে আপনিই বলুন, কেন দুব্বোর মধ্যিখানের ছোট ঘাসটি ছিঁড়ে তারপর পুজোতে দেওয়া হয়?

চারণ বলল।

শুনুন স্যার। এবারে আমি যে গুপ্ত কথাটি বলটি আপনাকে, সেটি যেন আবার কারওকে বলে দেবেন না। আর যদি কখনও বলে দেনও এই তুরতি বাবার নাম না করে বলবেন না যেন। কোনওদিন দেখব এই, ফোরটোয়েন্টি দুনিয়াতে আমারই জ্ঞান অন্যের জ্ঞান হয়ে আমার কাছে বেয়ারিং চিঠির মতন ফিরে এল।

না, বলব না। মানে, বললেও আপনার নামোল্লেখ করেই বলব।

কথা দিচ্ছেন তো?

দিচ্ছি।

তারপরই বললেন, খিদে পেয়েছে নাকি?

তা একটু পেয়েছে বৈ কি। কাল রাতেও সিদ্ধি আর গাঁজা ছাড়া কিছু খাওয়া হয়নি।

তবে চলুন গরম গরম পুরী-কচৌরি খেয়ে আসি। জিলিপিও খাবেন। তবে আমাদের হাতিবাগানের বেকা খচ্চরের দোকানের মতন জিলিপি ভূ-ভারতে আর কোথাও খেলাম না। দাদ চুলকে ঘেমো গামছা চিপে যে কী কায়দাতে বানাত তা সেই জানত! তার জুড়ি নেই।

তাই?

নয়তো কি?

এবারে বলুন।

আমাদের তো আর "সিদ্ধি" হয়নি যে খিদের সময়ে না খেয়ে থাকলে চলবে? কী বলব দাদা! কাম বলে একটা সুন্দর, মনোরম ধনারাম ব্যাপার ছেল, সে তো ভুলেই গেছি। তাবলে ক্ষুধা-তৃষ্ণাও ভুলতে যাব কোনও দুঃখে? গুরু কি আমাকে তরিয়ে দেবেন? নিজে তরে যাবেন তো ঠিকই। সঙ্গে থোড়িই নেবেন! তবে আর অত ইয়ে কিসের!

মন্দির থেকে যে সিঁড়িগুলো নীচের দিকে নেবে গেছে সেই সিঁড়িরই পাশে ছোট্ট দোকান হালুইকরের। এখানে কোথা থেকে দুধ আসে, কে ঘি ময়দা চিনি বয়ে নিয়ে আসে, কে জানে। কিন্তু আসে! সবই আসে। এই পৃথিবীতে কে যে কী, কেমন করে কোথায় জোগায় তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। তবে এ দোকানে বেশি খদ্দের হয় না। খাওয়া-দাওয়া যাদের করবার আছে তারা নীচ থেকেই করে আসে। চন্দ্রবদনীজির কাছে কজন সাধু আর থাকেন। লোকে বলে, রাতে এখানে থাকলে মানুষ মরে যায়। প্রকৃত সাধু আর আমার মতো প্রকৃত অসাধু ছাড়া এখানে তিষ্ঠোয় এমন সাধ্য কার?

চারণ হাসল, তুরতির কথা শুনে। ও ভাবছিল, তুরতি সত্যিই ক্ষেমি-বাঈজির মেয়েকে নিয়ে ব্যয়লা বাজিয়েছিল কি না জানে না তবে মানুষটি খুবই ইন্টারেস্টিং। চারণের সন্দেহ হয় যে, তুরতির অজ্ঞতা অশিক্ষা এসবই হয়তো একটা ভেক। সংসারে অধিকাংশ মানুষই পাণ্ডিত্যের ভেক ধরে বিজ্ঞর ভেক ধরে। কিন্তু অবহেলে যারা অশিক্ষিত ও মূর্খর ভেক ধরতে পারে তাদের শিক্ষা এবং জ্ঞানের হয়তো সীমা নেই।

সিঁড়ি নামতে নামতে ভাবছিল চারণ যে, সংসারে কোথায় যে কার জন্য কে লুকিয়ে থাকে, গর্তের মধ্যের সাপের মতন, পোকার মতন, দুই পাথরের মধ্যের ছত্রাকের মতন, পাহাড়তলির উপত্যকার

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

ফিকে বেগনি ফুলের মতন, "ফরগেট মি নট" এর মতন, তা আগে থাকতে কে বলতে পারে ! ভাগ্যিস বেরিয়ে পড়েছিল ঘর ছেড়ে। তা নইলে কি ভীমগিরি, ধিয়ানগিরি, নবীকৃত শুদ্ধ পাটন, দেবপ্রয়াগের উচ্চকোটির সব সাধু-সন্তেরা, চন্দ্রবদনী, তার পরিবারের সকলে, রওনাক সিং, চুকার, এই চন্দ্রবদনীজির মন্দির সংলগ্ন জিষ্ণু মহারাজ আর তাঁর এই ওরিজিনাল চেলা তুরতির সঙ্গে দেখা হত ! বেরিয়ে পড়াটাই হচ্ছে আসল। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লে আর চোখ কান খোলা রাখতে পারলে বোধহয় পৃথিবীর সমস্ত অধীত জ্ঞানবিদ্যাই অপ্রত্যক্ষভাবে আয়ত্তে আসে।

বসুন।

তুরতি আজ্ঞা করলেন।

তারপর নিজের খুশি মতন খাবার অর্ডার করে বললেন, গুরুর জন্য এক কেজি রাবড়ি নিয়ে যাব। রাবড়ি নিয়ে গেলে আনন্দ করে খান। তবে লোভ নেই কোনও জিনিসেরই উপরে।

বলেই বললেন, আমার সঙ্গে পয়সা-টয়সা নেই কিন্তু। ওসব আমি রাখি না। টাকা-মাটি মাটি-টাকা। রামকৃষ্ণদেব পড়েছেন ? হাতের কাছে মেড-ইজি থাকতে কী করতে যে আপনারা এতদূর ঠেঙ্গিয়ে আসেন, কে জানে তা। উনি বেঁচে থাকলে তো আমি ওখানেই ফিট হয়ে যেতাম। এতদূরে থোড়াই আসি !

একটু চুপ করে থেকে তুরতি বললেন, অন্য কথাতে যাবার আগে খোলসা করে বলে দিই দাদা যে, দামটা কিন্তু আপনিই দেবেন। নগদ না থাকলে দোকানি ধারেও দেবে। আমার অ্যাকাউন্ট আছে এ দোকানে।

আপনার সঙ্গে টাকা পয়সাই নেই তাহলে অ্যাকাউন্ট কিসের ?

বাঃ। অ্যাকাউন্ট না থাকলে হিসেব থাকবে কি করে ? যখন বেশি টাকা হয়ে যায় তখন আপনার মতন মালদার কারওকে ঠাকুর পাঠিয়ে দেন। তিনিই অ্যাকাউন্টটা ক্লিয়ার করে দেন। তারপর দিন থেকে আমার জমা শুরু হয়।

ঠাকুর মানে ?

ঠাকুর মানে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নন। ক্ষেমি বাঈজির বাড়িতে যে রান্না করত সেই শত্রুঘ্ন ঠাকুর। ওড়িশার ঢেনকানলে বাড়ি।

সে পাঠিয়ে দেয় মানে ?

আরে তার মতো মহাত্মা আমি আর দুটি দেখিনি। মহাত্মা হতে হলেই কি আর গঙ্গার পাড়ে বা হিমালয়ে এসে থাকতে হয় সংসার ছেড়ে ? অমন ঠাকুর আর দেখিনি। আহা। আমার প্রাণের ঠাকুর। জিষ্ণু মহারাজ-ফহারাজের কোনও তুলনাই হয় না তাঁর সঙ্গে। তাঁকে নিয়ে আমি একটি বই লিখে তাঁকেও ওয়ার্ল্ড-ফেমাস করে দেব।

তাঁর কথা বলুন না, শুনি।

দু-এক কথাতে তাঁর কথা বলা তো যাবে না স্যার। মাস-বছর লেগে যাবে। সত্যিই বলছি, অমন মহাত্মা বড় একটা দেখা যায় না। উনিই তো আমাকে মাঝরাতে ঘুম থেকে তুলে পালিয়ে যেতে বললেন, নইলে, সেইদিন সকালেই কাল্লু মিঞাকে দিয়ে ক্ষেমি আমাকে কোতল করাত।

পুরী-কচৌরি খেতে খেতে চারণ বলল, সেই দুব্বো ঘাসের রহস্যটার কি হল ?

বলব, বলব। খেয়ে নিই আগে। গত দুদিন শুধু গুরুর বাক্যি শুনেছি আর খালি-পেটে সিদ্ধি খেয়েছি। পেটে আগুন জ্বলছে। অম্বলের ঢেকুরে জেরবার হয়ে গেলাম। এইসব দেবস্থানে কোনও অ্যান্টাসিডের এজেন্সি নিলে লালে লাল হয়ে যাওয়া যেত। আমার নেহাৎ পয়সার দরকার নেই বলেই নিই না।

কেন ?

পয়সার দরকার নেই কেন ?

কী দরকার ?

আপনারাই তো আমরা পয়সা ! কোনও মূর্খ নিজে হাতে টাকা ধরে হাত নোংরা করে ? কত

www.MurchOna.com

রোগের বীজাণু আছে এক একটি নোট-এ তা কে জানে !

চারণ চুপ করে ছিল।

ওর মধ্যে কলকাতায় ফেরার ইচ্ছাটা কেবলই তীব্র হচ্ছিল। কিছুদিন থেকেই ইচ্ছাটা জাগরুক হয়েছে। ক্রমশই তা গতিজাড্য পাচ্ছে। ওর এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল ও এই গাড়োয়াল হিমালয়ের এই চন্দ্রবদনীর মন্দিরের পদতলের হালুইকরের দোকানে তুরতি নামক এক ঘোর সন্দেহজনক চরিত্রের মানুষের সঙ্গে বসে আছে কিসের জন্যে ?

কী হল ? চুপ করে গেলেন যে !

তুরতি বলল।

নাঃ। এমনি। আচ্ছা আপনি এইখানে এসে জুটলেন কেন বলতে পারেন ? নিজের কাছ থেকে পালাবার জন্যে কি কলকাতা ছেড়ে এই এত দূরের চন্দ্রবদনীতে আসা খুবই জরুরি ছিল ?

দূরত্বটা তো মনের ! পথের দূরত্বটা কোনও ব্যাপারই নয়। শেওড়াফুলিতে থেকেও এর চেয়ে দূরে যাওয়া যেত।

চারণ একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলল।

আপনিই বা এলেন কেন ?

এই বুড়োকে দুরস্ত করতেই এসেছিলাম।

কোনও বুড়ো ?

এই মিস্টার জিষ্ণুকে।

সে কী ! দুরস্ত করতে মানে ?

হ্যাঁ। মানে যা, তাই।

উনি আমাকে চিনতে পারেননি। কিন্তু উনি আমার চেয়েও আরও বড় পাপী। তবে সাধু-সাধু খেলা করতে করতে সে সত্যিই সন্ত বনে গেছে। কী কেলো। কে কেলো। সেই ব্যাধের গল্পের মতন। অনেক সন্ত-এর চেয়ে বড় সন্ত। সে কারণেই ওঁকে দুরস্ত করতে এসে আমিও ওঁর চেলা বনে গেছি। নইলে আমি কম্যুনিস্ট, আমি এখানে থাকতে যাব কেন মৌরসী পাট্টা গেড়ে ?

তারপর বলল, জানেন কি ? আপনাদের এই জিষ্ণু মহারাজও একসময়ে কট্টর কম্যুনিস্ট ছিলেন। আর আজ কম্যুনিস্টদের নাম সহ্য করতে পারেন না। আমার সঙ্গে জিষ্ণু মহারাজের লড়াইটা ওই সমতলের। আমি জানতে চাই, জানাতেও চাই। আমাকে বোঝাতে না পারলে, আমি ফিরতে রাজি নই।

চারণ অবাক যত না হল তার চেয়ে বেশি বিরক্ত হল। ভাবল, সকলেই মনে করে যে সে কম্যুনিস্ট, কারণ সেটা "ফ্যাশনেবল" তাই। কম্যুনিজম-এর মানে বোঝে কজন ? তাছাড়া কম্যুনিস্ট হওয়াতে দোষের কি আছে ? গণতন্ত্রে প্রত্যেক মানুষেরই পূর্ণ অধিকার আছে তার নিজ মত ও পথে চলার, তার পছন্দমতো দলকে সমর্থন করার। এতে দোষের বা গুণের তো কিছু নেই।

তুরতি হঠাৎ বললেন আপনি মার্কস পড়েছেন ?

কার্ল মার্কস ?

অবাক হয়ে বলল, চারণ।

হ্যাঁ হ্যাঁ। আবার কটা মার্কস আছে রে বাবা !

পড়েছিলাম, ছাত্রাবস্থাতে। আপনি পড়েছেন ? মার্কস কি বলেছিলেন, জানেন ?

চারণ, একটু বিদ্রূপের গলাতেই বলল।

এত লোকে জানে আর আমি জানব না ?

তুরতি বলল, কচৌরি চিবোতে চিবোতে।

তারপরই কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখে, জটাধারী, গেরুয়া-পরা জিষ্ণু মহারাজকে গাঁজা সেজে-দেওয়া তুরতি হঠাৎই চারণের দিকে ফিরে বলল, "Communism is the positive abolition of private property, of human self-alienation and thus the real

www.MurchOna.com

appropriation of human nature, through and for man. It is therefore, the return of man himself as a social, that is real human being, a complete and conscious return which asimilate all the wealth of previous development.''

কার্ল মার্কস আঠারশ চুয়াল্লিশে লিখেছিলেন।

বলল, তুরতি।

চারণ একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, আপনি নিজের পরিচয় ভাঁড়ান কেন? আপনার ইংরেজি উচ্চারণ তো চমৎকার।

বাঃ। শুধু আপনারটাই চমৎকার হবে?

উলটে বলল তুরতি।

তারপরই বলল, আরে আমি কি একা নাকি? ভাঁড়ামিতে? এই সাধু-সন্ন্যাসীদের সকলেই তো পরিচয় ভাঁড়িয়েছেন। সকলেই চক্ষু নিমীলিত করে মুখে বলেন, "পূর্বাশ্রমের কথা জিগ্যেস করবেন না।" আমি অসাধু বলেই বা আমার পূর্বাশ্রমের কথা বলতেই হবে কেন আমার? যাক গে। এসব কথা।

হ্যাঁ।

যাক গে এবার শুনুন দুব্বো ঘাসের রহস্য।

বলুন শুনি।

সমুদ্রমন্থন হচ্ছে, বুঝলেন। হিন্দু দেবতারা চিরদিনের খচ্চর। তারা মৈনাক পর্বত বেষ্টন করা নাগ বাসুকির ন্যাজ এর দিকে ধরেছে আর দানোদের দিয়েছে বাসুকির মুখের দিকে। মন্থন যতই এগোয় ততই বাসুকির মুখ থেকে বিষ, অর্থাৎ হলাহল বেরোতে লাগল। তাই দেখে তো দেবতাদের অবস্থা কাহিল। মন্থন বন্ধ হয়ে যায় আর কী। একজন তখন বললে, আরে, বাঁচতে চাস তো ডাক ডাক মহাদেবকে ডাক। সে ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। মোটাসোটা মহাদেব লুঙি ঢিলে দিয়ে বসে গাঁজাতে দম দিচ্ছিলেন এমন সময়ে দেবতাদের ভগ্নদূত গিয়ে বলল, স্যার বাঁচান। আপনি ছাড়া উপায় নেই।

মহাদেব তখন লুঙির কষি টাইট করে নেমে এসে চোঁ-চোঁ করে হলাহল পান করে নীলকণ্ঠ হলেন। তারপর আবার চলে গেলেন কৈলাসে।

কিছুক্ষণ পরে মহাদেবের এক চামচে, নন্দী-ভৃঙ্গীদের মধ্যেই কেউ হবে, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, গুরু! বিষ খাবার সময়ে তুমি আর ভাল ভাল যা মাল বেরোল সে সব অন্য দেবতারা সব ঝেঁপে দিলে! তুমি চলো। এতক্ষণে মণি-মাণিক্য ধন-রত্ন এমনকি অমৃত পর্যন্ত নিশ্চয়ই সবই শেষ হয়ে গেছে। এটা কি পৃথিবী হয়ে গেল।

তারপর?

চারণ বলল, তুরতির গল্প বলার আকর্ষণীয় ঢঙে মুগ্ধ হয়ে।

তারপর আর কি? সমুদ্রতটে মহাদেব পৌঁছে দেখলেন সত্যিই তো তাই। সী-বীচ এক্কেবারে সুনশান। শুধু দূরে একটি সুন্দরী মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চামচে বলল, গুরু, আর যখন কিছুই নেই তখন ওই সাটুলিকেই ধরো।

ঠিক বলিচিস, ঠিক বলিচিস। বলে, মহাদেব তো তাকে ধরার জন্য দৌড়তে লাগলেন। কিন্তু মোটা-সোটা হাবলু-গুবলু দেবতা তন্বী-তরুণীর সঙ্গে দৌড়ে পারবেন কেন? এদিকে লুঙিও খুলে যায় আর কী। দেবতারা তো আর ব্রিফ পরেন না। হাইলি কেলো ঘটঘট, এমন সময়ে মহাদেব দাঁড়িয়ে পড়ে, দাঁড়িয়ে পড়ে, দাঁড়িয়ে পড়ে...

কি হল?

নাঃ আর বলা যাবে না।

কেন?

নাঃ। অশ্লীলতার দায়ে পড়তে হবে। এর পরে অনেকখানি আছে গল্পের। কিন্তু বলা যাবে

www.MurchOna.com

না।

এ আবার কি কথা ?

না সত্যি বলছি। বলা যাবে না।

কোথায় দুব্বো ঘাসের রহস্য আর কোথায় সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে থাকা মহাদেব আর তন্বী তরুণী...

আরে দাদা ! সে কি অর্ডিনারী তরুণী নাকি ? নারায়ণ তখনও মোহিনী বেশ ছাড়েননি যে। আসলে তরুণীরূপী নারায়ণ। তারও হাতে তো সুদর্শন চক্র। মহাদেবের যে কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খচাখচ করে তিনিও কেটে দিতে পারেন যে !

তা তো বুঝলাম। কিন্তু দুব্বো ঘাসের সঙ্গে এসবের কি সম্পর্ক ?

বললাম না। আর বলা যাবে না। ইমপসিবল। আপনার সঙ্গে আলাপ যদি আরও অনেক ঘনিষ্ঠ হয় তখনই শুধু বলা যেতে পারে। এখন থাক।

বলুনই না। প্লিজ বলুন। সত্যিই তো ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি দুব্বো ঘাস ছিঁড়ে পুজো করতে। কিন্তু কেন ? তা তো সত্যিই কখনই মনে হয়নি।

শুনবেন ? কলজের জোর আছে ? আছে। আছে।

ঠিক আছে। কিন্তু আরও সরে আসুন কাছে। অন্য কেউই যেন না শুনে ফেলে।

এই এলাম। এবারে বলুন।

তুরতি বললেন, না। বললাম না আর এগোনো যাবে না। সত্যিই।

চারণ ভাবছিল, হিন্দুধর্মের এই মুক্তির দিকটা নিয়ে কখনওই ভাবেনি আগে। আমেরিকান ডেমোক্রাসির মতন। ফ্রিডম অফ স্পিচ নিয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। অন্য খুব কম ধর্মাবলম্বীরাই হয়তো এমন স্বাধীনতার দাবি করতে পারেন। তাঁদের উপাস্যদের তারা সম্মানিত করতেই শিখেছেন, আপন করে উঠতে পারেননি। হয়তো কখনও পারবেনও না।

নবীন সন্ন্যাসীরা চলে গেছেন। তাঁরা নাকি বদ্রীবিশালে যাবেন। সেখানে হরিদ্বার থেকে কোন সাধু গিয়ে নাকি "কায়কল্প" করছেন। নবীন সন্ন্যাসীদের গুরুজির গুরু সেখানে যাবেন। এমনিতেই সারা শীতকালই নাকি বরফের মধ্যে সমাধিস্থ থাকেন সেই সাধু। তাঁর বয়স হয়েছে একশ দশ। কায়াকল্প করে তিনি পুনর্জীবন লাভ করবেন। আবার নাকি যুবাপুরুষ হয়ে উঠবেন। এই পুরনো জীবনকে সাপের খোলসের মতন ছেড়ে দিয়ে "ফিন্‌সে শুরু" করবেন বাঁচা।

কলকাতা ছেড়ে এই দেবভূমিতে আসার পরে এতজনের মুখে এতরকম উদ্ভট উদ্ভট সব কথা শুনছে যে মস্তিষ্কই বিকৃত না হয়ে যায় চারণের।

জিষ্ণু মহারাজ চন্দ্রবদনীজির মন্দিরের কাছের প্রস্তরাশ্রয়ে বসে চোখ বুঁজেই চন্দ্রবদনী কী রঙের কম্বলের তলাতে শুয়ে কোন বই পড়ছে, তা অবলীলায় বলে দিতে পারেন। ওঁরা হয়তো সবাই বুজরুক, নয়তো চারণকে "বাংলা পড়াচ্ছেন"। অথচ এঁদের কারওই চারণের কাছ থেকে কিছুমাত্রই চাইবার নেই। নেই বলেই, ওঁদের অবিশ্বাস করতে, উড়িয়ে দিতে, মন সায় দেয় না।

সকালবেলায় তুরতি যে হালুয়া-কচৌরি খেয়েছেন তার দামের যা অর্থমূল্য তা চারণের কাছে কতটুকু ! কলকাতাতে 'ওবেরয় গ্রান্ড' বা 'তাজ বেঙ্গল' বা 'জারাং' ও বা 'সিভিল'-এ খেয়ে ওয়েটারদের একদিনেই যা বকশিস দিতে হয় তা দিয়ে তুরতিকে মাসভর নাস্তা করানো যায় প্রতিদিনই পেট পুরে। তাই কোনও অঙ্কতেই এই সবের ব্যাখ্যা সে খুঁজে পাচ্ছে না। বুজরুকি করে বা কারওকে ঠকিয়ে যদি কোনও লাভই না থাকে, তাহলে এঁরা মিছিমিছি মিথ্যে বলতেই বা যাবেন

www.MurchOna.com

কেন ? এই সরল প্রশ্নটিই বারেবারে তাকে বিদ্ধ করছে। অথচ চারণ আধুনিক এবং ইংরেজি শিক্ষাতে শিক্ষিত। ওর পক্ষে এসব মেনে নেওয়াও সহজ নয়। ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে ওর যা গুমোর ছিল তাও তুরতিই ভেঙে দিলেন আজ সকালেই। তুরতির ক্ষেমি বাঈজির মেয়েকে ব্যায়লা বাজানোর গল্পও বানানো বলেই এখন মনে হয় এবং সেই গল্পের গরুকে গাছে ওঠাতে জিষ্ণু মহারাজও যে সাহায্য করেছেন তাতেও সন্দেহ নেই। তুরতি চারণের চেয়ে একটুও খারাপ ইংরেজি জানেন না এবং একুটও কম শিক্ষিতও নয় কিন্তু সেটা সযতনে লুকিয়ে রেখেছিলেন এতদিন ! আশ্চর্য।

কিন্তু কেন ?

নবীন সন্ন্যাসীরা সকালেই চলে গেছেন কিন্তু তার বদলে তিনজন প্রবীণ সন্ন্যাসী এসে হাজির দুপুরবেলাতে। তাঁরা নাকি মায়াবতী থেকে আসছেন। এই মায়াবতীতে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমও আছে বলে শুনেছে চারণ। কিন্তু মায়াবতী তো কুঁমায়ু হিমালয়ে। এই নবীন-প্রবীণ সাধু সন্ন্যাসীরা কি অদৃশ্য হেলিকপ্টার বা পুষ্পক রথে চলা-ফেরা করেন ? কুঁমায়ু হিমালয়ের আলমোড়া থেকে মায়াবতী যেতেই বেশ ঝক্কি পোয়াতে হয় সে কথা চারণ জানে। কুঁমায়ু হিমালয়ের অত্যন্ত গভীরে সে জায়গা অবস্থিত। আর ওঁরা কোন কৌশলে কুঁমায়ু হিমালয়ের গভীর থেকে গাড়োয়াল হিমালয়ের চন্দ্রবদনীতে চলে এলেন কে জানে। বাসে এলেও তো বেশ সময় লাগার কথা। কিসে এসেছেন তা জিজ্ঞেস করেনি অবশ্য চারণ তাঁদের। তাঁদের মুখে দীর্ঘ পথভ্রমণের কোনওরকম ক্লান্তির চিহ্ন নেই। বড় আনন্দময় তাঁদের মুখমণ্ডল।

সেই পক্বকেশ সন্ন্যাসীরাও নাকি জিষ্ণু মহারাজের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছেন। তারপর ওঁরাও চলে যাবেন গুপ্তকাশী। সেখানে কিসের এক সম্মেলন আছে সন্ন্যাসীদের। তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের ওপরে অথরিটি একজন বৌদ্ধ লামা আসছেন সেখানে। সাতদিন বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের মিল-অমিল নিয়ে নাকি আলোচনা হবে। চারণেরা যাকে বলে সেমিনার। এয়ার-কন্ডিশানড কনফারেন্স রুম থাকবে না, স্যুইমিং পুল-এর পাশে দুপুরে ককটেইলস অ্যান্ড লাঞ্চ থাকবে না। ভজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে।

চারণ ভাবছিল, এ যেন কোনও সামিট-মিটিং। সেমিনার করে ফিরিওয়ালারা।

বিষ্ণু মহারাজের এই প্রস্তরাশ্রয়ে সঙ্গে দেবপ্রয়াগের পাটনের গুরুর আশ্রমের বিশেষ কোনও তফাৎ নেই। পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকেই মানুষ আসছেনই অনবরত। এ যেন কোনও রেল স্টেশনের প্লাটফর্ম। আসে অনেকে, কিছু সময় থাকেও অনেকে, কিন্তু এই স্থানের ওপরে কারওরই দাবি নেই। পাঁচ-দশ বছর এক জায়গাতে বাস করেও কোনও অধিকার জন্মায় না কারোরই কোনও বিশেষ স্থান বা বাসস্থানের উপরে। না থিতু হয়ে-বসা সন্ন্যাসীর কোনও দাবি জন্মায় তার স্বত্বে, না আগন্তুকের। এ ভারী এক আশ্চর্য পত্তন ব্যবস্থা। সারা পৃথিবীর সব বাড়ি-জমির ব্যাপারেই এই পাট্টা চালু থাকলে জমি নিয়ে এত মারামারিই থাকত না। সারা পৃথিবীই প্রকৃতার্থে কম্যুনিস্ট হয়ে যেত।

এখানে সাধু-অসাধু সবরকম মানুষই আসছে। অসাধু ছিলেন তাই সাধু হতে চান কেউ, আবার সাধুত্বে ইস্তাফা দিয়ে অসাধু জীবনে চলে যেতে চান কেউ। কেউ বা চারণের মতনই জীবনকে শুধুমাত্র চেখে দেখতে, জীবনের গন্তব্য শুধরাতে এখানে আসে, জীবনকে Sampling করতে।

একদিন চারণও ফিরে যাবে বেগবতী নদীতে অনেক দূর বেগে গড়িয়ে গিয়ে ঘর্ষণে ঘর্ষণে নিজের জ্ঞানবুদ্ধির শুকনো ধারণাকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিয়ে, ঝাঁকিয়ে নিয়ে, অনেকদিন ব্যবহার না করা চানাচুরের বয়ামের মতন। ফিরে গিয়ে, গৃহী হবে। কিন্তু অন্ধ-গৃহী নয়। চোখ-খোলা গৃহী। "অকারণ মন আশা কোরো না, অনিত্য সুখেতে মন মজো না" তুরতির এই চমৎকার গানের বাণী সেই গৃহীর মাথার মধ্যে গুণগুণ করবে অবিরত।

সন্ধ্যের পরে পরেই তুরতি সিদ্ধির সরবত বানাতে লেগে গেলেন। কে সিদ্ধি যোগায়, কে মালাই, কেই বা চিনি ? তা কে জানে !

আজ আলোচনা হচ্ছিল "ধর্মনিরপেক্ষতা" বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে।

www.MurchOna.com

জিষ্ণু মহারাজ বললেন, শব্দটার প্রকৃত মানে বোঝেন আমাদের দেশের কম মানুষই। আর রাজনীতিকরা বুঝেও সেই মানেকে বিকৃত করেন।

প্রবীণদের মধ্যে যিনি কালো ও মোটা তিনি বললেন, কথাটা ঠিক। সাধারণ মানুষ তো বটেই অনেক সাধু-সন্ন্যাসীরাও বোঝেন না।

মোটা ও কালো অথবা ফর্সা-রোগা প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কারওরই নাম জানার কোনও আগ্রহই ছিল না চারণের। সেকালের কুলীন জামাই-এর স্ত্রীসঙ্গ করারই মতন ওঁরাও ওই সৎসঙ্গে থাকবেন মাত্র একরাত। তারপরেই বিদায় হবেন। মিছিমিছি নাম জেনে লাভই বা কি ?

দু-তিন পাত্তর করে সিদ্ধি খাওয়ার পরে নানা উচ্চমানের আলোচনা শুরু হল। তবে আজ আর চারণের পেট খালি নেই। নবীন সন্ন্যাসীরা এবং তুরতি মিলে দারুণ একচড়া রেঁধেছিলেন দুপুরে। সুগন্ধি আতপ চাল, তার মধ্যে আলু, কাঁচালঙ্কা আর সঙ্গে খাঁটি গাওয়া ঘি। এমন ঘি বহুকাল পরে খেল ও। কতদিন আগে সেই হাজারিবাগে খেয়েছিল। চমনলাল বলত, তুড়ি মারো না দাদাবাবু, মারো, দেখবে, পারবে না। আঙুল পিছলে যাবে। সত্যিই আঙুল পিছলেই যেত। সেই ঘি-এ তৈরি হালুয়া বা খিচুড়ি খাওয়ার বেশ কয়েকদিন পর পর্যন্ত তর্জনী বুড়ো আঙুলের সঙ্গে অসহযোগিতা করত।

জিষ্ণু মহারাজের উল্লিখিত প্রসঙ্গে ফিরে এসে রোগা ও ফর্সা সন্ন্যাসী মুখ খুললেন। দুজনের মধ্যে ইনিই বয়োজ্যেষ্ঠ। সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুর মানুষ। ওর হিন্দিতে তামিল ভাষার প্রভাব পরিষ্কার বোঝা যায়। ইংরেজিতেও বোঝা যায়ই। মনে হল, ইংরেজিতে কথা বলতেই উনি হিন্দির চেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ। যদিও Not-কে "নাট", Good-কে "গুড্ডা" উচ্চারণ করেন। উনি বললেন, ধর্মনিরপেক্ষ দেশ পৃথিবীতে অনেকেই আছে। যেমন ইউনাইটেড কিংডম, যেমন ইউনাইটেড স্টেটস, কানাডা। সে সব দেশে সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষই যার যার নিজের ধর্মাচরণ করতে পারে বিনা বাধায়। নির্দ্বিধায় করতে পারে, নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার নিজেদের চেষ্টাতে। রাষ্ট্র তাতে বাধা তো দেয়ই না বরং পারলে সাহায্যই করে।

তুরতি বললেন, বাধা দেওয়ার প্রশ্নটা আসছে কেন ? ভারতবর্ষতেও কি কেউ বাধা দেয় ? তবে এটাও তো দেখতে হবে যে, একের ধর্মাচরণ বা ধর্মের প্রতি আনুগত্যর আধিক্য যেন অন্যের পক্ষে পীড়াদায়ক না হয়ে ওঠে।

জিষ্ণু মহারাজ বললেন, আমাদের দেশের ব্যাপারটা আলাদা। কারণ, স্বাধীনতার প্রাক্কালে জিন্নাসাহেবরাই জিগির তুলেছিলেন "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান"-এর। তাঁদের দাবি মেনে নিয়ে ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষকে তাঁদের কুখ্যাত Divide and Rule Policy-র পরাকাষ্ঠা করে ধর্মের ভিত্তিতে কেটে দুভাগ করলেন—"ধর্ম" শব্দটা এই উপমহাদেশে এক নতুন অর্থ এবং প্রাধান্য পেল। ধর্ম যেন আর নিভৃতে পালন করার বৃত্তি রইল না। অন্তরের সম্পদ রইল না আর তা। বহির্জগতের হাটে-বাজারের লেনদেন বা বিনিময়ের বা ক্ষমতার যুদ্ধের হাতিয়ার হল। এই ধর্মভিত্তিক দেশভাগের কারণে লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ এবং অনিচ্ছুক হিন্দু ও মুসলমানকেও নিজের নিজের ভিটেমাটি ছাড়তে হল চরম অপমান ও অসম্মানের সঙ্গে। তাই চল্লিশের দশক থেকেই এই উপমহাদেশে "ধর্ম" শব্দটি ভীতির উদ্রেক করল মানুষের মনে।

চারণ বলল, আচ্ছা, এসব আলোচনা তো আমরা শহরে সবসময়েই করে থাকি। বিশেষ করে, কলকাতাতে। কিন্তু আপনারাও করেন ? রাজনীতি/দেশনীতি এইসব নিয়ে আলোচনা করলে আপনাদের মনের স্থিতি, ধ্যান, এসব বিঘ্নিত হয় না ? চিন্তা করেন কি করে আপনারা এসব জিনিসে মন কলুষিত হয়ে গেলে ?

মোটা ও কালো নবীন সন্ন্যাসী বললেন, দেশমাতাও কি মাতা নয় ? স্বদেশ, স্বভূমি না থাকলে আমরা কোথায় বসে ঈশ্বরচিন্তা করব ? আপনি বাঙালি হয়েও, বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" পড়েও কি করে এ কথা বলছেন ? আমরা তো ক্ষমতা চাই না। কখনওই চাইব না ইরানের খোমেইনির মতন, রাশিয়ার রাসপ্যুটিনের বা আধুনিক লেনিন-স্তালিনের মতন, চায়নার মাও জেডং-এর মতনও।

www.MurchOna.com

আমাদের এক্তিয়ার শুধুমাত্র সাধারণের নৈতিক, ধার্মিক এবং পারমার্থিক বিষয়েই সীমিত। এসবই ব্যক্তিগত প্রেক্ষিতের ব্যাপার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরাও ভারতবাসী নই, এই দেশ আমাদের স্বদেশ নয়, এর ভাল-মন্দ নিয়ে আমাদের কোনওই মাথা ব্যথা নেই। এই দেশকে আমাদের চোখের সামনে বরবাদ করার অধিকার কারওই নেই। সে অধিকারকে মেনে নেওয়া কাপুরুষতারই নামান্তর, বীর্যহীনতার নামান্তর।

হচ্ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির প্রকৃত ব্যাখ্যা নিয়ে কথা। তাই না ? আমরা কি তা থেকে অনেক দূরে সরে আসিনি ?

জিষ্ণু মহারাজ বললেন।

—অনেক না হলেও, কিছুটা হয়তো এসেছি।

তামিল সন্ন্যাসী বললেন, সেকুলারিজম-এর ব্যাখ্যা সম্ভবত ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের চেয়ে ভাল আর কেউই দেননি। একে তো উনি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রগাঢ় পণ্ডিত দার্শনিক, দ্বিতীয়ত উনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি এবং যদি আপনারা কেউ কিছু মনে না করেন তো বলব, সবচেয়ে পণ্ডিত রাষ্ট্রপতি এবং সজ্জনও বটেন।

জিষ্ণু মহারাজ বললেন, যা সর্বতোভাবে সত্যি, সেই কথাতে মনে করার তো কারওই কিছু থাকার নেই।

তাহলে বলি, ড. আবিদ হুসেন-এর একটি বই এর সমালোচনা করতে বসে উনি লিখেছিলেন :

"It may appear somewhat strange that the government should be a secular one while our culture is rooted in spiritual values. Secularism here does not mean irreligion or atheism or even stress on material comforts. It claims that it lays stress on the unversatility of spiritual values which may be attainted by a variety of ways. There is a difference between contact with reality and opinion about it. Between mystery of God and belief of God. This is the meaning of secular conception of the state though it is not generally understood."

তারপরে আরেকবার উনিশ-শ বাহাত্তরের ডিসেম্বরে মুসলমানদের শিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে উনিই বলেছিলেন, "The ideal of secularism means that we abandon the inhumanity of fanaticism and give up the futile hatred of others."

তার মানে এই যে, ভারতবর্ষে ধর্মান্ধতা, কোনও ধর্মবিলম্বীদের ধর্মান্ধতাই, কোনওক্রমেই বরদাস্ত করার নয়। সে ধর্মবিলম্বীরা সংখ্যাগুরুই হন, বা সংখ্যালঘু। পাকিস্তান তো ইসলামিক রাষ্ট্র। ভারত তো তা নয়। ভারত হিন্দু রাষ্ট্রও নয়। তার নিজস্ব ইচ্ছাতেই নয়। ইচ্ছা করলেই যদিও হতে পারত। ভারত ঔদার্যর চরম করে অন্যসব ধর্মবিলম্বীদেরও সমান মর্যাদা, সমান সুযোগ দিয়েছে। আমি তো এও বলব যে, রাজনীতিকেরা, যা সংবিধানে দেয় ছিল না, তাও তাঁদের দিয়েছেন। —এখন সংখ্যালঘুদের ভয়ে কেন্দ্র এবং অধিকাংশ রাজ্য সরকারই সদাই কম্পমান। কারণ সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যা যে ক্রমশই বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভোটও তো বাড়ছে। সংখ্যালঘুদের প্রত্যেকেই যে নিরপেক্ষ, অন্ধ নন, মৌলবাদী নন, তার স্পষ্ট এবং অবিসংবাদী প্রমাণ এবারে সংখ্যালঘুদেরও দেবার সময় এসেছে।

—মুশকিল হল এই যে, সংখ্যালঘুরা এখনও ভারতীয় Mainstream-এ এসে মেলেননি। তবে এ কথা অবশ্যই বাঙালি মুসলমানদের বেলাতে প্রযোজ্য নয়। বাঙালির নিজ স্বার্থেই, দুই বাংলার বাঙালির স্বার্থেই সাম্প্রদায়িকতাকে পুরোপুরি বর্জন করা উচিত। এমনিতেই বাঙালির অস্তিত্ব এখন সংকটের মুখে। ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে Parallel economy-এর মত রাজনীতিক ক্ষেত্রেও Parallel politics চলছে। মূল ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে অন্য ইচ্ছা, অন্য ধ্যান-ধারণা, অন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা শুধু রোপিতই হয়নি, দিনে দিনে তা ক্রমশই মহীরূহর আকার ধারণ করেছে যা ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক।

www.MurchOna.com

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানই উনিশ-শ তেপান্নর ডিসেম্বর মাসে মীরাট কলেজের হীরকজয়ন্তী উৎসবে বলেছিলেন, "When it is said that we are a secular state it does not mean that we have an indifference to tradition or treverence to religion." ধর্মনিরপেক্ষতা আর ধর্মহীনতা, ধর্মবিদ্বেষ বা ঈশ্বরে অবিশ্বাস কোনওদিনও সমার্থক ছিল না। পরম মূর্খরাই এমন ভাবতে পারেন।

মোটা ও কালো নবীন সন্ন্যাসী বললেন।

তুরতি বললেন, কে জানে। স্বাধীনতার পরেপরেই বারেবারে রাধাকৃষ্ণান সাহেবের "ধর্মনিরপেক্ষতা" শব্দটিকে ব্যাখ্যা করার এমন প্রবণতা দেখা গেছিল কেন? উনি হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে, "ধর্মনিরপেক্ষতা" শব্দটি নিয়ে পরে অনেক জল ঘোলা হবে, এর কদর্থ করা হবে। এবং অসৎ মানুষেরা সেই ঘোলা জলে ছিপ ফেলবেন।

—হতে পারে।

তুরতি বললেন, শিক্ষিত হিন্দু এবং বিশেষ করে ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুদের অধিকাংশেরই কাছে ধর্মপালন ব্যাপারটা এখন খুবই লজ্জাকর হয়ে গেছে। বাঙালিদের মধ্যে তো গেছেই। "আমি ধর্ম মানি" বা "আমি ঈশ্বর মানি" এই কথা বলতে শিক্ষিতদের রীতিমতন লজ্জা পেতে দেখি। অথচ ঠিক তখনই অন্য অনেক ধর্মবিলম্বীদের মধ্যে ধর্মর জিগির প্রবলতর হয়েছে।

চারণ বলল, উর্দু কবি সাহির লুধিয়ানবীর একটি শের পড়েছিলাম

"ন তু হিন্দু বনে গা,
ন মুসলমান,
ইনসানকি অওলাদ হো,
তু ইনসানহি বনে গা"।

বাঃ।

বলে উঠলেন সকলে।

জিষ্ণু মহারাজ বললেন, এই তো কবির মতন কথা। কবির জাত নেই। কোনওকালেই ছিল না।

"ন তু হিন্দু বনেগা, ন মুসলমান,
তু ইনসানকি আওলাদ হ্যায়,
তু ইনসানহি বনে গা।"

বাঃ। বাঃ। বাঃ।

দেখতে দেখতে এই চন্দ্রবদনীতেও প্রায় দশদিন হয়ে গেল। সময় ভারী হালকা হয়ে গেছে। ফুলের গন্ধের মতন, পাখির ডাকের মতন।

সেদিন খুব ভোরে উঠেছিল চারণ। প্রত্যেকটি ভোরই, যে কোনও জায়গার ভোরই, অনেক কিছু বয়ে আনে। রাতে যা কিছুই অদৃশ্য বা অস্পষ্ট থাকে তাই নতুন করে প্রভাতী আলোতে দৃশ্যমান হয়। মানুষের মস্তিষ্কও যেন রাতে অন্যরকম হয়ে যায়। নানা আজগুবি ভাবনা জাগে। অসংলগ্ন হয়ে পড়ে, ভয়ার্ত, কামার্ত, উদ্বিগ্ন। একটু উষ্ণতার কাঙাল। কেন যে এমন হয়, কে জানে।

ঝকঝক করছে শীত-সকালের রোদ। তখনও গাছগাছালি, পর্বত, নুড়ি পাথর সব শিশির-ভেজা। শিশিরে ভেজা পাখিদের পালক, ফুলের পাপড়ি। ঘাসফুল। তারই মধ্যে ধীরে

www.MurchOna.com

ধীরে পথ বেয়ে কিছুটা হেঁটে গিয়ে তুরতির সেই চায়ের দোকানে পৌঁছল চারণ।

তুরতি আজ এখনও ঘুমোচ্ছেন। গত রাতে এক "কেলো" করেছিলেন তিনি। জিষ্ণু মহারাজের প্রস্তরাশ্রয় থেকে চারণের সঙ্গে বেরিয়ে একটু খোলা জায়গাতে দাঁড়িয়ে চাঁদিতে হিম লাগিয়ে, গঞ্জিকা এবং সিদ্ধির যুগপৎ 'সিদ্ধি' থেকে একটু আলগা হবেন এমনই অভিপ্রায়ে। কিন্তু সিঁড়ি নেমে কিছুটা গিয়েই চাতালের ওপরে দুম করে গাছের ডালে-বসা গুলি-লাগা পাখিরই মতন পড়ে গেছিলেন।

কী হল ? কী হল ? বলতেই, তিনি অস্ফুটে বললেন, হাওয়া মেলেনি।

কী ?

চারণ বলেছিল অবাক হয়ে।

চার হাতে-পায়ে ভর দিয়ে তুরতি উঠে বসেই বলেছিলেন, কোনওদিন গাড়ির এঞ্জিন টিউনিং করেছেন ?

নিজে হাতে ? না।

চারণ বলেছিল।

আমি করেছি। একসময়ে গাড়ির বড় সখ ছিল আমার। নিজে হাতে সব গাড়ির এঞ্জিনই টিউনিং করতাম।

এত গাড়িই যদি ছিল তবে ক্ষেমি বাঈজির বাড়ি বেহালা বাজাতেন কেন ?

বেহালা নয়। বেহালা নয়। জিষ্ণু মহারাজ ব্যায়লা বললে কি হবে ? আসলে সারেঙ্গি। বাঈজিরা কি ব্যায়লার সঙ্গে গান করেন নাকি ? তাঁরা করেন গান সারেঙ্গিরই সঙ্গে। সব বাঈজিই।

ঠিক। চারণ বলল।

হচ্ছিল তো গাড়ির এঞ্জিন টিউনিং-এর কথা।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। গাড়ির এঞ্জিনের টিউনিং কখনও নিজের হাতে করলে জানতেন যে, খপাখপ করে চোত-বোশেখের জল-শুকিয়ে-যাওয়া পুকুরে পোলো ফেলে মাগুর মাছ ধরার মতনই হাওয়াও ধরতে হয়। হাওয়ার সঙ্গে এঞ্জিনের কমবাস্‌সন মিলোতে পারলেই ধ্বজভঙ্গ কিন্তু কামাক্রান্ত আঁতেল পুরুষের ধ্বজার মতন এঞ্জিন ধ্বকধ্বক করতে থাকে। ফুস ফুস শব্দ করতে করতে হাওয়া লিক করে যায়।

ওই সাংঘাতিক উপমা শুনে চারণের বাকরোধ হবার উপক্রম হল।

কিন্তু তবু মুখে বলল, এ কথার মানে ঠিক বুঝলাম না।

দোষ আপনার নয় চারণবাবু। দোষ আমারই। আমিই বোঝাতে পারিনি। আসলে সিদ্ধি আর গাঁজার নেশাটা ঠিকমতন মেলাতে পারিনি। Combustion আর Fuel supply-এর মধ্যে সাযুজ্য ছিল না। তাই পড়ে গেলাম।

বাবাঃ। 'সাযুজ্য'-'টাযুজ্য' বলছেন দেখি। আপনি তো ইংরেজির মতন বাংলাটাও অত্যন্ত ভালই জানেন দেখছি।

না বলার কি আছে ? তবে বঙ্গভূমে যে যত বড় 'খসসর' তার ভাষাজ্ঞানও তত প্রখর। এই জন্যেই ওই জাতের কিস্‌সু হল না। বক্তব্যই যদি না থাকে কিছু, তবে শুধুমাত্র ভাষাজ্ঞান বা ব্যাকরণের জ্ঞান দিয়ে যে কিছুমাত্রই লাভ হয় না তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বাংলা সাহিত্য। তাই।... যা বললাম একটু আগে।

কি ?

চারণ শুধোল।

হাওয়া মেলেনি। মেলে না। আমার মতন মুখ্যুর গাঁজা আর সিদ্ধির নেশারই মতন হাওয়া মেলেনি বাঙালির।

এই মানুষটাও পাটনের মতন বা জিষ্ণু মহারাজেরই মতন গভীর রহস্যময়।

ভাবছিল, চারণ।

এই পুরো দেবভূমিই যেন এক গোলকধাঁধা। কত আকাট যে এখানে মহাপণ্ডিত সেজে বসে

www.MurchOna.com

অর্ধনগ্ন হয়ে আছে আর কত মহাপণ্ডিত যে মহামূর্খ সেজে, তা বোঝা ভারী মুশকিল। উপরের ছাই সরিয়ে দেখতে গেলেই কোথাও হীরে বেরোবে আর কোথাও কয়লা। সত্যিই এই দেবধাম এক গোলকধাঁধা।

এই তুরতি মানুষটি অকারণে এমন খারাপ খারাপ কথা, খারাপ ভাষা যে কেন ব্যবহার করেন, তা ভেবে পায় না চারণ। নিজেকে অকারণে এমন degrade করার মধ্যে কোন বাহাদুরী যে উনি দেখেন তা বোঝে না চারণ সত্যিই। এও হয়তো একটি ভেক। পাছে অন্যে তাঁকে বোঝার কাছাকাছি আসে তাই হয়তো তাঁর চারদিকে অকথ্য-ভাষার এই দেওয়াল তুলে রাখা। এত এবং এতরকম ভেক ভেদ করে এঁদের কারও প্রকৃত সত্তাকে বোঝার মতো কঠিন কর্ম আর বুঝি বেশি নেই।

চা খেয়ে, তুরতির জন্যেও চা এবং কটি মাটির কুলহার নিয়ে উঠে আসার সময়ে চারণের গত রাতে দেখা স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। এই স্বপ্নও গত তিরচারদিন ধরেই দেখছে। আশ্চর্য স্বপ্ন। অথচ এমনিতে কোনও স্বপ্নই ঘুম ভেঙে যাবার পরে স্পষ্ট মনে থাকে না। যা মনে থাকে, তা কিছু অসংলগ্ন কথা, অস্পষ্ট স্মৃতি। কিন্তু চন্দ্রবদনী যখন স্বপ্নে আসে, তখন চারণের সঙ্গে তার যা কথোপকথন হয় সে সব স্পষ্ট মনে থাকে চারণের। কিন্তু মনে থাকে, বেলা দশটা-এগারোটা অবধি। তারপরই ইচ্ছে করলেও আর মনে করতে পারে না।

স্বপ্নে চন্দ্রবদনী কোনওদিন আসে শাড়ি পরে। কোনওদিন সালোয়ার-কামিজ। কোনওদিন বা নাইটিতে, লেসের ফ্রিল-লাগানো। কোনওদিন তাদের দেখা হয় শান্তিনিকেতনের ঘণ্টা তলাতে, কোনওদিন রুদ্রপ্রয়াগে, কোনওদিন বা দেবপ্রয়াগে। গতরাতে দেখা হয়েছিল এক অচেনা জায়গাতে। চারণের অচেনা। হয়তো চন্দ্রবদনীর চেনা। একটি অতি নির্জন স্থানের তুষারাবৃত মন্দিরের সামনে। সেই জায়গাতে একটিও পর্ণমোচী গাছ নেই। সবই চিরহরিৎ। সাদা বরফের জটাজুট নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেইসব জলপাই-সবুজ গাছেরা। মৌনী সন্ন্যাসীদের মতন। কোন মন্দির তা কে জানে! তার বর্ণনা দিলে হয়তো জিষ্ণু মহারাজ বলতে পারবেন কোন তীর্থক্ষেত্র তা।

গতরাতের স্বপ্নে চারণের সঙ্গে চন্দ্রবদনী কথা বলতে বলতে কেবলই পেছন ফিরে দেখছিল আর হাত দিয়ে অদৃশ্য কাকে বা কাদের যেন ইসারা করছিল কিছু। হয়তো চুপ করতে বলছিল। অথবা হয়তো অনুরোধ করছিল একটু অপেক্ষা করতে। যদিও সেই অদৃশ্য এক বা একাধিক জনের গলার স্বর চারণ শুনতে পাচ্ছিল না। দেখতে তো পাচ্ছিল নাইই।

আগের দুরাতে হঠাৎই মুছে গেছিল সে। কিন্তু গত রাতেই প্রথমবার চন্দ্রবদনী চারণের স্বপ্নে অতি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। ফিল্মের নায়ক-নায়িকারা যেমন ছবিতে Fade-out করে যায়। আর Fade out করে যেতেই, যেখানে চন্দ্রবদনী দাঁড়িয়েছিল সেখানে পার্বত্য, ঝোড়ো শীতার্ত হাওয়া এসে বরফ কুচি নিয়ে খেলা করতে লাগল। যেমন করে সমতলের পর্ণমোচী বনে বসন্তের বা গ্রীষ্মের হাওয়া এসে ঝরাপাতা নিয়ে খেলা করে।

গত রাতে চন্দ্রবদনী অমন করে ফেড-আউট করে যাওয়াতে এবং তার আগে হাত তুলে অদৃশ্য সঙ্গী বা সঙ্গীদের কিছু বলাতে চারণের মনে বড়ই দুশ্চিন্তা হয়েছে। কারণ, ওর এক বাল্যবন্ধু বাচ্চু যখন মারা যায় তখন ঠিক অমনি করে খোলা জানালার দিকে চাইছিল। ঘরে, ঘর ভর্তি মানুষ ছিলেন, বাচ্চুর দাদারা, বৌদিরা, অবিবাহিত ওর বন্ধু-বান্ধবেরা। খোলা জানালাতে চারণেরা কারওকেই দেখতে পায়নি কিন্তু বারেবারেই ও বলছিল হাত তুলে, যাচ্ছি। যাচ্ছি। একটু দাঁড়াও ভাই, একটু দাঁড়াও।

এই দৃশ্যর কথা এর আগেও চারণের মনে এসেছে ফিরে ফিরে। হয়তো ওর নিজের মৃত্যু পর্যন্ত সেই দৃশ্যর কথা থাকবে ওর মনে।

বাচ্চুর ক্যানসার হয়েছিল। কেমোথেরাপি চলেছিল অনেকদিন। এক ডাক্তারের চেম্বার থেকে অন্য ডাক্তারের চেম্বারে পিং-পং বল-এরই মতন যাওয়া আসা করেছিলেন ওঁর আত্মীয়েরা পরম ধৈর্য সহকারে। কেমোথেরাপি করার জন্যে বীভৎস চেহারা হয়ে গেছিল বাচ্চুর। মাথাভর্তি কালো চুলের

www.MurchOna.com

একটি চুলও অবশিষ্ট ছিল না। শীর্ণ, ক্লিষ্ট, একটি করুণ মলিন কাঠামোর মধ্যে এককালীন পরম রূপবান সুপুরুষ যেন নির্বাসিত হয়েছিল। বড় বড় অ্যালোপ্যাথিক ক্যানসার-স্পেশালিস্ট 'না' করে দেওয়ার পরে ওর দাদারা হেকিম, বদ্যি, ওঝা, তারপর অমুক বাবা, তমুক মায়ের দোরে দোরে ঘুরেছিলেন অসহায়ের অপার উচ্চাশা নিয়ে। অর্থব্যয় হয়েছিল জলের মতন। আংটি, তাবিজ, মাদুলি কিছুরই কমতি ছিল না। ডাক্তারে আর ঈশ্বরে বিশ্বাসের ভাঁড়ার ক্রমাগত শূন্য থেকে শূন্যতর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাচ্চুকে ফেরানো যায়নি।

শহুরে ওঁদের সকলকে কাছ থেকে দেখে চারণের তখন মনে হয়েছিল যে, মানুষের ঈশ্বর বিশ্বাসটা শুধুই পাওয়া-নির্ভর। যে-বাবা যে-মা প্রার্থিত বস্তু, তা চাকরির উন্নতিই হোক, কী শত্রুর বিনাশই হোক, কী রোগের নিরাময়, তা পাইয়ে না দিতে পারেন তাঁরই কোনও প্রয়োজন নেই। 'বেকার' দেবতা তিনি। এই দেবধামে এসেই প্রথম একদল গৃহত্যাগী মানুষদের দেখল চারণ, যারা ঈশ্বরকে নিজেদের আনন্দর জন্যেই ভজনা করেন। তাদের কাছ থেকে কিছু চাইবার জন্য নয়।

বাচ্চুর চলে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে যারা জানালার পাশে ভিড় করেছিল তারা কারা ? যমদূত কি ? যমরাজ বলে কি সত্যিই কেউ আছেন ? তিনি কি সত্যিই দূত পাঠান মানুষকে নিয়ে যাবার আগে ? হিন্দু ও মুসলমানদের এত বিভিন্নরকম স্বর্গ ও নরকও কি সত্যিই আছে ? মানুষ মরে যাবার পরে কি সত্যিই তার আত্মার বিনাশ হয় না ?

এই সব জানতেই তো এসেছিল চারণ এখানে। কিন্তু জানা তো হল না। জানার আভাস মাত্র পেয়েছে। তাতে সম্ভবত তার অজ্ঞানবস্থা আরও 'ঘোরা' হয়েছে।

চন্দ্রবদনী যে কেন অমন Fade-out করে গেল সেদিন এবং কে বা কাদের যে সে দাঁড়াতে বলছিল, অপেক্ষা করতে বলছিল, তা বুঝতে না-পেরেই চারণের দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। মনে এইসব ভাবনা ভিড় করছে এসে। তাই সকালে ঘুম ভাঙার পরমুহূর্ত থেকেই ওর মন বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে আছে। সোনা রোদে ঝলমল করে-ওঠা এই সকালও তার বিষণ্ণতা একটুও কাটাতে পারেনি।

চারধারে কী অনাবিল, অপার্থিব নিস্তব্ধতা। এই নিস্তব্ধতা এক গভীর সমর্পণ-তন্ময়তা জন্মিয়ে দেয় বুকের মধ্যে। মন প্রাণ কাকে সমর্পণ করবে সেটা অবান্তর কিন্তু নিজেকে, নিজের শরীর-মনকে, নিবেদিত, সমর্পিত করার মধ্যেই যে এক গভীর গহন সুখানুভূতি, তার স্বাদের রকমটা সমর্পণ না-করেও যেন বুঝতে পারছে ও। এই জন্যেই হয়তো যুগ-যুগান্ত থেকে উচ্চকোটির মানুষেরা-মহৎ প্রাণেরা এমন নির্জনতার কোরকের মধ্যে এসে বাস করতে ভালবাসেন।

জিষ্ণু মহারাজ একদিন 'চাপরাশ' এর কথা বলেছিলেন। মনে আছে, চারণের। উনি হয়তো ঠিকই বলেছিলেন। একজন চাপরাশিই শুধু জানে চাপরাশ বইবার আনন্দ। সেই চাপরাশ ঈশ্বরেরই হোক, কী কোনও নারীর। অথবা কোনও গভীর বিশ্বাসের।

নেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ থাকে সে আনন্দ সস্তা আনন্দ। দেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ, সবকিছু থেকেও তা ছেড়ে দেওয়ার, ছেড়ে আসার যে কী আনন্দ, তা এই দেবভূমিতে এসে ভীমগিরি মহারাজ, ধিয়ানগিরি মহারাজ, দেবপ্রয়াগের মহারাজেরা এবং সবশেষে এই জিষ্ণু মহারাজ এবং তুরতির মতো অনেককে দেখেই বুঝেছে চারণ। বুঝে, নিজের এবং শহুরে নিজেদের নিজস্বার্থমগ্ন অশেষ সংকীর্ণতা এবং কূপমণ্ডুকতাকে ঘৃণা করতেও শিখেছে।

প্রস্তরাশ্রয়ে পৌঁছেই দেখল চারণ যে, ঘুম ভেঙে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে তুরতি পদ্মাসনে ধ্যানে বসেছেন। তাঁর ধ্যানভঙ্গ না করে তাঁর সামনে জোড়াসনে বসল চারণ।

কলকাতাতে আসন করে বসতেই পারত না পাঁচ মিনিটের বেশি। অথচ এই ক-মাসে সে এখন দিব্যি ঘণ্টার পর ঘণ্টা জোড়াসনে বসে থাকতে পারে।

চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ভেবে কাল রাতের ধুনির ধিকি-ধিকি আগুনের ওপরে কমণ্ডুলুটা বসিয়ে রাখল।

একটু পরেই চোখ খুললেন তুরতি।

www.MurchOna.com

শরীর ভাল তো ? কাল রাতে কোথাও লাগে-টাগে নি তো ? পাথরের ওপরে পড়ে যাওয়াতে ?

চারণ শুধোল।

শরীরের কথা শরীরই জানে।

ভীমগিরি মহারাজের মুখে শোনা সেই মারাঠী সন্ত তুকারামের গল্প মনে পড়ে গেল চারণের। তুরতিও সন্তই। তুরতি মহারাজ। মাত্রার ভেদ আছে শুধু সন্ত তুকারামের সঙ্গে।

চারণ ভেবেছিল ওর স্বপ্নের কথাটা জিষ্ণু মহারাজকেই বলবে। কারণ, মানবী চন্দ্রবদনীর কথা উনি জানেন। কিন্তু ওঁকে দেখতে পেল না। গত রাতে তো উনি বেশ ভাল ঘুমিয়েছিলেন প্রস্তরাশ্রয়েরই মধ্যে। তাই পাথরের চাতালে গিয়ে সকালে শুয়ে থাকার প্রয়োজন ছিল না কোনও। ওঁর কথা তুরতিকে জিগ্যেস করতেই তুরতি বললেন, উনি তো চলে গেলেন।

কোথায় ?

তা বলে যাননি। তবে উত্তরে গেছেন।

কখন ?

এই তো একটু আগে।

কোন পথ দিয়ে গেলেন ? আমি তো চায়ের দোকানে চা খেয়ে আপনার জন্যে চা নিয়ে উঠে আসছি। কই ? ওঁকে তো দেখলাম না।

হাঃ।

হাসলেন তুরতি।

তারপর বললেন, ওঁর পথ আর আমাদের পথ কি এক নাকি ? তাহলে তো আমিও জিষ্ণু মহারাজ হয়ে যেতাম। উনি কোথা দিয়ে কোথায় যান, কী করতে যান, আবার কোন পথে ফিরে আসেন কখন তা কি আমি জানি ? আপনিও যেমন জানেন না, আমিও জানি না।

কি হেঁয়ালি করছেন আপনি ?

হেঁয়ালি করছি না। বিশ্বাস করা-না-করা আপনারই ইচ্ছা। উনি যেখানে যাবার মন করেন সেখানেই চলে যান।

এসব বুজরুকি।

কে জানে ! শুধু বুজরুকরাই বুজরুকির কথা জানে। আমি বুজরুক নই, অবিশ্বাসীও নই। আমি বিশ্বাসী, তাই বিশ্বাস করি। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

বলেই বললেন, দিন, চা খাই।

তুরতি মহারাজের দিকে চায়ের কমণ্ডলু আর মাটির কুলহার এগিয়ে দিতে দিতে চারণ বলল, আপনি ঈশ্বরে একশভাগ বিশ্বাস করেন। তাই না ?

হাসতে হাসতে তুরতি বললেন, না।

তার মানে ? ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তো কি জিষ্ণু মহারাজে বিশ্বাস করেন ?

গুরু তো ঈশ্বরেরই অবতার, আধার। তবে 'না' বললাম এই জন্যে যে আমি ঈশ্বরে একশভাগ বিশ্বাস করি না, দুশো ভাগ করি। ঈশ্বর সবসময়ে আমার হাতে হাত রেখে চলেন। ওঁর হাতের পাতার উষ্ণতা আমি অনুভব করতে পারি।

সত্যি ?

অবাক এবং অবিশ্বাসী গলাতে বলল চারণ।

সত্যি।

কেমন সে পরশ ?

প্রেমিকার হাতের পাতার মতন। উষ্ণ, নরম, সামান্য কুয়াশার মতন কামজনিত ঘামে ভেজা।

ঈশ্বরের পরশেও কাম ?

থাকে বইকি। কামের কত্ত রকম হয়। কামই তো মানুষের, সব প্রাণীর জীবনের Driving force। সৃষ্টির উন্মেষকারী। সৃষ্টি রক্ষাকারী আদিমতম অনুভূতি। কাম মাত্রই খারাপ হতে যাবে

www.MurchOna.com

কেন ?

তাই ?

তাই তো।

হঠাৎই তুরতি বললেন, কি ভাবছেন ?

নাঃ।

তবে হঠাৎ চুপ করে গেলেন যে।

আপনারা দিনের পর দিন মাসের পর মাস চুপ করে থাকেন। চুপ করেই থাকবেন সারাটা শীতকাল। বাচাল আমি একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেই কি দোষ ?

হুঁ।

তারপরেই তুরতি বললেন, আপনি ওয়াল্ট হুইটম্যান পড়েছেন ?

চারণ চমকে উঠে বলল, আপনি হুইটম্যানও পড়েছেন নাকি ?

তুরতি হেসে উঠলেন জোরে।

বললেন, আমাকে আপনি কি ভাবেন বলুন তো ?

আমি ক্ষেমি বাঈজির ব্যায়লা বাদক বলে কি হুইটম্যানে আমার অধিকার থাকতে পারে না ?

একটু চুপ করে থেকে তুরতি বললেন, বুঝলেন মশাই, জীবিকাটা জীবনের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। জীবিকা দিয়ে মানুষকে চিহ্নিত করা, বিভাজন করাটা জঘন্য অপরাধ। এই অপরাধেই হিন্দুধর্মাবলম্বী বহু মানুষ অন্য ধর্মাবলম্বী হয়ে গেছে। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড় দোষই এই। তা বলে, আপনার মতন উচ্চশিক্ষিত মানুষও এখন অশিক্ষিতর মতন কথা বলবেন এটা প্রত্যাশার ছিল না।

হুইটম্যান-এর কথা শুধোলেন কেন ? হঠাৎ ?

আপনার কথার প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল, তাই। হঠাৎ বলে কোনও শব্দ নেই প্রকৃতিতে। হঠাৎ ভাবলেই হঠাৎ। বলেই, সুললিত কণ্ঠে চমৎকার ইংরেজিতে আবৃত্তি করলেন তুরতি।

"I hear and behold God in every object. Yet understand God not in the least.
Nor do I understand who there can be more wonderful than myself.
Why should I wish to see God better than this day?"

বলেই, তুরতি সামনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল পাথরের চাতাল এবং চন্দ্রবদনীজির রৌদ্রস্নাত মন্দিরের দিকে তাকালেন।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,

"I see something of God each hour in the twenty-four and each moment then,
In the faces of men and women I see God and in my own face in the glass.
I find the letters from God dropt in the street, and eyeryone is sign'd in God's name.
And I leave them where they are, for I know that wherever I go.
Others will punctually come for ever and ever."

বাঃ।

চারণ বলল।

চমৎকার নয় ? হুইটম্যান, হুইটম্যান। রাশ্যার টলস্টয়, আমাদের রবীন্দ্রনাথ আর উত্তর আমেরিকার হুইটম্যান। এঁদের কোনও বিকল্প নেই।

এত মনে রাখেন কি করে ?

মনে রাখার মতো হলে মনে থাকেই। আর মনে না-থাকার হলে চেষ্টা করলেও থাকে না।

পরক্ষণেই বললেন, জানেন মশাই এ জীবনে খুব বেশি পড়ার প্রয়োজন বোধহয় নেই। ভাল

www.MurchOna.com

কিছু বইপড়া এবং ভাল করে পড়াটা জরুরি। তাই যথেষ্ট। পেপারব্যাক বইয়ের Blurb পড়েই যাঁরা নিজেদের পণ্ডিত বলে জাহির করেন তেমন পণ্ডিতেই দেশ ছেয়ে গেছে।

চারণ বলল, রবীন্দ্রনাথও এই জন্যেই বলতেন, 'যাঁহারা সমস্তই পণ্ড করেন তাঁহারাই পণ্ডিত।'

হুইটম্যান থেকে একবার আবৃত্তি করতে শুরু করলে আর থামতে ইচ্ছা করে না। হুড়হুড় করে বানের জলের মতন মাথা থেকে সব বেরিয়ে আসে।

তুরতি বললেন।

আমি যে ঈশ্বরে টু হান্ড্রেড বিশ্বাস করি বলছিলাম না...

হ্যাঁ। বলছিলেনই তো।

সেই প্রসঙ্গে বলি, আপনি কি তলস্তয়ের "WHAT MEN LIVE BY' গল্পটি পড়েছেন ?

না।

চারণ বলল।

আমিও পড়িনি। আমার মা যখন চলে গেলেন তখন বাবার এক বন্ধু, যাঁর সঙ্গে আমার মায়ের একটি মাখো-মাখো সম্বন্ধ ছিল, এই বইটি বাবাকে পড়তে দেন।

নিজের মায়ের সম্বন্ধে এই রকম করে কথা বলা কি উচিত ?

চারণ বলল, কিন্ডারগার্টেন স্কুলের দিদিমণি শিশুদের যেমন করে বলেন, তেমন করে।

তুরতি বললেন, আপনি মশাই একটি রিয়্যাল বোকা—ড্যাশ।

ঠিক আছে। বলুন, যা বলছিলেন।

শুনুন তবে। তুরতি বললেন।

Zar-এর রাশ্যাতে এক প্রত্যন্ত প্রদেশের ছোট্ট গ্রামে একজন ভারী গরিব মুচি ছিল। সাইমন তার নাম।

তারপর ?

সাইমন আর তার স্ত্রী অতি কষ্টে সংসার চালায়। একটিই মাত্র ওভারকোট। ঝরনা থেকে জল আনতে যাবার সময়ে সাইমনের স্ত্রী সেই কোটটি পরে যায় আবার সাইমন যখন তাগাদাতে যায় বাকি পয়সা আদায় করতে, তখন সাইমনও সেই কোটটিই পরে যায় এ গ্রামে সে গ্রামে। এতই গরিব ছিল তারা।

একদিন ঘরে কিছুই নেই বলে সাইমনের স্ত্রী প্রায় জোর করেই সাইমনকে তাগাদাতে পাঠাল। অনেক রুবল পাওনা আছে। ধারে জুতো বানাবার সময়ে বানাবে আর টাকা দেওয়ার সময়ে মনে থাকে না মানুষের। যত রুবল পাওনা আদায় হবে তা থেকে কত রুবল-এর ময়দা কিনবে, কতর সবজি, এবং আরও কি কি সে সবেরই ফর্দ করে দিল সাইমনের বউ। বাড়িতে ময়দা নেইই বলতে গেলে। যাওয়ার সময়ে বউ বলে দিল 'বেলা বেলি বাড়ি ফিরে আসবে।'

সকাল সকাল বেরিয়ে তো পড়ল সাইমন।

তারপর ?

তারপরে যা হয়। টাকা প্রাপ্য থাকলে কী হয়, পুরোটা আর কে দেয় একসঙ্গে ? যে যত টাকার মালিক সেই তত বেশি ঘোরায়।

সারাদিন ঘুরে-ঘুরে যা প্রাপ্য তার অতি সামান্যই আদায় করতে পারল সে। মনের দুঃখে তাই শুঁড়িখানাতে গিয়ে ভদকা খেয়ে মাতাল হয়ে গেল। সব দেশের গরীবদেরই একই হাল। এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে, বরফ পড়তে শুরু করেছে। ওভারকোটের কলারটা দিয়ে ঘাড় ঢেকে সেটা কান অবধি তুলে দিয়ে সাইমন টলতে টলতে তার গ্রামের দিকে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। সামনে মৃত্যু শীতল ঘোর রাত্রি।

তারপর ?

চারণ বলল।

সাইমন দেখল সামনেই পথে একটি বাঁক। সেই বাঁক ঘুরেই অবাক হয়ে গেল সে। দেখল যে

www.MurchOna.com

পথের ওপরে এক সুন্দর যুবক সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে ওই আসন্ন সন্ধ্যাতে, তুষারপাতের মধ্যে।

তাকে দেখেই তো সাইমনের বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। কে বা কারা কাকে খুন করে ফেলে রেখে গেছে কে জানে তা! ঝামেলাতে জড়িয়ে পড়তে হবে হয়তো তাকেই। সব দেশের পুলিশই তো সমান।

ওই ভেবে চলেই যাচ্ছিল সে। পরমুহূর্তেই ভাবল যে, মানুষটি যদি মৃত না হয়, তবে এই ভাবে তুষারপাতের মধ্যে নগ্নাবস্থাতে পড়ে থাকলে তো এমনিতেই মরে যাবে ঠাণ্ডাতে। তারপর ভাবল, দেখাই যাক, মরে গেছে কি বেঁচে আছে! কাছে গিয়ে নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখল উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ছে এবং আশ্চর্য মানুষটির শরীর তখনও গরমই আছে। তার মানে, সে অতি স্বল্পক্ষণ হয় এখানে এসেছে বা কেউ তাকে ফেলে গেছে। তার শরীরে কোনও ক্ষত চিহ্নও নেই। কোথাওই নেই। আশ্চর্য ব্যাপার!

সাইমন আবারও চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল কিন্তু ওর বিবেক বলল, ও যদি মানুষটাকে পথে ফেলে যায় তবে তো সে ঠাণ্ডাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে যাবে। অথচ সে খালি হাতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরছে। বাড়িতে নিজেদের খাবার মতনও কিছু নেই। তার উপরে বাড়তি বোঝা এই উলঙ্গ অপরিচিতকে নিয়ে বাড়ি ঢুকলে তার স্ত্রী তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে। কিন্তু সব ভেবেও সাইমন মানুষটিকে ফেলে রেখে যেতে পারল না। তাকে হাত ধরে টেনে তুলল। তুলতেই লোকটি সাইমন-এর মুখে চেয়ে এক অদ্ভুত হাসি হাসল।

তারপর?

তার দুচোখে ঘোলা দৃষ্টি। যেন কিসের ঘোর কাটেনি তখনও। কোথা থেকে এসেছে জানে না সে, কোথায় যাবে জানে না।

সাইমন নিজের ওভারকোটটা তার গায়ে পরিয়ে দিল। নিজের গায়ে তাও তো একটি শতচ্ছিন্ন কোট ছিল। তারপর লোকটির হাত ধরে গ্রামের দিকে এগোল।

তোমার নাম কি?

মানুষটি চুপ করে রইল।

তোমার বাড়ি কোথায়?

তবুও সে নিরুত্তর।

তুমি কি কর? তোমার পেশা কি?

তাও কোনও জবাব নেই।

লোকটা বোবা না কি!

ভাবল, সাইমন।

ভারী বিপদেই পড়ল যা হোক।

বাড়িতে আসতেই বাইরের তুষার ঝড় যেন বাড়ির মধ্যেই ঢুকে পড়ল। অত গঞ্জনা-লাঞ্ছনা সত্ত্বেও লোকটি কিন্তু বসার আর খাবার ঘরের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে মাটিতে বসে রইল লজ্জায় ও অপমানে দুহাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে।

বাড়িতে ময়দা যতটুকু ছিল, না থাকারই মতন, তা দিয়ে রুটি আর বাঁধাকপি দিয়ে একটি স্যুপ মতন বানিয়ে, খাবার টেবল-এ লাগিয়ে যখন সাইমনের স্ত্রী তার স্বামী ও ছেলেমেয়েদের খেতে ডাকল তখন সেই আগন্তুককেও কিন্তু ডাকল।

সেই প্রথমবার লোকটি দুহাটুর মধ্যে থেকে মাথাটি তুলে সাইমনের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একবার হাসল। তারপর খেতে এল।

পরদিন, সাইমন কোনও কাজই না-জানা সেই লোকটিকে জুতো সেলাই করতে শিখিয়ে দিল এবং আশ্চর্য হয়ে দেখল যে একবার দেখাতেই সে পাকা মুচির মতো জুতো সেলাই করে ফেলল। তখন সাইমন ভাবল এই লোকটি ঈশ্বর প্রেরিত। ও বাড়িতে থেকে জুতো সেলাই করবে আর সাইমন ঘুরে ঘুরে কাজ জোগাড় করে আনবে এবং টাকা আদায় করবে। চমৎকার হবে।

www.MurchOna.com

দেখতে দেখতে সাইমনের অবস্থা ফিরে গেল। তার নামডাকও দেখতে দেখতে বহুগুণ বেড়ে গেল। মানুষটির হাতের কাজের গুণে। খুবই সচ্ছল অবস্থা এখন সাইমনের।

কিন্তু আশ্চর্য! মানুষটি কোনও কথাই বলে না কারও সঙ্গে একটিও সারাদিনে। শুধু ঘাড় গুঁজে কাজ করে যায়। খাওয়ার সময়ে ডাকলে উঠে খেতে আসে দুবেলা আর খাওয়া হয়ে গেলেই আবারও কাজ করে। কাজের ঘরেই শুয়ে থাকে রাতে।

একদিন সকাল বেলা হঠাৎই অনেক ঘোড়ায় টানা এক ঝুমঝুমি-বাজানো গাড়িতে ZAR পরিবারের একজন রাজপুরুষ এলেন সাইমনের দোকানে। দুষ্প্রাপ্য একটি হরিণের চামড়া দিয়ে বলে গেলেন শিকারের একটি বুট তৈরি করতে।

এও বলে গেলেন যে "যদি বুটটি ঠিকমতন না হয় তবে আমার হাতের হান্টার পড়বে তোমার মুখে।"

বলে আবার ঝুমঝুমি বাজিয়ে তিনি চলে গেলেন।

যখন রাজপরিবারের, মানুষটি কথা বলছিলেন সাইমনের সঙ্গে তখনই সেই লোকটি একবার মুখ তুলে হাসল।

যেদিন সেই বুট ডেলিভারি দেবার কথা সেদিনই সকালে আতঙ্কিত চোখে সাইমন দেখল যে, সেই হরিণের চামড়াটিকে বুট-এর মাপে না কেটে চটির মাপে কেটে ফেলেছে লোকটি।

তারপর? তারপর আর কি? হায়! হায়! করে উঠল সাইমন। লোকটিকে গালমন্দ করতে লাগল। এখন কী বিপদ ঘনিয়ে আসবে কে জানে! যখন তার বিপদের কথা আলোচনা করছে সাইমন এবং লোকটিকে তিরস্কার করছে এমন সময়ে বাইরে সেই বহু ঘোড়ায় টানা ঝুমঝুমি বাজাল গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। গাড়ি এসে থামল সাইমনের বাড়ির দোরগোড়াতে। গাড়ি থেকে সেই রাজপুরুষের ভ্যালে নেমে দৌড়ে এসে বলল, মাই মাস্টার ইজ ডেড। বুট লাগবে না। একটি চটি বানিয়ে দিতে হবে। কফিনে পরে শোবার জন্যে।

সাইমন বলল, তাই হবে। বিকেলে এসে নিয়ে যেও চটিজোড়া। তারপর আশ্চর্য চোখে চেয়ে রইল সেই লোকটির দিকে নির্বাকে। কিন্তু সেই মানুষটির মুখে তখনও কোনও কথা নেই। সে মুখ নিচু করে তার কাজ করে যাচ্ছিল মনোযোগ সহকারে।

এই অবধি বলে, থামলেন তুরতি।

চারণ বলল, তারপর? এ সবের মানে কি?

শুনুন বলছি। অত অধৈর্য হন কেন?

আরও অনেকদিন চলে গেল। এখন সাইমন রীতিমতন কেউকেটা হয়ে উঠেছে। বড়লোক। দেমাকে তার স্ত্রীর পা পড়ে না মাটিতে।

এমনই সময়ে একদিন একজন অত্যন্ত ধনী মহিলা তাঁর ফুটফুটে দুটি ছোট সুবেশা মেয়েকে নিয়ে এলেন জুতোর মাপ দিতে সাইমনের দোকানে। দুটি মেয়ের মধ্যে একটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। সাইমনের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, ওর পায়ে কি হয়েছে? মহিলা বললেন, ও জন্মাবার সময়ই একটি পা ভেঙে গেছিল। ওরা যমজ। ওর জন্মদাত্রী মা ওর পায়ের ওপরে গড়িয়ে গেছিলেন।

সে কী! আপনি ওদের নিজের মা নন?

না। তবে এখন নিজের মা-ই হয়ে গেছি। ওরাই আমার সব।

কীরকম! কী ব্যাপার বলুন তো শুনি।

আমরা খুবই গরিব ছিলাম। আমাদের গ্রামে আমাদের চেয়েও গরিব এক কাঠুরে থাকত। প্রচণ্ড এক দুর্যোগের রাতে সেই কাঠুরে গাছ কাটতে গিয়ে তার নিজেরই কাটা গাছে চাপা পড়ে মারা গেল। আর সেই রাতেই তার আসন্নপ্রসবা স্ত্রী যমজ মেয়ে প্রসব করল। প্রসবকালে প্রসব বেদনাতে ছটফট করতে করতে সে একটি নব জাতিকার উপরে উঠে যাওয়াতে তার পাটি খোঁড়া হয়ে গেল। সেই যমজ কন্যা প্রসব করার পরই সেই কাঠুরের স্ত্রীও সেই রাতেই মারা গেল।

তারপর?

www.MurchOna.com

মহিলা বলল।

তারপর আর কি ? মেয়েদুটি তো মারাই যেত কিন্তু আমার কদিন আগেই একটি কন্যা সন্তান জন্মেছিল, তাই আমার স্তনে দুধ ছিল। গ্রামের সবাই সালিশী করে সাব্যস্ত করল যে আমারই স্তন্যপান করিয়ে আমার মেয়ের সঙ্গে ওদের আমি বড় করে তুলতে পারি। এবং তাই করতে হবে। তাই হল। কিন্তু কিছুদিন বাদে আমার নিজের মেয়েটা মারা গেল। তখন এই মাতৃপিতৃহীন এরা দুজন আমার কন্যাসম হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে আমার স্বামী ব্যবসাতে খুব উন্নতি করেছেন। দেখতে দেখতে আমাদের অবস্থা ফিরল এবং পড়শির এই যমজ কন্যাও বড়লোকের মেয়েদেরই মতন স্বচ্ছলতার মধ্যে বড় হয়ে উঠতে লাগল। আজকে আমাদের যেমন কোনও অভাব নেই ঈশ্বরের দয়াতে এদেরও নেই। আমরা খুব খুশি। আমার মেয়েরাও খুব খুশি। অভাব কাকে বলে তা আমরা জানিই না।

ভদ্রমহিলা যখন এই গল্প বলছিলেন তখন সাইমন যাকে হাত ধরে নিয়ে এসেছিল একদিন, সেই লোকটি মুখ তুলে হাসল আর একবার।

এবারে সে হাসল ঐ ভদ্রমহিলার কথা শুনে।

ভদ্রমহিলা এবং তাঁর মেয়েরা জুতোর মাপ দিয়ে সাইমন-এর স্ত্রীর সঙ্গে গল্পগুজব করে চলে যেতেই সাইমন তাকে চেপে ধরল। বলল আজ তোমাকে বলতেই হবে তুমি কে ? কি তোমার পরিচয় ?

লোকটি এই প্রথম মাথা উঁচু করে তাকাল সাইমন-এর দিকে। তার মুখমণ্ডল এক আশ্চর্য হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। সে যখন কথা বলতে শুরু করল তখন মনে হল সে এই ইহজগতের কেউ নয়। দেবলোকেরই কেউ।

সে বলল, আজ বলব, সবই বলব, কারণ আমি আজ ফিরে যাব আমি যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানেই। আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে।

কি শিক্ষা ?

সাইমন এবং তার স্ত্রী সমস্বরে শুধোল।

সে আত্মস্থ হয়ে স্থির নিষ্কম্প গলাতে বলে চলল, আমি ছিলাম একজন যমদূত। ঈশ্বর আমাকে একদিন একটি আত্মা আনতে পৃথিবীতে পাঠালেন। সেদিন বড়ই দুর্যোগ পৃথিবীতে। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি ও বজ্র-বিদ্যুৎ। যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়েছে। একজন নারীর প্রাণ আনতে এসেছিলাম আমি। তার কাঠুরে স্বামীর আত্মা সেদিনই সকালে আমারই এক সহকর্মী নিয়ে যে এসেছে, তা আমি জানতাম। সেই দুর্যোগের মধ্যে উপস্থিত হয়ে আমি দেখলাম যে, সেই নারী সদ্য দুটি যমজ সন্তান প্রসব করেছে। ভগ্নপ্রায় কুটিরে সে একা। বললামই তো যে তার স্বামীর প্রাণ সেই সকালেই নিয়ে এসেছে আমারই এক সহকর্মী। আমি ভাবলাম, আমি যদি এখন সেই নারীর প্রাণটিও নিয়ে যাই তবে সদ্যোজাত শিশু দুটির কি হবে ? তাদের মৃত্যুও তো অনিবার্য। আমার মন বিদ্রোহ করে উঠল। ঠিক করলাম যে আমার দ্বারা অমন নিষ্ঠুর কাজ করা সম্ভব নয়। সব জেনে শুনেও সেই মায়ের প্রাণ আমি আনতে পারব না। তাই আমি স্বর্গে ফিরে গেলাম।

ঈশ্বর বললেন, এনেছ প্রাণ ?

আমি বললাম, না। পারিনি। ও প্রাণ আনলে সদ্যজাত শিশুদুটির কি হবে ?

ঈশ্বর বললেন, তুমি একটু বেশি বুঝেছ। তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি এখনও। বলেই উনি আমার ডানা দুটি কেটে দিলেন।

সাইমন বলল তারপর ?

তারপর সেই ডানাকাটা অবস্থাতে পৃথিবীতে যেখানে এসে পড়লাম আমি তখনই আপনি আমাকে দেখতে পান পথে। তখন তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেছিল। আপনি যদি সেই মুহূর্তে না আসতেন তবে আমিও তো নগ্নাবস্থাতে পথেই শীতে মরে থাকতাম মরা পাখিরই মতো। আমি ভেবেছিলাম, ঈশ্বর বোধহয় তাঁর কথা অমান্য করার জন্যে আমাকে মৃত্যুদণ্ডই দিলেন। কিন্তু আপনার নিজের

www.MurchOna.com

তেমন গরম পোশাক না থাকা সত্ত্বেও, আপনি অত্যন্তই গরিব তা সত্ত্বেও আপনি চলে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালেন।

আমাকে হাত ধরে টেনে তুললেন।

তখন আপনি হাসলেন কেন ?

সাইমন সেই যমদূতকে প্রশ্ন করল।

হাসলাম, এ কথা বুঝে যে, ঈশ্বর মানুষকে অন্য মানুষের জন্যে সহমর্মিতা দিয়েছেন। সে হাসি আবিষ্কারের হাসি। ঈশ্বরের ক্রিয়াকাণ্ড বোঝার ক্ষমতা যে আমার নেই সে কথা হৃদয়ঙ্গম করা হাসি।

আমার স্ত্রী যখন তোমাকে খেতে ডাকলেন তখন তুমি দ্বিতীয়বার হেসেছিলে। কেন ?

তখনও দারুণ অভাবী সংসারে ন্যায্য কারণেই অত্যন্ত বিরক্ত আপনার স্ত্রী সব অভাব ও বিরক্তি সত্ত্বেও আমাকে ডেকে খেতে বসিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে আবারও বুঝেছিলাম যে, সহমর্মিতা দিয়েছেন ঈশ্বর মানুষকে।

ZAR পরিবারের রাজপুরুষ যখন আমার সঙ্গে হাতের হাস্টার নেড়ে নেড়ে কথা বলছিলেন তখন তুমি হেসেছিলে কেন ?

সাইমন আবার জিজ্ঞেস করল।

হেসেছিলাম, কারণ, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে তার পেছনে আমার সহকর্মীরা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে নিয়ে যেতে এসেছে তারা। সে জানত না যে, ওই চামড়াতে বানানো শিকারের জুতো আর তার পায়ে উঠবে না। তার যা প্রয়োজন তা কফিনে শোওয়ার জন্যে একজোড়া চটি।

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সেই মানুষটি বলল, সেই মুহূর্তেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ঈশ্বর মানুষকে অনেক কিছুই দিয়েছেন কিন্তু জানতে দেননি পরমুহূর্তে কি ঘটবে। জানতে দেননি, তার মৃত্যু কোনক্ষণে এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষের সব জ্ঞানবুদ্ধিই এই ক্ষেত্রে বিফল। তাই সেই মূর্খ রাজপুরুষের ঔদ্ধত্য দেখে হেসেছিলাম। বুঝেছিলাম যে, ঈশ্বর কখন কি করেন, কেন করেন, সে সব শুধু তিনিই জানেন। আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল।

তারপর তুরতি বললেন, ওই সব কথা যখন সেই অনামা আগন্তুক সাইমনকে বলছিল তখন হঠাৎই তার ঘরের ছাদ সরে গেল। সাইমন, তার স্ত্রী এবং তার সন্তানেরা স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখল যে, সেই সরে-যাওয়া ছাদের গহ্বর দিয়ে সেই আগন্তুক ঊর্ধ্বলোকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চারণ বলল, এত গোঁজাখুরি গল্প বলে মনে হচ্ছে।

হয়।

হাসলেন তুরতি।

বললেন, গাঁজা তো খাই আমরা। সাহেবরাই তো আমাদের ভগবান। সাদা চামড়া যাদের, যারা "আর্য", "সভ্য", "শিক্ষিত" তাদের দেশের এক সত্যদ্রষ্টা ঋষিতুল্য মানুষ, আমাদের রবীন্দ্রনাথেরই মতন, তিনিও গাঁজাখুরি গল্প লিখবেন ? ডসটয়েভস্কি, চেখভ, তুর্গেনিভ এমন কি মায়াকোভস্কি লিখলেও না হয় অবিশ্বাস করা যেত। তা বলে, টলস্টয় ? না। গাঁজাখুরি নয়। ভুলে যাবেন না যিনি War and peace লিখেছিলেন তিনিই What men live by লিখেছিলেন। মানুষ কিসে বাঁচে, কি নিয়ে বাঁচে ? তা বলতে চেয়েছিলেন। যে সব মহামূর্খ মানুষ মনে করে যে, তারাই তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ এর নিয়ন্তা, তাদের অঙ্গুলি হেলনেই এই পৃথিবী নিয়ন্ত্রিত হয়, তাদের জানা উচিত ঈশ্বরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা। তারা প্রকৃতার্থে কার দয়াতে, কার করুণাতে এখানে আসে এবং বাঁচে। ঈশ্বরবোধ ব্যাপারটা ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস নয়, কমপিউটারে ডাটা ফিড করলেই ঈশ্বরের চেহারা ফুটে ওঠে না। এটা বিশ্বাসের ব্যাপার। এই বিশ্বাস জানাতেও মানুষ হিসেবে উচ্চকোটীর হতে হয়। যারা তেলাপোকা বা ব্যাঙের জন্মের পরে মনুষ্যজন্ম পায় ঈশ্বরবোধ তাদের জন্যে নয়। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

চারণ বলল, টলস্টয়ের এই লেখার কথা, আশ্চর্য ! শুনিনি কখনও।

www.MurchOna.com

অনেকেই শোনেননি।

নামটা যেন কি বললেন ?

What men live by

তুরতি বললেন।

তুরতির গল্প শুনতে শুনতে বেলা গড়িয়ে যেল। মন্দিরের ছায়া পড়েছে চাতালে। বেলা প্রায় দশটা-টশটা হবে।

জিষ্ণু মহারাজ নেই তাই আজ যেন তুরতির কোনও তাড়াও নেই। দু-একজন সাধু-সন্ন্যাসী আসছেন এদিকে। তীর্থযাত্রী এখন খুবই কম। ঘুরেঘুরে দেখছেন। প্রস্তরাশ্রয়ের পাশে দাঁড়ালে তুষারাবৃত একাধিক শৃঙ্গ দেখা যায়।

তুরতি বললেন, গ্রীষ্মকালে আমি ওই চাতালেই ধ্যানে বসি।

তাই ?

চারণ বলল।

তা ধ্যানে বসে কি ধ্যান করেন আপনি ?

সে কি বলা যায় ?

হেসে বললেন, তুরতি।

একজনের ভাবনা কি অন্যকে দেখানো যায় ? আপনি নিজে যদি ধ্যানে বসেন তবে নিজেই জানবেন। ধ্যান এর গোড়ার কথা হচ্ছে মনকে শান্ত, সমাহিত করা। এই যুগে মনকে শান্ত করাটাই সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। জানেন, আমার মনে হয়, এই আধুনিক যুগে কম্যুনিকেশনানের যতই উন্নতি ঘটেছে, মানুষের মনের শান্তি ততই বিঘ্নিত হয়েছে। মানুষ যা কিছুকেই আজ "উন্নতি" বলে জানছে একদিন তার সবকিছুকেই আত্মঘাতী অবনতি বলেই জানবে। কিন্তু ততদিনে খুবই দেরি হয়ে যাবে। তখন মানুষকে, মানে, এই প্রজাতিকেই আর বাঁচানো যাবে না।

আপনার কথার মানে বুঝলাম না।

বুঝলেন না ? তাহলে কী করে বোঝাই বলুন ?

কম্যুনিকেশন বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন ?

সব কিছুই। পথঘাট, ফোন, টেলেক্স, টেলিফ্যাক্স, ই-মেইল, সেলুলার ফোন, টিভি, ভিসি আর, টিভি-টেলিফোন, এরোপ্লেন। এবং মিডিয়া। কাল সকালের খবর কাগজ খুললে, যদি এখানে কাগজ পেতেন, তাহলে দেখতেন হয়তো কামাচকাটকাতে বিধ্বংসী আগুন লেগেছে। অথবা আফগানিস্তানের তালিবানরা বোরখার নীচে মেয়েদের গোড়ালি দেখা গেছে বলে তাদের বেধড়ক চাবকেছে, অথবা ভি পি সিং বা নরসিংহ রাও-এর গুহ্যপ্রদেশে কর্কট রোগ হয়েছে, অথবা নিমপাতা সেন নামের এক বাঙালি মেয়ে মিস জায়রে হয়েছে, অথবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কোনও খাতা নর্দমাতে পাওয়া গেছে, অথবা জ্যোতি বসু বা শারদ পাওয়ার বা লালুপ্রসাদ যাদব (যবতক সামোসামে আলু রহেগা, তবতক বিহার মে লাল্লু রহেগা) কোনও অনুষ্ঠানে ফিতে কাটছেন এবং তেড়ে বক্তৃতা করছেন।

তাতে কি হয়েছে ? এগুলো কি খবর নয় ?

না, তা নয়। খবর অবশ্যই। কিন্তু এইসবের কোনও একটা খবরেও কি আপনার নিজের সত্যিই কোনও প্রয়োজন ছিল ? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতার ওই হাল তো বহুদিন থেকেই অমনই। এই সব না জানলে, এই সব ছবি না দেখলে, আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং প্রকৃত জ্ঞানের কি কিছুমাত্রই ঘাটতি বা অবনতি ঘটত ? তবে এটা ঠিক যে, আপনার আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট মূল্যবান সময়ই নষ্ট হত। টেনশান বাড়ত। মনোসংযোগের ক্ষমতা কমত। এই ধরাধামে আপনি কোন কাজ নিয়ে এসেছেন, জীবনে আপনার ব্রত কিছু ছিল কি, আপনি দিনের পর দিন এই অকারণ Exsercise in futility-তে তাই ভুলে যেতেন। যদি কোনও বিশেষ কাজ নিয়ে নাও এসে থাকেন (সকলেরই যে তা আসতে হবে এখন ভাবনা পাগলেই ভাবে) তবেও আপনি ঠ্যাং-এর ওপরে ঠ্যাং

www.MurchOna.com

তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে কাকেদের ঝগড়া বা চড়াই পাখির আদর দেখার নিখরচার এবং অনাবিল আনন্দে বুঁদ হয়ে যেতে পারতেন। নিজের পছন্দর বই পড়তে পারতেন। প্রিয় গান শুনতে পারতেন। আপনি কোন প্রয়োজনে কষ্টার্জিত গ্যাঁটের কড়ি করচ করে দুনিয়ার এই আবর্জনাকে নিজের মাথায় ঢোকাবেন তা, বলতে পারেন ?

তা ঠিক।

চারণ বলে।

টিভির সামনে যাঁরা বসে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁদের হাতে যে অঢেল সময় এমনও তো নয়। করার মতো অনেক কিছুই তাঁদের আছে। অথচ তবু নিছকই অভ্যাসের বশেই যে সব আনন্দের তাঁরা কখনও শরিক হতে পারবেন না, যেসব শোকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন না, যে সব ভোগে বা ত্যাগে কোনওদিনও সামিল হতেও পারবেন না সেই সবেরই মধ্যে সেঁটে যাবেন তাঁরা। তাতে কোন উপকার হয় ? চোখ খারাপ হওয়া ছাড়া ? খবরের কাগজ আর টিভি না দেখে, বই পড়া ভাল। বই পড়লে, মনোসংযোগ কমে না, উলটে মনোসংযোগ বাড়ে। বই আপনি আপনার ইচ্ছেমতন রুচিমতন নির্বাচনও করে পড়তে পারেন। তা করে আপনার ইন্টারেস্টের কোনও বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান গভীরতর করতে পারেন। অন্যে যা গেলাবে তাই গিলতে হবে না আপনাকে।

তারপরে একটু থেমে বললেন, চারণবাবু, আচ্ছা, আপনি একটা কথা আমাকে বলুন তো ? এখন তো প্লেনের দৌলতে আট দশ ঘণ্টাতেই পশ্চিমী দেশে পৌঁছে যাচ্ছেন যে কেউই। কিন্তু বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মুখাগ্নি করতে কতজন ছেলে দেশে আসছে ? আপনার জানাশোনা আত্মীয়পরিজনেরা বা বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয়ই বিদেশে আছে। তাঁরা আসছেন কি ?

ঠিক বলতে পারব না।

আদৌ নয়। ফোন করে তাঁর সদ্য-বিধবা মাকে বলছেন, মা। গিয়ে আর কী করব ? পাঁচুকে বোলো, মুখে আগুন দিতে। আমার বড্ড কাজ।

মা জীবিত না থাকলে ভাইকে বলছেন : "ও সব 'ঘাস্টলি রিচুয়ালস'-এ বিশ্বাস করি না আমি। বাবা চলেই যখন গেছেন তখন গিয়ে আর কি করব ? সিলি সেন্টিমেন্টস যত্বসব। মানুষ জন্মালেই তো মরেই একদিন। আমার অ্যানুয়াল ভেকেশান বুক করা হয়ে গেছে। বারমুডাতে স্কুবা-ডাইভিং করতে যাব। আই অ্যাম ডাইং ফর আ হলিডে। পঞ্চাশ ডলার পাঠিয়ে দিচ্ছি। শ্রাদ্ধর খরচ হিসেবে।"

একটু থেমে তুরতি বললেন, তাহলেই দেখুন। কম্যুনিকেশানস-এর উন্নতির নিট ফল তো এই। মানুষ স্বার্থপর হয়েছে। চক্ষুলজ্জাহীন হয়েছে। আত্মমগ্ন। তার সার্বিক আত্মিক অবনতি হয়েছে। লোভী হয়েছে। টাকা চিনেছে। শুধুই টাকা। মা মৃত্যুশয্যায় থাকলে জেট প্লেন যদি ছেলেকে কাছেই আনতে না পারে, বাবার শ্রাদ্ধতেও যদি সেই ছেলে না আসতে পারে, তবে এই দ্রুতগামী যানবাহনের প্রয়োজন কি ছিল ? টাকা আরও টাকা রোজগার করার জন্যেই কি শুধু ? এক জায়গার থেকে আরেক জায়গার দূরত্ব নস্যাৎ যেমন করেছে শব্দর চেয়েও দ্রুতগামী যানবাহন, তেমনই নস্যাৎ করেছে মানুষের সঙ্গে মানুষের চিরন্তন সম্পর্ককে। প্রেম, দাম্পত্য, অপত্যকে। দ্রুত ছুটে চলেছে মানুষ। কিন্তু কোথায় যে চলেছে, তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথাই নেই। এই ছোটাছুটি মানুষকে মনুষ্যেতর জীবে পর্যবসিত করেছে। তবে কেন এই ছোটাছুটি ? আর্থিক সাচ্ছল্য আর আত্মিক দীনতারই জন্যে ? মনুষ্যত্বই যদি বিকৃত হয়ে যায় তবে কত দূরের পথ কত কম সময়ে অতিক্রম করা যায় তা দিয়ে মানুষের কি হবে ? সেলুলার ফোন দিয়ে কি হবে ?

চারণ একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি হয়তো একটু বাড়িয়ে বলছেন। তবে আপনার কথাটা যে পুরোপুরি মিথ্যা এখনও বলতে পারি না।

তুরতি আবারও বললেন কি না ? ভেবে দেখুন আপনি চারণবাবু, কোটি কোটি মাইল সড়ক পৃথিবীর সব জায়গার শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে কিনা। আমাদের এই জীবনে, এই পৃথিবীতে রহস্য বলে কিছু ছিল, আব্রু ছিল, কল্পনার অবকাশ ছিল, এখন আর নেই। মুজাফফরপুরের মানুষ এখন

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

লিচু খেতে পান না, বাংলাদেশের মানুষ ইলিশ মাছ খেতে পান না, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙার মানুষে কুমড়ো কিনতে পারেন না। এত দাম! বহরমপুরেও পাঁঠা নেই, মানুষের মধ্যে হয়তো কিছু আছে, কিন্তু অজগোষ্ঠীর মধ্যে নেই। মেদিনীপুরের সমুদ্রপোকুলে বাগদা চিংড়ি নেই। মালদাতে আম নেই। সুন্দরবনের বাদার মানুষ কাঁকড়া খেতে পায় না, সব রপ্তানি হয়ে যায় দেশে কী বিদেশে।

একটু থেমে তুরতি বললেন, রপ্তানি যে হয়, আমদানি কারা করে? যাদের অনেক টাকা আছে শুধুমাত্র তারাই। রপ্তানি কারা করে? পয়সাওয়ালা মানুষেরা। ফড়েরা, এক্সপোর্টাররা। আরও টাকার রোজগারের জন্যে। তাতে স্থানীয় জিনিস স্থানীয় মানুষেই পান না। কম্যুনিকেশনস-এর উন্নতির একমাত্র উদ্দেশ্য যদি হয় বড়লোকদের আরও বড়লোক করা, তাহলে আমার কিছুই বলার নেই। আমাদের দেশে, বিশেষ করে এই সব আধুনিক উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি, দেশের সাধারণ মানুষের অপকার ছাড়া উপকার করেনি কোনও। সিনেমা, টিভি-র জন্যে আর ভিডিও পার্লারের জন্যে দেশের মানুষের স্বভাব, চরিত্র, মানসিকতা সবই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে পুরোপুরি। যে-দেশের আমজনতা আজও রামায়ণ মহাভারত আর কোরাণের শিক্ষাতে শিক্ষিত সেই দেশে এই সব অন্যরোপিত "উন্নতি" এই দেশের সাধারণের আত্মিক, এবং পারমার্থিক সর্বনাশকে সুনিশ্চিত করেছে।...

আপনি খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। সাধুসন্তদের এমন উত্তেজনা মানায় না।

চারণ বলল, তুরতিকে।

সন্ত তো হতে পারিনি এখনও। হলে, উত্তেজিত হতাম না। কঠিন বাস্তবের এই সব কথাই তাহলে মহারাজেরই মতো হাসতে হাসতেই বলতে পারতাম।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমার জন্যে প্রার্থনা করুন চারণবাবু একদিন যেন "সন্ত" হয়ে উঠতে পারি। সন্ত যদি হয়ে উঠতে পারি আমার জীবদ্দশায়, তবে যে-দেশের মানুষেরা আমাদের এবং শুধু আমাদেরই নয়, সারা পৃথিবীরই এমন ক্ষতি করে যাচ্ছে, সর্বনাশ করে যাচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই, সেই আমেরিকানদের আমার পায়ের কাছে বসিয়ে শেখাতাম "বড়লোক" শব্দটার মানে। অর্থ, কোনওদিনই কোনও মানুষের মতন মানুষকে প্রকৃতার্থে "বড়লোক" করতে পারেনি। ডলার-সর্বস্ব ওরা, এ সব কথার অর্থ কী বুঝবে?

আজ যে বহু আমেরিকান এই দেবভূমির পাহাড়ে-কন্দরে ন্যাংটো ও আধন্যাংটো সাধু-সন্ন্যাসীদের পায়ের কাছে এসে বসেছেন তাতে আপনার খুব আনন্দ হয়, না?

না। হয় না। কারণ, যাঁরা আসেন তাঁরা সকলেই উচ্চমার্গের মানুষ। তাঁরা এমনিতেই আসতেন। এঁরা নয়, কবে নিম্নবর্ণের মানুষও আসবেন তাই ভাবি আমি।

আচ্ছা! বলুন তো জিষ্ণু মহারাজ আমাকে এমন করে ডেকে নিলেন কেন? আমি তো কেউই নই। কী উদ্দেশ্য ওঁর?

ভয় নেই আপনার। উনি ডেকেছেন বটে, তবে বেঁধে রাখার জন্যে ডাকেননি। উনি মানুষকে চেনেন বলেই ডেকেছেন।

আমাকেও কি আপনারই মতো চেলা বানাবেন? আপনি তো প্রগাঢ় পণ্ডিত। আমার কোন যোগ্যতা আছে? আমি তো আপনার পায়ের নখের যোগ্যও নই।

কার কী যোগ্যতা, তা সে নিজে কি কখনও জানে? তা ছাড়া কথায় বলে না? "গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা মিলে এক।" তবে এ কথা ঠিক যে, আমি মুখখিস্ত্যানন্দ বাবা। আমার ধারে কাছে আপনি তো দূরস্থান, এই দেবভূমির আর কেউই আসতে পারবে না এই গুণপণাতে।

চারণ হাসল, তুরতির কথা শুনে।

তুরতি বললেন, আপনার ভোগ কি শেষ হয়েছে?

মানে?

মানে, কামনা-বাসনার নিরসন কি হয়েছে?

www.MurchOna.com

জানি না। বোধহয় নয়।

আমারও তাই মনে হয়।

কী করে মনে হল ?

বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু হয়। Its a matter of feeling.

আপনার ?

চারণ উলটে প্রশ্ন করল।

দুটি হাত দুদিকে প্রসারিত করে তুরতি বললেন, বিলকুল। ভোগের নিবৃত্তি না হলে এই অমৃতর স্বাদ তো পাওয়া যায় না। মনটা আর শরীরটা কেবলই পড়শির বেড়ালেরই মতন ছুঁক ছুঁক করে, কেবলই জানালার গরাদ গলে এসে মাছটা-দুধটা খেয়ে যেতে চায়।

আপনি কি গৃহী ছিলেন ?

চারণ শুধোল তুরতিকে।

গৃহে বাস করতাম ঠিকই। গৃহ না বলে তাকে প্রাসাদ বলাই ভাল। এসব পূর্বাশ্রমের কথা। আমি তো এখনও সন্ত হইনি, তাই বলছি। তবে গৃহী বলতে যদি সংসারী বোঝান তা হলে বলতে হয়, সংসার আমি করিনি। কখনওই নয়।

আশ্চর্য। সংসার করলেন না আর ভোগের নিবৃত্তি হল কি করে ?

চারণের এই কথাতে খুব জোরে হেসে উঠলেন তুরতি।

বললেন, সংসারীরা তো একই জায়ার সঙ্গে সংসার করে। যে সুদর্শন বুদ্ধিমান যুবকের পকেট-ভর্তি টাকা থাকে, শিক্ষাও থাকে, বংশমর্যাদা থাকে, তার জায়ার অভাব কি ?

মানে ?

আমার ভোগের নিবৃত্তি অবশ্যই হয়েছে। জনপদবধূরা যেমন করে পুরুষের কামের নিবৃত্তি ঘটাতে জানেন তেমন করে হয়তো কম জায়ারাই পারেন। এই সত্য যদিও খুবই দুঃখের।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, শরীরটা যে ওঁদের কাছে মন্দির। মনোমন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই, তা জানেন বলেই ওঁরা শরীরকেই মন্দির করে তুলে পরম শুচিতার সঙ্গে পুণ্যার্থীকে গ্রহণ করেন। অনেকই শিখেছি চারণবাবু ওঁদের কাছে। শুধু শরীরের ভালবাসাই যে পেয়েছি তাই নয়। মিথ্যে বলব না, মনের ভালবাসাও পেয়েছি। শ্রীকান্ত যেমন পেয়েছিলেন তাঁর রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে। ওঁরা যখন ভালবাসেন তখন...কী বলব কী করে বোঝাব জানি না, যেন, যেন, কুকুরীর মতন নিঃস্বার্থভাবে, আন্তরিকভাবে, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই ভালবাসেন। একজন কুকুরী মনিবকে ঠিক যে রকমের ভালবাসা বাসে তেমন ভালবাসা কি কোনও স্ত্রী কোনওদিনও কোনও স্বামীকে ভালবাসতে পারেন ?

চারণ, তুরতির এই অভাবনীয় এবং ধাক্কা-দেওয়া কথাতে অবাক হয়ে বলল, কী জানি। আমার তো স্ত্রী হয়নি। বলতে পারব না তাই।

বিবাহিতা স্ত্রী তো আমারও ছিল না তা বলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হতে পারে, তা না বোঝার কি আছে ? আমি তো আর এঁড়ে গরু নই।

তুরতি বললেন।

এই আরম্ভ হল বোধহয়।

মনে মনে ভয় পেয়ে গেল চারণ।

ও ভাবছিল, তুরতি বোধহয় সব জানেন না। একটি দাম্পত্যর মধ্যে যে কি থাকে তা দম্পতিরাই শুধু জানেন। বড় গূঢ় রহস্য। বাইরে থেকে জানা অত সহজ নয়। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

পরক্ষণেই তুরতি বললেন, আপনি বিবাহ তো করেননি, কিন্তু নারী-সংসর্গও কি করেননি কখনও ? Orgasm শব্দটার মানে জানেন কি ? বইপড়া বা শোনা বিদ্যা নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতায় ?

বলেই বললেন, মিথ্যে বলবেন না কিন্তু। আমাকে মিথ্যে বলবেন না।

জানি।

www.MurchOna.com

অবিবাহিতর নারী-সংসর্গ কি উপায়ে হয়েছিল ? পরকীয়া ? না জনপদবধূ ?

পরকীয়া ।

এক ? না একাধিক ?

এক । সম্পর্ক একই মাত্র ।

কতবার সঙ্গম করেছেন ?

বার কয়েক মাত্র । একই রমণীর সঙ্গে । বললামই তো ।

লজ্জিত এবং বিব্রত চারণ মুখ নামিয়ে বলল ।

তবে তো জানেনই Orgasm-এর মানে । নিঃশেষে জরায়ুতে বীর্যপাতের পরে যেমন ভারশূন্য মনে হয় পুরুষের নিজেকে, (হয়তো নারীরও হয়, নারী নই বলেই বলতে পারব না তাঁদের কথা), যেমন অপার আনন্দ আসে মনে, যেমন সেই চরম পুলকের মুহূর্তে সব পাজি, ক্ষতিকারক, ঈর্ষাকাতর, নীচ মানুষের সমস্ত অপরাধই ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে যায়, ঠিক তেমন...

তেমন কি ?

আমি শারীরিক অবস্থার বা অবস্থানের বর্ণনাই দিলাম মাত্র । শরীরেরই মতন আপনার মনের অবস্থাও যেদিন চরমপুলকের পরের অমন আনন্দময়, ভারশূন্য, ক্ষমাময়, গান গাইবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠবে সেদিনই শুধু "তৈরি" হবেন আপনি । সেদিনই শুধু এই সাধনমার্গে সাধনা শুরু করার যোগ্যতার উন্মেষ হবে আপনার মধ্যে ।

কামই কি একমাত্র রিপু নাকি ? আপনার দেখছি কামময় জগৎ ।

চারণ একটু শ্লেষের সঙ্গেই বলল ।

মোটেই নয় । রিপু তো অনেকই । কে না জানে ? কামের চেয়েও বড় রিপু ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য, ভয় । সব রিপুকেই জয় করতে হবে । একটাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পারলেই অন্যরাও আস্তে আস্তে তার অনুগামী হবে । আমার মতো হাড়ে-হারামজাদা, লক্কাপায়রা, মাগিবাজ হোপলেস কেস যদি পায়ে পায়ে এতদূরে এসে এই চন্দ্রবদনীর মন্দিরে পৌঁছে জিষ্ণু মহারাজের চরণে ঠাঁই পেতে পারেন তাহলে আপনিও বা পাবেন না কেন ? তাছাড়া, সকলকেই যে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হতেই হবে তারই বা কি মানে আছে ? সংসারে থেকেও যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁরাই তো সবচেয়ে বড়মাপের সন্ন্যাসী । মহারাজকে জিগ্যেস করবেন । আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় ।

বিশ্বাস না হওয়ার কি আছে ।

চারণ বলল ।

আপনি বিয়ে করুন ফিরে গিয়ে ।

তুরতি বললেন,

কাকে ?

আরে ! এত মহা ন্যাকাখোকা দেখছি ।

চারণ জোরে হেসে উঠল । না-হেসে পারল না বলে ।

বলল, সত্যি । আপনি incorrigible ।

তুরতি বললেন, সম্পত্তির মধ্যে তো এখন শুধু মুখটিই আছে । আর সবই তো গেছে । সেটুকু নিয়ে একটু খেলা করব, তাতেও আপত্তি ? How mean are you!

তারপর বললেন, যাকে খুশি তাকেই বিয়ে করুন । বিয়ে করুন, আর নাই করুন, জীবনকে ভোগ করুন । উ্যলিসীসের মতন বলুন "I will drink life to the Lees" । আর শুধু বলেই ক্ষান্ত হবেন না । Please do it! ত্যাগেরই মতন ভোগও মহান । দুইই সমান পুণ্যের । দুইই কষ্ট করে শিখতে হয় । তবে ভোগ করবেন কিন্তু কই-মাগুরের মতন জীবন যাপন করে ভোগ করবেন না । জলে থেকেও, কাদা-দলদলি থেকে সবকিছু নিয়েও, জলজ কুমুদিনী যেমন করে জলের ওপরে মাথা উঁচিয়ে হাসে, চাঁদকে, পাখিকে ভালবাসে, তেমন করেই ভোগ করবেন । ভোগের মধ্যে আবিলতা আনবেন না কখনও ।

www.MurchOna.com

বাঃ !

চারণ বলল, আপনি যেমন বাংলা বলেন, আপনি তো লেখকও হতে পারতেন স্বচ্ছন্দে।

কোন দুঃখে মহায় ? বেশ আছি। খাসা আছি।

তা ঠিক। তবে আপনি হয়তো পারতেন ইচ্ছে করলেই, লেখক হতে।

চারণ বলল।

ইচ্ছে করলে ! ইচ্ছে করলে তো নিত্যভামা অপেরার 'কচু খেকো' যাত্রার "বিবেকও" হতে পারতাম। অথবা রাজ্য সরকারের কোনও মন্ত্রী-টন্ত্রী। যে নিজে রাজা, সে মন্ত্রী হতে যাবে কোন দুঃখে ? আপনিই বলুন।

বলেই বললেন, খাবেন তো একচড়া ? নাকি নীচের দোকানে যাবেন ?

রোজ রোজ দোকানের খাবার না খাওয়াই ভাল। কী তেল-ঘি দিয়ে রাঁধে কে জানে ! আজ আমিই রাঁধি।

চারণ বলল।

"একচড়া" আবার রাঁধবেন কি ?

তবু।

প্রবল আপত্তি তুলে তুরতি বললেন বউ কেমন রান্না করবে তার কোনও গ্যারান্টি নেই বলে এ শর্মা জীবনে বিয়ে পর্যন্ত করল না, আর শেষে আপনার মতন পুংলিঙ্গর হাতের রান্না খেয়ে নরকে যাবার মধ্যে আমি একেবারেই নেই। স্ত্রীলিঙ্গ ছাড়া অন্য কারও হাতের রান্না আমি খাই না। যাই উঠি। যোগাড় যন্তর করি গিয়ে।

আপনি একজন মেল-শভিনিস্ট।

চারণ বলল।

অনেকেই তো বেলা হল জিষ্ণু মহারাজ এখনও ফিরলেন না।

কী হল বলুন তো তাঁর ?

চারণ, জিগ্যেস করল তুরতিকে, শীতে জবুথবু হয়ে আগুনের পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে।

এখন সকাল এগারোটা, কিন্তু চারধার আঁধার করে আছে। কাল সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি এখন নেই কিন্তু একটা ঝোড়ো হাওয়া আছে। হিমশীতল এবং আর্দ্র। বরফের কুঁচি উড়ছে যেন হাওয়াতে।

তুরতি বলছিলেন, প্রতিবছরই ডিসেম্বরের শেষে এমন বৃষ্টি হয় আর ঝাঁপ দেয় নীচে। দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করে অথচ এরই মধ্যে শুধু চন্দ্রবদনীতেই বা কেন কেদারনাথ বদ্রীবিশাল এবং চীনের সীমান্ত অবধি কত গুহাতে-কন্দরে-প্রস্তরাশ্রয়ে কত নগ্ন অর্ধনগ্ন সাধু-সন্ত নির্বিকার থাকেন তা বলার নয়। "এহ বাহ্য আগে কহ আর"। বাইরের সুখ দুঃখ আরাম কষ্ট কিছু নয়, কিছু নয়।

তুরতি বললেন, যখন খুশি হবে ফিরে আসবেন। এই হঠাৎ অন্তর্ধানের পেছনে কোনও গূঢ় রহস্য আছে বলে মনে হয়। এ বছরে এমন কিন্তু কখনওই হয়নি যে, আমাকেও না বলে তিনি চলে গেছেন। জানি না কি তাঁর উদ্দেশ্য।

যদি ফিরে না আসেন ?

উদ্বিগ্ন গলাতে চারণ বলল।

যদি উনি ফিরে না আসতে চান, তবে আমাদের কোন শক্তি আছে যে তাঁকে ফিরিয়ে আনব ? তা ছাড়া তা চাইবই বা কেন ? তাই যদি চাইব তবে এত বছর তাঁর পায়ের কাছে বসে শিখলাম কি ?

সত্যি ! আশ্চর্য মানুষ সব আপনারা !

স্বগতোক্তি করল চারণ।

হ্যাঁ। আরও আশ্চর্য আপনি।

কেন ?

এই আশ্চর্য, দুর্বোধ্য মানুষদের সান্নিধ্যেই কাটিয়ে দিলেন কতকগুলো মাস। অথচ নোঙর বেঁধে

www.MurchOna.com

এসেছেন কুটিল কলকাতাতে ।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, ফেরার পথ তো প্রথম ক্ষণ থেকেই খোলা রেখেছেন আপনি । কিন্তু আমরা কোথাও ফেরার কথা বা ফেরা-না-ফেরা নিয়ে ভাবাভাবিই করি না । যে যার মনে যায়, যার মনে ফিরে আসে, অথবা আসে না । তার খোঁজে ঘন ঘন ফোনের ঘণ্টা বাজে না, যায় না ফ্যাক্স মেসেজ, তাকে হন্যে হয়ে খুঁজি না আমরা সেলুলার ফোনেও । তিনিও যদি হারাতে চান তবে নিঃশেষেই হারিয়ে যাবেন । কোনও রেশ রেখে যাবেন না । রেশ রেখে যিনি বা যাঁরাই যান তাঁরাই আসলে সত্যি সত্যি হারাতে চান না ।

হয়তো তাই ।

চারণ বলল । আমি কী করব তাই ভাবছি । ফিরেই কি যাব ? ধিয়ানগিরি মহারাজও তো দেহ রেখেছেন শুনলাম । ভীমগিরি মহারাজও কি আর বসে আছেন আমার জন্যে ?

মহারাজের অভাব কি ? মহারাজ, সাধু-সন্তরা আসেন যান । হৃষীকেশ-এর গঙ্গার ঘাট, বা কোনও তীর্থস্থানই তো আর ফাঁকা থাকে না । যে ফাঁক, যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা অচিরেই পূরিত হয়ে ওঠে ।

আমাকে রেশ রেখে যেতে বলছেন কেন তবে ?

বলছি এই জন্যে, যাতে ইচ্ছে করলেই আবার ফিরে আসতে পারেন । আমরা তো বনবাসে নেই । বিয়ে করলে, সস্ত্রীকও আসতে পারেন । সব তীর্থ ঘুরিয়ে নিয়ে যাবেন । ট্রাভেলিং ইজ এডুকেশন ।

যদি তাঁর আপনাদের কারওকে পছন্দ না হয় ?

তবে পত্রপাঠ বিদায় নেবেন । তাঁকে নিয়ে তো আর আমাদের সঙ্গে থাকার প্রশ্ন ওঠে না । আপনি কোথায়, কাদের সঙ্গে কাটিয়ে গেলেন অনেকগুলি দিন, সেই সব জায়গা, সেই সব মানুষদের দেখাতে আনবেন । বিবাহিত মানুষদের তো কোনও স্বাধীনতা থাকে না । তার নিজের একার ইচ্ছাতে কোনও কিছুই ঘটে না এ সংসারে । ঘটাতে গেলেই সম্পর্কের ছন্দটা নড়ে যায় । এই কারণেই তো বিয়ের কথা আমি ভাবিনি পর্যন্ত । তাছাড়া...

তাছাড়া কি ?

চারণ শুধোল ।

বিয়ে ব্যাপারটা, মানে এই বন্দোবস্তটা তো এখনও তেমন দানাও বাধে নি ।

তুরতি বললেন ।

সে কি ? কি বলতে চান আপনি ?

উদ্দালকের নাম শুনেছেন ? ঋষি উদ্দালক ?

না তো ।

উদ্দালক একজন বিখ্যাত ঋষি ।

তাই ?

হ্যাঁ । ওর আসল নাম ছিল আরুণি । কিন্তু ওঁর গুরু আয়োদধৌম-এর বরে উনি উদ্দালক বলে পরিচিত হন । উদ্দালকের ছেলের নাম ছিল শ্বেতকেতু । একদিন শ্বেতকেতু যখন তাঁর বাবার কাছে বসেছিলেন, তখন তাঁর উপস্থিতিতেই এক ব্রাহ্মণ পুরুষ এসে তাঁর মা এবং উদ্দালকের স্ত্রীকে সম্ভোগ করার বাসনা প্রকাশ করেন এবং শ্বেতকেতুর মাকে তাঁর হাত ধরে গায়ের জোরেই নিয়ে যান । তা দেখে, স্বাভাবিক কারণেই শ্বেতকেতু প্রচণ্ড রেগে তাঁর বাবাকে বলেন, এ কী ব্যাপার ? আপনি প্রতিবাদ করলেন না ?

উদ্দালক পুত্রকে শান্ত করে বলেন, পুত্র, তুমি রাগ কোরো না । এটাই সনাতন ধর্ম । গাভীদেরই মতন স্ত্রীরাও অরক্ষিতা । গাভী এবং স্ত্রীলোককে ভোগ করার অধিকার সকলেরই আছে ।

শ্বেতকেতু এ কথা শুনে অত্যন্তই বিচলিত হন এবং তিনিই স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে এই নিয়মের প্রবর্তন করেন যে, একজন পুরুষ একজন রমণীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবে এবং পতি

www.MurchOna.com

ছাড়া যে বিবাহিত রমণী অন্য পুরুষের সংসর্গ করবে এবং যে পুরুষ পতিব্রতা স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হবে, তারা উভয়েই ভ্রূণহত্যার পাপে বিদ্ধ হবে। সেই থেকেই আমাদের সমাজে বিবাহ প্রথা প্রথম চালু হল।

তাই ?

হ্যাঁ। তবে সর্ষের মধ্যেই ভূত ঢুকে রইল।

তার মানে ?

মানে, পরবর্তীকালে, বিবাহপ্রথা পত্তনকারী এই শ্বেতকেতুই নন্দীর হাজার অধ্যায়ের কামশাস্ত্রকে ছোট করে পাঁচশ অধ্যায়ের কামশাস্ত্র রচনা করেন।

তাই ?

অবশ্যই।

এই শ্বেতকেতু কিন্তু আদৌ কাল্পনিক চরিত্র নয়। তৈত্তিরীয়সংহিতা, ছান্দোগ্যোপনিষৎ এবং বৃহদারণ্যকোপনিষৎ-এ শ্বেতকেতু সম্বন্ধে আরও অনেক কাহিনী আছে। কিন্তু সবচেয়ে মজারই বলুন বা দুঃখেরই বলুন কথা হচ্ছে এই যে, বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার সুব্যবস্থা করার পরও এদেশে যত কামশাস্ত্র রচিত হল তার প্রায় সমস্ত শাস্ত্রেই একটা করে অধ্যায় থাকলো, যার নাম "পারদারিক"।

তার মানে ?

চারণ শুধোল।

তার মানে, অন্যের স্ত্রীকে কী করে বশ করতে হয় এবং পরস্ত্রীকে কী করে অধিকার করা যায় তার সম্যকজ্ঞানের শাস্ত্র তা।

সত্যি ?

বিস্মিত হয়ে চারণ বলল।

অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রেও একটি বিশেষ অধ্যায় আছে, যার নাম, 'পারদারিকাধিকরণস্য'। পরস্ত্রীকে কি ভাবে অধিকার করা যায় সেই বিদ্যার শাস্ত্র।

বলেন কি আপনি ? অবাক হওয়ার কিছু নেই এতে ?

নেই।

শুধু বিবাহই নয়, মানুষ-মানুষীর কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্কই Water tight নয়। সব সম্পর্কই নড়বড়ে। তবে আমার একটা কথা প্রায়ই মনে হয়।

কি কথা ?

দাম্পত্যর ঘর অটুট থাকতে পারে চিরদিনই যদি তা দমবন্ধ করা না হয়, যদি তাতে আলো বাতাস খেলে। যদি ঘরের লাগোয়া একটা বারান্দা থাকে। কাহলিল জিব্রান তাঁর Couples-এ যাকে Space বলে চিহ্নিত করেছিলেন। মাঝে মাঝে এই বারান্দাতে এসে স্ত্রীরা দাঁড়াতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গর কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেন, পেতে পারেন, শুনতে পারেন পাখির ডাক, পেতে পারেন ফুলের গন্ধ, দেখতে পারেন নীলাকাশ। এই বারান্দা থাকাটা সব দাম্পত্যেই খুবই জরুরি।

চারণ বলল, সত্যি ! আপনি যে কেন লেখেন না জানি না। আপনার মতন সুন্দর করে কথা বলতে খুব কম মানুষই পারেন।

হাঃ !

চারণ বাইরে চেয়ে বলল, দুর্যোগ কাটছে। বিকেলের দিকে রোদ উঠতেও পারে।

উঠবে না। এমনই চলবে তিনদিন। শীত আরও বাড়বে। দুপুর-দুপুরই ধুনির জন্যে কাঠ জোগাড় করে আনতে হবে।

ঠিক আছে। আমিও যাব আপনার সঙ্গে।

তারপর বলল, একটা কথা জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করছে আপনাকে।

কি কথা ?

www.MurchOna.com

আপনি যে সেদিন কার্ল মার্কস-এর লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলেন সেটি আমার দারুণ লেগেছিল। আপনি কি দর্শনের ছাত্র ছিলেন, না অর্থনীতির ? না রাজনীতির ?

আমি দর্শনেরই ছাত্র ছিলাম বরাবর।

মানে ?

মানে, কোনও রমণীকে নববর্ষে বা পুজোতে শাড়ি উপহার দিয়ে আমি কখনও বলিনি যে "একদিন পরে দেখিও।" বলেছি, "একদিন না-পরে দেখিও।"

খুব জোরে হেসে উঠল চারণ।

বলল, সত্যিই আপনি Incorrigibility-র সংজ্ঞা। এমন মানুষ সত্যিই আর দেখিনি। আপনি একটি paradox!

তুরতিও হাসছিলেন।

চারণ বলল, বলুনই না।

বলব কি ? আমি তো কলেজেই যাইনি কখনও।

তুরতি বললেন, মার্কস তো এখন পুরোনো হয়ে গেছেন। Wolf-Callari-Roberts (WCR) ফর্মুলেশন মার্কস-এর তত্ত্বকে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছে।

চারণ একটু চুপ করে থেকে বলল, জাক দেরিদা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ? তিনি নাকি কলকাতার বইমেলাতে আসবেন পরের বছর ?

তাই ? তা আমার ধারণা দিয়ে কি হবে ?

আমি জানতে চাই।

দেরিদা তো Hegel আর Althusser-এর অনুগামী। দেরিদার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার মতো পাণ্ডিত্য বা ইচ্ছা আমার নেই তবে তাঁকে একবার শুনেছিলাম প্যারিসে। ভদ্রলোককে বড় বাগাড়ম্বর-প্রিয় বলে মনে হয়েছিল। উনি ইংরেজি ভাষাতে বলেন ভালই তবে সেই সওয়াল বটতলার উকিলের মতন। কথার খেলা খেলেন তিনি। ইচ্ছে করলে নতুন ইংরেজি Theasurus সংকলন করতে পারতেন Roget-এর পরে। তবে কম্যুনিস্টদের অধিকাংশদেরই যা দোষ, তাঁরও সেই দোষ। বক্তব্যের চেয়ে ভাষার বিন্যাসই তাঁকে আকৃষ্ট করে বেশি।

তাই ?

তাই তো মনে হয়েছিল আমার। আমি আর কতটুকু বুঝি ?

চারণ চুপ করে এই তুরতি নামক "ক্ষেমি বাঈজির বাড়ি ব্যায়লা বাজানো" মানুষটিকে বোঝার চেষ্টা করছিল।

পরনে একটি মোটা কাপড়ের গেরুয়া লুঙ্গি। হাতে বোনা, মোটা গরম কাপড়ের পাঞ্জাবি। গেরুয়া রঙা। তার ওপর কালোর উপরে সাদা চেকচেক একটি খুব মোটা দেহাতি কম্বল। কাঁচাপাকা গোঁফ দাড়ি। কিন্তু মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। রং একসময়ে অত্যন্তই ফর্সা ছিল। এখন তামাটে দেখায়। নাকটা একটু চাপা কিন্তু মুখমণ্ডলে এমনই এক আভিজাত্য আছে যে হাজার মানুষের মধ্যে সেই মুখে চোখ পড়লেও বোঝা যাবে যে তিনি অন্যদের মতন নন। একেবারে আলাদা। সব মিলিয়ে দারুণ এক ধাঁধা। এমন কত Quiz যে ছড়িয়ে আছে এই দেবভূমিতে তা কে জানে !

খুবই শীত করছিল চারণের। ও উঠে গেল ভিতরে, একটি ফুল-হাতা পোলো-নেক সোয়েটার ছিল তার থলেতে, সেটি চাপিয়ে আসতে। আরও একটা বাঁদুরে টুপি আছে।

ভাবছে সেটিকেও, যেটি পরে আছে তার ওপরে চাপিয়ে আসবে।

ভিতর থেকে যখন বাইরে এল, মানে, প্রস্তরাশ্রয়ের বাইরের অংশটিতে তখন হঠাৎই চোখ পড়ল পাটন আসছে। তার পরনে জিনস, ট্রাউজার এবং জামা। তার ওপরে একটা ঢোলা সোয়েটার। না টুপি আছে, না মাফলার। পায়ে একজোড়া রাবারের হাওয়াই চটি।

কাছে এসে পৌঁছলে, চারণ বলল, হঠাৎ। তুমি ! কোত্থেকে ?

www.MurchOna.com

বলেই তুরতির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে গেল। দিতে গিয়েই বুঝল, ওরা পরস্পরকে চেনে।
চারণ শুধোল, জিষ্ণু মহারাজকে কি দেখেছ ?
দেখেছি।
উনি ফিরে আসছেন ?
না।
তারপরেই বলল, না মানে, আসবেন। তবে ফেব্রুয়ারি-মার্চ-এর আগে নয়।
গেছেন কোথায় ?
উত্তরে।
মানে ?
উত্তরে।
তুমি রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আসছ ?
না।
ওদের সব খবর ভাল ?
ওদের মানে ?
মানে, চন্দ্রবদনীদের।
কী করে বলব। যাইনি তো।
কোথায় ছিলে এতদিন ? আন্দোলন কি এখনও চলছে ?
জানি না।
কেন ? তোমার বন্ধু পুলিশের গুলিতে মারা যাওয়ার পরেই কি উদাসীন হয়ে গেলে এই ক-সপ্তাহেই।

না, তা নয়। সব আন্দোলনের চালই বিষাক্ত সাপেরই মতন। এঁকেবেঁকে চলে। কখনও দেখা যায়, কখনও বা গহ্বরবাসী হয়ে যায়। তাছাড়া আমাকে ওরা Disown করেছে।

কেন ?

হয়তো আমি সমতলবাসী বলেই।

এখন তো তুমি পাহাড়িই।

ওরকমই হয়।

যাকগে এক কথা থেকে অন্য কথাতে এসে গেলাম। আমি আজ বিকেলেই হৃষীকেশ-এ নেমে যাব। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে চারণদা ? তুমি কলকাতাতে ফিরবে না ? হাইকোর্ট যে তোমার জন্যে কাঁদছে, কাঁদছে তোমার মক্কেল-বিক্কেলরাও। তোমার সখের Wanderings কি এখনও শেষ হয়নি ? অনেকদিন তো হল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী খেলার।

তারপরই বলল, চলুন, তুরতি বাবা, গরম গরম পুরী-হালুয়া আর আলুর তরকারি আর পর পর কয়েক ভাঁড় চা খেয়ে আসি। ভাল শীত পড়েছে আজ।

তুমি তো ন্যাংটো হয়েই আছ প্রায়। তোমার শীত করবে না তো কার করবে ? চলো, সকলেই যাই। তবে এই আবহাওয়াতে হৃষীকেশে আজ নাই বা গেলে ! রাতটা থেকে, তোমার চারণদাকে নিয়ে নেমে যেও। অধঃপতনে যখন যাবেই তখন তোমাকে ঠেকাবে কে ?

তুরতি বললেন।

পাটন হাসল।

বলল, পতন তো চিরকাল অধঃলোকেই হয় তুরতি কাকা। কে আর কবে ঊর্ধ্বলোকেই পড়েছে বলো ?

চারণ বলল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষে'র ডায়ালগ চুরি করলে তো ?

ইয়েস।

বলল, পাটন।

www.MurchOna.com

চারণ বাসের জানালার পাশে বসেছিল। ওর পাশে পাটন। ভিতরের দিকে। এখন তীর্থযাত্রীরা না থাকলে কী হয়, বাসে ভিড় কিছু কম নেই। সব সিটই ভর্তি। দু-একজন দাঁড়িয়েও আছেন।

তীর্থযাত্রীরা যখন আসেন তখন বাসের সংখ্যা বেড়ে যায় প্রচুর। এই সময়ে বাস কম কিন্তু পথের গাড়োয়াল হিমালয়ের পরতের পর পরতের কোরকে যে স্থানীয় মানুষের অগণ্য বসতি আছে পাহাড়ের গায়ে, মালভূমিতে, উপত্যকাতে, সেই সব বসতির মানুষজনেরাই যাত্রী।

বাসের ভিতরটা গরম। মানুষের গায়ের গরমে গরম, গরম জামার গরম, মাথার টুপির গরমে গরম। তার সঙ্গে বিড়ির এবং চুট্টার গন্ধ।

কারা যে বলেন, বিড়ি খেলে ক্যানসার হয়! যুগযুগান্ত থেকে গরিব ভারতীয়রা বিড়ি খেয়ে আসছেন এমন করেই। আর ক্যানসার ধরা পড়লেই বা কী হয়। ডাক্তারদের পিং-পং বল হয়ে এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে, সর্বস্বান্ত, ক্লান্ত এবং বিরক্ত হয়ে তারপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওর সেই বন্ধু বাচ্চুরই মতন কেমোথেরাপির শিকার হয়ে মৃত্যুর আগেই মৃততর হয়ে যায় মানুষে। মৃত্যুর মতন অবিসংবাদী সত্য তো আর কিছুই নেই। প্রত্যেক মানুষের জন্ম-মুহূর্তেই তো মৃত্যু দাঁড়িয়ে থাকে আঁতুড় ঘরের দরজায়, রান্নাঘরের সামনে বেড়ালনির মতন। তবুও মরতে যে মানুষের এত ভয় কেন, কে জানে!

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে একজনকে বলেছিলেন যে, "The fear of life increases in direct proportion with the money one possesses." এই জন্যেই বোধহয় অর্থসর্বস্ব বলেই অ্যামেরিকানদের আর মাড়োয়ারিদের এত মৃত্যুভয়! সেদিন ওই কথাই বলছিলেন তুরতি মহারাজ।

গরিবদের অত মৃত্যুভয় নেই।

জানলার কাঁচ দিয়ে বাইরের শীতার্ত সিক্ত পার্বত্য-প্রকৃতির দিকে চেয়ে চারণের রবীন্দ্রনাথের সেই গানটির কথা মনে পড়ল। আজকাল বড় কম শুনতে পায় এই গান।

"কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়, জয় অজানার জয়।
দু দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে/তাইতে যদি এতই ধরে
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময়?
জয়! অজানার জয়!"

চারণ ভাবছিল যে ও সত্যি সত্যিই এবারে এই দেবভূমি থেকে বিদায় নিচ্ছে। তুরতির কথাতে বললে বলতে হয় হয়তো অধঃপাতেই যাচ্ছে। কলকাতাতেও ফিরে যাবে দু-একদিনের মধ্যেই। সেই দম-বন্ধ কলুষিত নগরে, ঈশ্বরচিন্তাবিহীন খাই-খাই, চাই-চাই-এর জঘন্য প্রতিবেশে। মনটা খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। অথচ ওর 'আপন জন' বলতে কলকাতাতে যেমন কেউই নেই, এখানেও অবশ্য ছিল না।

জিষ্ণু মহারাজের সঙ্গে ফিরে যাবার আগে দেখা হল না। পাটন আসার পর আরও একদিন অপেক্ষা করেছিল। পাটন বাজে কথা বলবে না। চন্দ্রবদনীর সঙ্গে দেখা করে যাওয়া হল না বলেও মনটা খুব খারাপ লাগছে। অথচ তাঁরাও চারণের কেউই নন। 'আপনজন', প্রকৃতার্থে আপনজন, একজনের জীবনে কজন মানুষই বা হয়ে ওঠেন।

'Out of sight out of mind' বলে একটা কথা আছে। চন্দ্রবদনী কি তাকে ভুলে যাবে? না কি ইতিমধ্যেই ভুলে গেছে? চন্দ্রবদনীর ভাবনা তাকে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে রুদ্রপ্রয়াগ ছেড়ে

www.MurchOna.com

আসার পর থেকেই অথচ তার সঙ্গে তার পরিচিতি কদিনেরই বা ! এই সাধু সন্ন্যাসীরা যেমন করে বলেন, পূর্বজন্মে কি কোনও সম্পর্ক ছিল তার সঙ্গে চন্দ্রবদনীর ? না কি পরজন্মে হবে ? না হলে, মন এত উদ্বেল হয় কী করে !

বাসের মধ্যে চারণের এই বিরাট, স্বরাট, বৈচিত্র্যে ভরা নানা ভাষা, নানা মত নানা পরিধানের ভারতবর্ষের নানা মানুষ কথা কইতে কইতে চলেছে। একটা ঘোর লাগে এমন মাটির কাছের, পর্বতের কাছের, নদীর কাছের দেশজ স্বার্থগন্ধহীন মানুষদের গাঢ় প্রতিবেশে। ইদানীং প্রায়ই চারণের খুব গর্ব হয় ও ভারতীয় বলে। এই গরিমার অনুভূতি হুগলির দ্বিতীয় সেতু বা মেট্রো-রেল দেখে কখনওই হয় না, হত না। এমন সেতু, অগণ্য ফ্লাইওভার বা মেট্রো রেল তো পৃথিবীর সব বড় শহরেই আছে। কিন্তু এইরকম দেবভূমি, হিন্দু এই জিষ্ণু মহারাজ, তুরতি মহারাজ, ধিয়ানগিরি মহারাজ, দেবপ্রয়াগের সন্ন্যাসীরা, তিব্বতী-বৌদ্ধ চন্দ্রবদনীর ঠাকুর্দা, চন্দ্রবদনীর মতো আধুনিকা অথচ বহু হাজার বছর পুরোনো হিন্দুত্ব ও বৌদ্ধত্বে সমাহিত যুবতী, হৃষীকেশ-এর মাদ্রীর মতো নিবেদিত প্রাণ যুবতী, রওনাক সিং-এর মতন দার্শনিক কর্মী, পৃথিবীর অন্য কোথাওই আছে বলে জানে না চারণ।

ও আর কিছুদিনের মধ্যেই ভারতদর্শনে বেরোবে। তার স্বদেশ, স্বজনকে জানতে বুঝতে বেরিয়ে পড়বে, কলকাতা ছেড়ে আসমুদ্র-হিমাচল-এর উদ্দেশ্যে। ঘুরে ঘুরে দেখবে, মিশবে, জানবে তার এই সুন্দর, বৈচিত্র্যময়, পরস্পরবিরোধী সত্তার দেশ, দেশের সুন্দর সাধারণ ভাল মানুষদের, গ্রামীণ মানুষদের।

পাশে-বসা পাটন স্বগতোক্তির মতন হঠাৎই বলল, মানুষটা মহা গোলমেলে আছে।

কে ?

ওই তুরতি বাবা।

কেন ? গোলমেলে কেন ?

ওঁর মধ্যে অতি ডেঞ্জারাস এক চৌম্বকত্ব আছে। মানুষটাকে জানার চেষ্টা করেছি অনেক। আমি তো এখানেই প্রথমে উঠেছিলাম স্টেটস থেকে এসে। দেড়বছর ছিলাম জিষ্ণু মহারাজেরই কাছে। সত্যিই মহাপুরুষ। তুরতি বাবার জ্ঞান দেখেই হয়তো তুমি অজ্ঞান হয়ে গেছ। এত স্বল্পপরিচিতদের কাছে স্বমহিমায় স্বল্পদিনে প্রকাশিত হন না জিষ্ণু মহারাজ। অতি সাধারণ হয়ে মেশেন তোমার আমার মতন সাধারণের সঙ্গে। ওঁদের চিনতে হলে, লাথি-ঝাঁটা, সবরকম শীতল উপেক্ষা সয়েও ওঁদের পায়ের কাছে পড়ে থাকতে হয়। জিষ্ণু মহারাজ সম্ভবত কখনই নিজের সস্তা গোলকটি থেকে বাইরে আসেন না। তাঁর জ্ঞান তো নয়, কচ্ছপের গলা। নিজের ইচ্ছাতে বার না করলে কারওরই সাধ্য নেই যে তাকে টেনে বার করেন। এঁদের দেখে আমার মনে হয়েছে যে, মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি যখন একটা সীমা অতিক্রম করে যায় তখনই সেই মানুষকে সম্ভবত অজ্ঞ বলে মনে হয় আমাদের মতন সাধারণ জ্ঞানহীনদের চোখে। এই জিষ্ণু মহারাজকে, তুরতি বাবাকে দেখেই আমি এ কথা জেনেছি। এই অঞ্চলে কম সাধু সন্ন্যাসীদের তো দেখলাম না। দেবপ্রয়াগের ওঁদের কথাও বলতে হয় অবশ্যই।

তা ঠিক।

অন্যমনস্ক গলাতে বলল, চারণ।

তারপর বলল, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে তুমি প্রথমেই আমাকে এখানে নিয়ে এলে না কেন ? দেবপ্রয়াগে নিয়ে গেলে কেন ?

পাটন বলল, সাধনমার্গের যেমন বিভিন্ন ধাপ আছে, তেমনই সাধুসঙ্গেরও বিভিন্ন ধাপ আছে। তাই ! তাছাড়া দেবপ্রয়াগে না আনলে তো চন্দ্রবদনীর সঙ্গে দেখা হত না। সে যে তোমার প্রেমে, এখানে তোমার খুব কাছে আসার অনেক আগে থাকতেই ডুবে ছিল। আমি কী আর জানিনি তা ! সত্যি ! চন্দ্রবদনীর মতন সম্ভ্রান্ত যুবতী দেশে-বিদেশে আমি কোথাওই দেখিনি। সম্ভ্রান্ততার সংজ্ঞাই যেন ছিল সে। চারণ ভাবছিল, ভালবাসা সোজা কিন্তু একজন আধুনিক মানুষ বা মানুষীর পক্ষে

www.MurchOna.com

'আমি তোমাকে ভালবাসি' এই কথাকটি মুখ ফুটে বলা ভারী মুশকিল। গুমোরে জিভ বুঝি ভারী হয়ে থাকে। আগে যদি জানত চারণ।

এই 'ছিল' শব্দটি খট করে কানে লাগল চারণের। কিন্তু এই খটকাটা সম্বন্ধে কিছু জিগ্যেস করার আগেই পাটন বলল, চলো, আমাকেও একবার কলকাতাতে যেতে হবে।

তাই ?

হুঁ।

আর এখানে ফিরে আসবে না ?

নিশ্চয়ই আসব।

তাহলে যাবে কেন ?

মানুষটার সম্পত্তির সব বিলিবন্দোবস্ত করেই ফিরে আসব। দেখি, উইল করে মরল, না intestate মরল ? কোথায় কত ইল্লেজিটিমেট ছেলে পয়দা করে গেছে কে জানে।

মানুষটা মানে ?

মানে আমার জন্মদাতা সেই বাস্টার্ডটা।

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে চারণ বলল, সে সব নেই। থাকলে বুঝতাম তোমার বাবা জীবনকে ভালবাসতেন। তাঁর অর্জিত অর্থ ভোগ করতে জানতেন। ত্যাগ করার চেয়ে ভোগ করা বিন্দুমাত্র কম কঠিন কাজ বলে ভেবো না। নাঃ ! আমি তো তাঁকে ভাল করেই জেনেছি। টাকাকে ছাড়া আর কিছুকেই, কারওকেই ভালবাসার ক্ষমতাই ছিল না তোমার বাবার।

তারপরই, হঠাৎ বলল, তাছাড়া উইলের কথা উঠছে কেন ? তিনি তো আর দেহ রাখেননি।

হাঃ। এমন করে বলছ যেন সে কোনও মহাপুরুষ। সে তো টেঁসে গেছে। টেঁসে গেছে বলেই তো কদিনের জন্যে আমাকে কলকাতাতে যেতে হচ্ছে।

সে কী ? কবে ?

খবর পেলাম গতরাতে। গেছে বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মীর অতবড় উপাসক। যাবার দিনটাতেও দেখেশুনেই গেছে, লক্ষ্মীবারে।

অমন করে কথা বলছ কেন ? আফটার অল উনি তো তোমার বাবাই ছিলেন। তাছাড়া, চলেই যখন গেছেন তখন আর রেগে কি করবে বলো ? কিন্তু হয়েছিলটা কি ?

বড়লোকদের যা হয়।

কি ?

আসলে কিছুই হয় না। কিন্তু সব সময়েই মনে হয় কী যেন হয়েছে ! কী যেন হয়েছে। কী যেন হল ! বুকে একটু মাসল্ পেন হল তো ছুটল ভ্যাবল সেনের কাছে।

তিনি কে ? ভ্যাবল সেন ?

তিনি এক বিরাট ডাক্তার। বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা না-জানা বাংলাদেশী পেশেন্টদের সঙ্গেও তিনি ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষাতে কথা বলেন না। নিজেই নানারকম হ্যাঙ্গ-আপস-এর রোগী বলেই হয়তো। খ্যাঁচা কল স্পেশালিস্ট। তাঁর নার্সিংহোম-এ একজন রোগীর বেড খালি হলেই তিনি রোগী খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন। আর তাঁর ওখানে বেড শুধু খালি হয় রোগীর পর রোগী টেঁসে গিয়েই। এই সব ডাক্তারদের যোগ্য পেশেন্ট আমার জন্মদাতার মতো মানুষেরাই। রতনে রতন চেনে। যাই বলো আর তাই বলো, কলকাতার অনেক ডাক্তারেরাই কসাই। নানারকম র‍্যাকেট চালনা করেন তাঁরা। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। নকশাল ছেলেগুলো যে কোথায় গেল ? তাদের আবার ফিরে আসা দরকার। অনেক কারণেই দরকার।

তা, কী রোগে তিনি গেলেন আলটিমেটলি ?

তা জানি না।

নিজের বাবা কিসে মারা গেলেন তাও জানো না ?

বাবা ছিল না সে লোকটা। জন্মদাতা আর বাবা কি এক ? অনেক দিন আগে একটা ছোট গল্প

www.MurchOna.com

পড়েছিলাম কোনও পুজোবার্ষিকীতে। গল্পটার নাম ছিল "বাবা হওয়া"।

কার লেখা ?

অত মনে নেই। গল্পটা মনে আছে। পারলে যোগাড় করে পড়ে দেখো। তুমিও যদি কিছু হতে, মানে আমার মায়ের সঙ্গের অ্যাফেয়ারে, তবে জন্মদাতাই হতে। মদ্দা কুকুর থেকে ষাঁড় সকলেই জন্মদাতা হতে পারে কিন্তু "বাবা" হওয়া অত সোজা নয়।

চারণ চুপ করে রইল। পাটনের সঙ্গর অভিঘাতও বড় সহজ অভিঘাত নয়। ওর ব্যক্তিত্ব বড়ই ডিস্টার্ব করে, পারটার্ব করে অন্য মানুষকে। বিশেষ করে চারণকে। তুলির সঙ্গে সম্পর্কটার জন্যেই হয়তো···।

পথপাশের গঙ্গা ঝরঝর শব্দে বয়ে চলেছে। এই দুদিনেই বৃষ্টিপাত (এবং তুষারপাতও অবশ্য হয়েছে ওপরে)। নদীর জলে তোড় বেড়েছে। আধো-অন্ধকার হয়ে আছে চারদিক। যদিও এখন দুপুর। চুপ করেই ছিল চারণ। চুপ যদিও করে ছিল কিন্তু খুব ইচ্ছে করছিল যে, পাটনকে জিগ্যেস করে চন্দ্রবদনীর কোনও খোঁজ সে জানে কি না ?

তারপর, সাত-পাঁচ ভেবে বলল, চুকারদের বাড়ি কি গেছিলে শিগগির ?

নাঃ।

সংক্ষিপ্ত এবং রুক্ষ উত্তর দিল পাটন।

চারণ চুপ করেই রইল।

বেশ কিছুক্ষণ পর বাসটা যখন ভিয়াসির কাছাকাছি এসেছে, পাটন বলল, কী শিখলে চারণদা এই কমাসে ?

শেখার মতো শিখিনি কিছুই। তবে শিখব হয়তো। ফিরে আসি।

আর ফিরেছ। একবার কলকাতার গোলকধাঁধাতে পড়লে কেউ কি আর ফিরে আসতে পারে ? আমি লিখে দিতে পারি যে, তুমি পারবে না ?

তুমি যদি পারো তবে আমিই বা পারব না কেন ?

চারণ বলল।

আমি আর তুমি কি এক চারণদা ? কেউই কি অন্য কারও মতন এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ? এই তো সৃষ্টিকর্তার বাহাদুরী। তাছাড়া, আমার যা বয়স, এই বয়সে নিজের জন্মদাতার রেখে-যাওয়া চার কোটি টাকার সম্পত্তি কি তুমি দান করে দিতে পারতে ?

চার কোটি টাকা ? নাঃ। হয়তো পারতাম না।

স্বোপার্জিত সম্পত্তি দান করা সহজ কিন্তু পরার্জিত সম্পত্তিতে বড়ই আঠা থাকে। বিনা পরিশ্রমে পায়ের উপরে পা তুলে সারাজীবন মহানন্দে, বিনা-চিন্তাতে কাটানোর লোভ কি সবাই সামলাতে পারে ?

পরার্জিত বলছ কেন ? তোমার বাবা কি তোমার পর ?

আবার বললে বাবা। বাবা হলে, ভেবে দেখতাম। মানুষটা যে নিছকই জন্মদাতা।

সম্পত্তি মানেই বিপত্তি পাটন। সারাজীবন পয়সাওয়ালা মানুষ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি বলেই ও কথা জানি। তবে, তুমি যদি এখানে ফিরে আসতে পারো তো আমিও পারব।

দেখা যাবে।

পাটন অবিশ্বাসী গলাতে বলল।

তারপর বলল, বেস্ট অফ লাক। মে গড ব্লেস উ্য টু বী হিজ সার্ভেন্ট।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে পাটন বলল, তোমাকে একটা কথা বলার ছিল চারণদা। ভেবেছিলাম, কোনও নির্জন স্থানে বসে তোমাকে কথাটা বলব। অন্তত এমন কোনও জায়গাতে, যেখানে আমার তোমার পরিচিত জন কেউ নেই। সেই জন্যেই তো তোমাকে চন্দ্রবদনীর মন্দিরের কাছের ঐ প্রস্তরাশ্রয় থেকে নামিয়ে চায়ের দোকানে নিয়ে আসছিলাম। তা, তুরতি-বাবা পিছু নিল। তবে আমি বলি আর নাই বলি তুরতি বাবা সবই বুঝেছেন।

www.MurchOna.com

কি ? কি বুঝেছেন ?

হঠাৎ মনের মধ্যে 'কু' ডাকছিল চারণের। বুকের মধ্যেখানটাতে কে যেন চেপে বসল। একেবারেই চুপ করে গেল চারণ।

পাটন বলল, এই ভিড়ের মধ্যে নির্জনতা না থাকলেও, আড়াল থাকে, প্রাইভেসি থাকে একধরনের, এর মধ্যেও যে কথা বলার, তা বলা যায়।

কথাটা বলোই না। চারণ অধৈর্য গলাতে বলল।

কথাটা, পরে বললেও চলবে। হৃষীকেশের ঘাটে ধুনির পাশে বসেও বলতে পারি। তুমি অধৈর্য হলে কি হবে ? যে কথাটা বলব, তার নিজের তো তাড়া নেই কোনও।

মানে ? কেন ?

সে যে অতীত কাল হয়ে গেছে। পাস্ট-টেন্স-এর তাড়া থাকে না কখনই। তাড়া থাকে, শুধু বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এরই।

চারণ বিরক্ত হয়ে চুপ করে রইল জানালার দিকে চেয়ে। এত কথা যেন ভাল লাগছিল না ওর।

পাটন বলল, তুমি চুকারের বাড়ির খবরের খোঁজ করছিলে না ?

হুঁ। হুঁ-টা স্বগতোক্তির মতন শোনাল চারণের নিজেরই কানে।

আসলে চন্দ্রবদনীর খোঁজ করছিলে তো ?

হুঁ। ভনিতা না করেই চারণ বলল, পাটনের দিকে মুখ ফিরিয়ে।

গতকাল ভোর পাঁচটাতে চন্দ্রবদনী চলে গেছে তার প্রিয় ভাই চুকারের কাছে।

বোমা ফাটানোরই মতন খবরটা ফাটাল পাটন চারণের কানের কাছে।

স্তব্ধ হয়ে গেল চারণ কথাটা শুনে। বাসের মধ্যের অত মানুষের নানা উঁচু-নিচু গ্রামে বলা কথাবার্তাও যেন ওর কানের মধ্যে ফ্রিজ করে গেল। চলমান বাসে বসে চারণ সেদিন শেষরাতে দেখা স্বপ্নটিকে মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। ফেড-আউট হয়ে যাওয়া চন্দ্রবদনীকে স্মৃতির ফ্রেমে আবারও ধরার চেষ্টা করতে লাগল খুবই। কিন্তু পারল না।

জিষ্ণু মহারাজ পৌঁছেছিলেন তার আগের রাতে। ওঁকে চুকারদের বাড়ির কেউই চিনতেন না। আমিই একমাত্র চিনলাম। গেছিলেন কিন্তু মাত্র ঘণ্টাখানেক ছিলেন। ওই ঠাণ্ডাতে বাইরে বসে নানা গান গাইলেন। তারপর চন্দ্রবদনীকে একবার দেখতে চাইলেন। আমিই ওর দাদুর অনুমতি নিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম ঘরে। জিষ্ণু মহারাজ চন্দ্রবদনীর কপালে হাত ছোঁয়ালেন। ফিরে যাবার সময়ে ওর ঠাকুর্দাকে ডেকে বাইরে দাঁড়িয়ে কী সব কথাবার্তা বললেন।

উনি চলে গেলে, চন্দ্রবদনীর ঠাকুর্দা ফিরে এসে উপাসনাতে বসলেন। আমি ঠাকুর্দার কথা মতন ভোরে উঠে প্রথম বাস ধরে বুয়াজিকে খবর দিয়ে নিয়ে আসার জন্যে যখন বেরবো রুদ্রপ্রয়াগ বাজারের দিকে ঠিক তখনই চন্দ্রবদনী চলে গেল। তোমাকে কী বলব চারণদা, যাবার আগে আমার হাতটা এমন করে দুহাতের পাতাতে আঁকড়ে ধরল। মনে হল, ও যেন খুবই ভয় পেয়েছে। বিশ্বাস করবে কি না জানি না তুমি, একবার তোমার নামোচ্চারণও করল। অস্ফুটে। তারপরেই মাথাটা বালিশে ঢলে পড়ল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে চারণ বলল, কী হয়েছিল ?

জ্বর। অল্প জ্বর। কিন্তু খুবই মাথাব্যথা ছিল। আমি বদ্রীবিশাল থেকে যেদিন রুদ্রপ্রয়াগে ফিরি, ফিরেই ওদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলাম যে, গত তিনদিন ধরেই জ্বর। তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না, ওখানেই চুকারের মৃত্যু সংবাদের কথা জানি। যদিও যাবার আগে জানতাম যে, অমন অঘটন ঘটতে পারে।

বদ্রীবিশালেও খবরটা পাওনি ?

না। আমার প্রতিবেশে শুধু ঈশ্বর আর তাঁর সেবকদেরই বাস। রাজনীতি অর্থনীতির সেবকদের কোনও প্রভাব পড়ে না আমার উপরে।

ডাক্তার দেখায় নি ?

www.MurchOna.com

দেখিয়েছিল বইকি। মিলিটারি হাসপাতাল থেকে ডাক্তার এসে দেখে গেছিলেন। বললেন, ভাইরাল ফিভার। ভোগ আছে দিন সাতেক। জ্বর বাড়লে কি কি ওষুধ দিতে হবে তাও বলে গেলেন। আর বলে গেলেন, চিন্তার কিছু নেই। তারপর রাত আটটাতে আমরা যখন খেতে বসেছি তখনই হঠাৎ ছটফটানি শুরু হল। আয়া এসে আমাদের খবর দিল।

পাটন চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। বাসটা ভিয়াসি পেরিয়ে গেল। একটু পরেই হৃষীকেশে পৌঁছবে। দিনের বেলাতেই অন্ধকার নেমেছে তখন চারদিকে।

চারণ বলল, হাসপাতালে নিয়ে গেলে না কেন ?

যখন জিষ্ণু মহারাজ এসে পৌঁছলেন অপরিচিত ওঁদের কাছে তখনই বুঝেছিলাম যে সময় হয়েছে। যাকে উপরওয়ালা ডাকেন, তাকে আটকাবে কোন নীচওয়ালা। জন্ম-মৃত্যু সবই প্রি-ডেস্টিনড চারণদা।

পাটনের মতন অল্পবয়সী যুবকের মনে এসব কথা অল্পবয়সী কম্যুনিস্টের মুখের গালভারী তত্ত্ব আউড়ানোর মতন মনে হল। দুইই পরম পাকামি।

মুখে কিছুই না বলে চুপ করেই ছিল ও।

একসময়ে চারণ বলল, দাহ কোথায় করলে ?

সবাই যেখানে করে। হিন্দুরা। ওঁর ঠাকুর্দা তাঁর ধর্ম জোর করে চাপাননি কারো উপরেই। অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গমের কাছে দাহ করা হল। একটা চাঁপা-রঙা বেনারসী পরেছিল আর কী সুন্দর করে যে সাজিয়ে দিয়েছিল ওকে প্রতিবেশীরা, কী বলব চারণদা তোমাকে। যেন বিয়ের সাজ পরেছিল সে।

চারণ ভাবছিল, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল বুঝি দেবী চন্দ্রবদনী, যেন রক্তমাংসের চেহারা নিয়ে তার ভোরের স্বপ্নে। আবার স্বপ্নেরই মধ্যেই স্বর্গে চলে গেল সে। বড় কষ্ট পেয়ে গেল অত ছোট্ট জীবনে। মা, স্বামী, ভাই একে একে সবাই ছেড়ে চলে গেল। এক-এক জনের যাওয়াটা এক-একরকম যদিও। তারপর নিজেও গেল। কষ্ট কি সত্যিই পেল ? না কি সুখ ? সেই সুখ-অসুখের স্বরূপ চারণ জানে না। তাই এমন ভাবছে। কে জানে।

ভাবছিল, কুঞ্জাপুরীর মন্দিরে কুঁবারসিংজীর সঙ্গে দেখা না হলে তো চন্দ্রবদনীর মন্দির এবং শৃঙ্গর কথা ও জানতেও পেত না। হৃষীকেশে ভীমগিরি মহারাজ এবং কৃষ্ণার কাছ থেকে মানুষী চন্দ্রবদনীর কথা শোনার পর থেকেই তাকে সশরীরে দেখার এক তীব্র বাসনা জন্মেছিল চারণের মধ্যে। তারই পরিণতি দেবপ্রয়াগে গঙ্গা আর অলকানন্দার শারীরিক মিলনেরই মতন তাদের মনোমিলন।

তার কিছুদিন পরেই তো মাত্র দুটি দিন এবং একটি রাতের সান্নিধ্য। তারই মধ্যে, মনের মধ্যে, শুধু কি তারই একার মনের মধ্যে ? হয়তো চন্দ্রবদনীর মনের মধ্যেও কত কী নিঃশব্দ বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

একজন মানুষ যখন অন্য মানুষের মনের খুব কাছে আসে তখন নিঃশব্দেই আসে। ঘোড়ার গাড়িতে জরির পোশাকে সেজে, গ্যাসের বাতি জ্বেলে, ড্রাম বাজিয়ে সেই আসা ঘোষিত হয় না। শিউলি ফুল ঝরে পড়ার মতন নিঃশব্দে মন ঝরে অন্য মনের মধ্যে। বড় আশ্চর্য এই মনের জগৎ। গোপনে এবং নিঃশব্দে এর যাওয়া আসা।

কত কীই না কল্পনা করেছিল চারণ চন্দ্রবদনীকে ঘিরে, মনে মনে। স্বপ্নের পোলাউ রাঁধতে বসে ঘি ঢালতে কঞ্জুষী করেনি কিছুমাত্র। কী ভেবেছিল। আর কী হল।

Man proposes God disposes! এই জন্যেই বলে !

প্রিয়জন চলে গেলে তখনই মনে প্রশ্ন জাগে, পরজন্ম আছে কি নেই ? যে গেল, সে কোথায় গেল ? আত্মা বলে কি সত্যিই কিছু আছে ? সত্যিই আছে কি স্বর্গ বা নরক ? বেহেস্ত বা দোজখ্ ? তুরতি বাবা একদিন বলেছিলেন, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।' সুরের গবাক্ষও কি আছে ? জিষ্ণু মহারাজ বলেছিলেন। ও কি সত্যিই সব ছেড়ে দিয়ে গান গাইবে ?

আমি জানি, তোমার মনে এখন কি হচ্ছে চারণদা। তুমি যে তাকে ভালবেসেছিলে। তুমি আমার

www.MurchOna.com

মা, তুলিকেও ভালবেসেছিলে। সেটা কোনও বড় কথা নয়। অনেকেই অনেককে ভালবাসে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই যে, চন্দ্রবদনীও তোমাকে আমার মায়েরই মতন ভালবেসেছিল। কথাটা বোধহয় ঠিক বললাম না। কারও ভালবাসাই অন্য কারও ভালবাসার মতন নয়। প্রত্যেকটি ভালবাসার রকমই আলাদা। অথচ কত সামান্য তোমাদের দুজনের পরিচয়।

একটু চুপ করে থেকে বলল পাটন, তোমার নাম যখন যাবার আগে অস্ফুটে উচ্চারণ করল ও, তখন আমি কিন্তু অবাক হইনি একটুও। তোমাদের দুজনের সঙ্গে দুজনের প্রথম দেখা হওয়ার দিনই সে কথা বুঝতে পেরেছিলাম। পচাগলা মৃতদেহের গন্ধ যেমন লুকোনো যায় না, তেমন ভালবাসার গন্ধও নয়। প্রকাশ হয়ে পড়েই! তারপর পাটন বলল, মুখে তোমাকে বললাম বটে যে, তুমি এখানে আর ফিরে আসবে না, মানে আসতে পারবে না, কিন্তু মানুষী চন্দ্রবদনীকেও ভালবেসেছিলে বলেই হয়তো দেবী চন্দ্রবদনীর কাছে তোমাকে বারেবারেই ফিরে আসতে হবে। এলে তো ভালই! কলকাতাতে তুমি আমার মতন মানুষ, চ্যাংড়া-ছোঁড়া অনেকই পাবে কিংবা আমার জন্মদাতার মতন 'সাকসেসফুল' মানুষ, 'কেলকাটা' ক্লাবের মেম্বারও। আমার অশিক্ষিত জন্মদাতা "ক্যালকাটা" উচ্চারণ করতে পারত না, বলত "কেলকাটা"। অনেকই পাবে কিন্তু এই তুরতি বাবার মতন ছুপা-পণ্ডিত, জিষ্ণু মহারাজের মত সন্ত কোথায় পাবে?

তারপর বলল, এখানে এসে চিরদিন থাকতে বলছি না তোমাক। সংসারে থেকে সন্ন্যাসী হও। যদি তা হতে পারো তাহলে তো কথাই নেই। আর যদি না পারো, তবে বছরে অন্তত একবার করে এসো। চন্দ্রবদনী যে তোমাকে ভালবেসেছিল। সে তো যেমন তেমন মেয়ে নয়। তার স্মৃতি মনে রেখেই না হয় এসো।

চারণ পাটনকে মুখে কিছুই বলল না। ভাবছিল, ওকে যে মেয়েই ভালবাসে, তুলিরই মতন, সেই মরে যায়। সে কি অভিশপ্ত? তারপরই মনে হল ওর, চন্দ্রবদনী তো মানুষী ছিল না। দেবীরাও কি মানুষীর রূপ ধরে সত্যি সত্যিই আসেন এখানে? মানুষী আর দেবী কি একই মানুষকে ভালবাসতে পারেন?

বাসটা আর কিছুক্ষণ পরেই হৃষীকেশে পৌঁছে যাবে। বাস থেকে নেমেই ঘাটে যাবে একবার। ত্রিবেণী ঘাট, বাসটা ভিয়াসির কাছে আসার পর থেকেই ডাকছে তাকে।

কিন্তু কার কাছে যাবে ঘাটে? ধিয়ানগিরি মহারাজ তো চলেই গেছেন। ভীমগিরি মহারাজের সঙ্গে দেখা হবে কি না তাও বা কে বলতে পারে? তিনিও হয়তো নেই। অথবা অন্যত্র চলে গেছেন। মাদ্রীর সঙ্গে কি দেখা হবে? এই অন্ধকার দুর্যোগের দিন এখুনি মিশে যাবে হয়তো অন্ধকার রাতের সঙ্গে। তবুও দু-একজন পুণ্যার্থী নিশ্চয়ই প্রিয়জনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাতে তাড় পাতার দোনাতে বসিয়ে প্রদীপ ভাসাবে পুণ্যতোয়া গঙ্গার জলে।

ভাবছিল চারণ, যে বেনারসের দশাশ্বমেধঘাটে, হৃষীকেশের ত্রিবেণী ঘাটে কত শত মানুষকেই না এমন করে প্রদীপ ভাসাতে দেখেছে। চারণের "প্রিয়জন" বলতে তেমন কেউই ছিল না, যার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সে প্রদীপ ভাসায়। আজও নেই। কিন্তু তবুও মনে মনে ঠিক করল যে, আজকে চন্দ্রবদনীর আত্মার মঙ্গলকামনাতেই প্রদীপ ভাসাবে চারণ একটি। মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি হবে। ভজন শোনা যাবে তিনদিক থেকে। ধূপ, ধুনোর গন্ধ উঠবে। আর ফুলের গন্ধ। ত্রিবেণীঘাটের শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ভগীরথ-আনীত এই গঙ্গার হিমশীতল জলে পা ডুবিয়ে চারণ নিচু হয়ে প্রদীপ জ্বলা দোনাটি ফুল-সাজিয়ে ভাসিয়ে দেবে। পাটনকে বলবে, তার চলে যাওয়া মা তুলির আত্মার উদ্দেশ্যেও একটি প্রদীপ ভাসাতে।

তখন অদৃশ্য থেকে ধিয়ানগিরি মহারাজের গাওয়া গান ভেসে আসবে। আর তাঁর বর্ণিত "কালান্দার" এই পৃথিবীকে বাঁদরের মতন নাচিয়ে বেড়াবেন। সেই নাচ দেখার ক্ষমতা কোনও নশ্বরেরই নেই। স্বর ঈশ্বর, তাল ব্রহ্ম আর লয় কি? লয়? জিগ্যেস করা হয়নি ধিয়ানগিরি মহারাজকে।

দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল বাস হৃষীকেশের বাজারে। আজ বাজার জনবিরল। বাস থেকে

www.MurchOna.com

নেমে সত্যি সত্যিই ত্রিবেণীঘাটের দিকে পটিনের পাশে পাশে পায়ে হেঁটে প্রায় জনহীন পথে যেতে যেতে চারণ ভাবছিল, উদ্ধত সবজান্তা, সচ্ছল এবং হয়তো সামান্য দাম্ভিক যে ব্যারিস্টারটি আজ থেকে কয়েক মাস আগে হৃষীকেশের এই ত্রিবেণীঘাটে প্রথমবার এসে দাঁড়িয়েছিল "কাড়োয়া চওথ"-এর আলোকোজ্জ্বল সন্ধেতে, তার সঙ্গে আজকের এই মানুষটির, অনেকই পার্থক্য রচিত হয়ে গেছে।

সেদিন সে হুকুম দেনেওয়ালা ছিল। আজ সে হুকুম-পালনকারী হয়েছে। "চাপরাশী" হয়েছে।

বহুদিন আগেই জবাহরলাল নেহরুর 'The Discovery of India' পড়েছিল কিন্তু আজ চারণের মনে হচ্ছে, ও ওর এই শাশ্বত, মহান, হিন্দুপ্রধান অথচ ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষকে পুনরাবিষ্কার করেছে। ধর্ম কাকে বলে? পূজা-পার্বণের মাহাত্ম্য কি? তার নিজের মা-বাবার যে ধর্ম, সেই ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হওয়া যে নীচতাই শুধু নয়, কাপুরুষতাও, তা সে আজ হৃদয়ে বুঝেছে।

A. L. Basham সাহেব যেমন করে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করে তাঁর অসামান্য গ্রন্থটি লিখেছিলেন, 'The Wonder, That was India' এই ক-মাস উদ্দেশ্যহীনভাবে এই দেবভূমিতে ঘুরে বেড়ানোতে তার ভিতরেও যেন তেমন এক নতুন বোধের জন্ম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এই দেশের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে নতুন করে অবহিত হয়েছে।

আরও বহুবার এই দেবভূমিতে এসে, আরও অনেক জানাশোনার পরে, নির্জনে অনেক একা ভাবনাচিন্তার পরে ও হয়তো কোনওদিন তার আবিষ্কারকে তার দেশবাসীর সামনে আনতে পারবে। নেহরু সাহেবের মতন, ব্যাশাম সাহেবের মতনই। তবে সময় লাগবে। অনেকই সময়। সেও লেখক হবে। একদিন। সময়কে তার প্রাপ্য সময় তো দিতে হবেই।

নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে এ জীবনে চারণ আর কখনওই লজ্জিত হবে না। যার "ধর্ম" নেই সে তো মনুষ্যেতর জীব। "ধর্ম হি তেষাম অধিকোবিশেষোঃ/ধর্মে না হীণা পশুভিসমানাঃ"।

বাস থেকে নেমে, পটিনের সঙ্গে পায়ে পায়ে হেঁটে একসময়ে ত্রিবেণীঘাটে এসে দাঁড়াল। কালিকমলিওয়ালার আশ্রমের দিক থেকে নারী-কণ্ঠে কে যেন ভজন গাইছিলেন মীরাবাঈ-এর "ম্যায়নে চাকর রাখখো, চাকর রাখখো, চাকর রাখখো জি"। জিষ্ণু মহারাজের কথা মনে পড়ে গেল চারণের।

তাড়পাতার দোনাতে বসানো ওদের দুজনের প্রদীপ সেই অন্ধকার দুর্যোগময় রাতে গঙ্গার বুক বেয়ে টলতে টলতে ক্রমশ দূরে চলে যেতে লাগল অন্ধকারতর দিগন্তের দিকে। তারপরে একসময়ে হারিয়েও গেল। যেমন, সব প্রদীপই হারায়।

হঠাৎই চারণের বুকটা পাথরের মতন ভারী হয়ে এল। তারপর অব্যক্ত যন্ত্রণার মতন "চ-ন্দ্র-ব-দ-নী" এই পাঁচটি অক্ষর তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। এবং পরক্ষণেই বড় হালকা লাগতে লাগল ওর। কে যেন পাশ থেকে ওর কানের পাশে চন্দ্রবদনীরই গলাতে বলে উঠল,

"প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।"

পাশে তাকিয়ে দেখল, একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে, ঘাঘরা পরা, নাকে পেতলের নোলক, মাথায় ঘোমটা দেওয়া, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মায়ের প্রদীপ ভাসানো দেখছে।

পটিন বলল, চলো চারণদা।

সিঁড়ি চড়তে লাগল ওরা দুজনে।

পটিন বলল, তুমি কি কাল আমার সঙ্গেই যাবে?

হ্যাঁ। দিল্লি অবধি। একটি গাড়ি নিয়ে যাব সোজা এয়ারপোর্ট। ক্রেডিট কার্ড সঙ্গে আছে। তুমিও আমার সঙ্গে চল পটিন।

পটিন বলল, পরের বারে যদি আসো এখানে, তবে আর ক্রেডিট কার্ড-টার্ড এনো না। এ এন জেড, গ্রিন্ডলেজ, সিটি ব্যাঙ্ক, ডাইনার্স সিলভার-কার্ড, গোল্ড-কার্ড। এখানে অন্য ক্রেডিট-এর

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

দরকার। ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স-এর নয়। ওই সবরকম ক্রেডিটই এখানে ডিসক্রেডিট।

ঠিকই বলেছ। ফেলেই দেব গিয়ে।

কয়েকটা সিঁড়ি উঠে, পাটন দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, কিছু কি পেলে এখানে এসে চারণদা ? শিখলে কি কিছু ?

নিশ্চয়ই ! সিঁড়ি উঠতে উঠতে বলল, চারণ।

কি ?

তোমাকে পেলাম, এই পাটনকে। পেলাম, চন্দ্রবদনীকে, আর শিখলাম "চাপরাশ" শব্দটির মানে। এই বা কম পাওয়া কি ? কম শেখা কি ?

তারপর একটু ভেবে বলল, বড় এক আনন্দমিশ্রিত দুঃখ বুকে করে নিয়ে ফিরে যাচ্ছি পাটন। কত কী জানলাম, কত মানুষকে চিনলাম কাছ থেকে, মানুষের মতন সব মানুষ। এত অল্প দিনে এ-কী কম পাওয়া ! আবারও আসব আমি। বারে বারেই আসব।

দ্যাখো, দ্যাখো, বলে, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাটন আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

আশ্চর্য ! এই অন্ধকার আর দুর্যোগের রাতেও জ্বলজ্বল করছে একটি তারা। দিগন্তে। সন্ধ্যাতারা কি ? তীব্র, স্নিগ্ধ দ্যুতিতে দীপিত জ্বলজ্বল করছে তারাটি।

তাকিয়ে রইল চারণ সেই দিকে অনেকক্ষণ। একটি দীর্ঘশ্বাস উঠল তার বুকের ভিতর থেকে।

অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গমে দাহ করা চন্দ্রবদনীর শরীরের ভস্ম কি এখনও ভেসে চলেছে এই পতিতপাবনী গঙ্গা দিয়ে ? সেই তারাটির ছায়াটি কি কাঁপছে নির্জন নদীর সুদূর জলেও ? পরক্ষণেই হঠাৎই চারণের মনে হল যে, ওই তারাটি চেয়ে আছে তার আর চন্দ্রবদনীর অপূর্ণ সব ইচ্ছেগুলিরই দিকে।

ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! একজন সাধু বললেন পাশ থেকে, জল ছিটোতে ছিটোতে।

চারণের মনে পড়ল, এই দেবভূমিতে এসে ও এই ত্রিবেণীঘাটেই প্রথম সন্ধেতে দাঁড়িয়ে ছিল। "কাড়োয়া চওথ" ছিল সেদিন। দেওয়ালির আগের কৃষ্ণা-চতুর্থী। কত সুন্দরী সুবেশা সালংকারা সব নারীরা তাঁদের স্বামীদের মঙ্গলকামনা করে প্রদীপ ভাসাচ্ছিলেন জলে। আর আজ চারণ সেই দেবভূমি ছেড়ে চলে যাবার আগের সন্ধের এই ঘোর ক্রন্দনরতা বিধুর প্রকৃতির মধ্যে সেই ঘাটেই দাঁড়িয়ে আছে। তার জীবনের একটি বিশেষ পর্বের পবিত্র ফুল ও ধূপ-গন্ধময় এই গানখানি যেন 'সম'-এ এসে দাঁড়াল, অয়ন সম্পূর্ণ করে। সেই ত্রিবেণীঘাটেই।

একটু আগেই যখন ঘাটে নেমে এসেছিল তখন চন্দ্রবদনীর কারণে মনটা বড়ই বিষাদমগ্ন হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য। এখন ঘাটের চাতাল বেয়ে ফিরে যাবার সময়ে এক ব্যাখ্যাহীন আনন্দে ওর মন ভরে উঠল কানায় কানায়। চারণের দুটি চোখ আনন্দ ও বেদনার এক অভূতপূর্ব, অভাবনীয় মিশ্রণে জলে ভরে উঠল। একটি একটি করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে, ও নিরুচ্চারে গাইতে লাগল সেই গানটি, যে গানটি সে বহু বছর আগে কুমায়ুঁ পাহাড়ের আলমোড়ার এক আশ্রমে অন্ধ গায়ক সদুনবাবুর গলাতে শুনেছিল আর যার ভুলে-যাওয়া বাণী পূরিত করেছিলেন ধিয়ানগিরি মহারাজ এই ত্রিবেণী ঘাটেই, এক রাতে।

"খোঁজে খোঁজে তুমহে কনহাইয়া
মুঝে নায়না ধারে।
মোরে মন্দির অবল্যো নেহি আয়ে
কওনসি ভুলভঁয়ি মেয়ো আলি
প্রেম পিয়া বিনা আঁখিয়া তরস রহি
উনবিনে জিয়া ভরমায়ে।

খোঁজে খোঁজে তুমহে কনহাইয়া
মুঝে নায়না ধারে।"

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

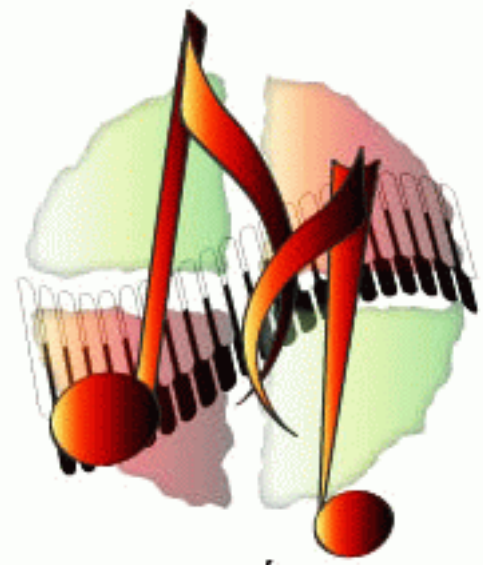

www.murchona.com

Chaprash by Buddhadeb Guha

[Part.3]

For More Books & Music Visit www.Murchona.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com